হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম

মুফতী মনসূরুল হক

মাকতাবাতুল মানসূর
www.darsemansoor.com
www.islamijindegi.com

GET IT ON Google Play
Download From App Store

সূচীপত্র

কুরআন ও হাদীসে হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম

পূর্ববর্তী কিতাবে ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের জন্ম

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের ব্যাপারে শয়তানের ধোঁকা

শিশু ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের নবী হওয়ার ঘোষণা

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের কৈশোর

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের নবুওয়্যাত লাভ

ইহুদীদের ধর্ম বিকৃতি

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের মুজিযা

মুজিযা ও যাদুর পার্থক্য

মানুষের তৈরি ও স্রষ্টার সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য

মুজিযা ভ্রান্তির মাধ্যম নয়

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের পাঁচ মুজিযা

মুজিযা অস্বীকার করা কুফরী

দীনের প্রতি ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের দাওয়াত

হাওয়ারী শব্দের ব্যাখ্যা

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের হাওয়ারী

নুযুলে মায়িদার ঘটনা

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে হত্যার অপচেষ্টা

এ ব্যাপারে ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের ভ্রান্তি

কিয়ামতের পূর্বে ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের অবতরণ

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের অবতরণের প্রেক্ষাপট

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের অবতরণের প্রকৃতি
‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের অবতরণকালীন অবস্থা
অবতরণের পর ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের জীবনযাপন
‘ঈসা আ. এর বিবাহ ও দাম্পত্যজীবন
পৃথিবীতে অবতরণের পর ‘ঈসা আ. কী করবেন
‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের আবির্ভাবকালীন বরকত
ইয়াজুজ ও মাজুজের আবির্ভাব এবং ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের তুর পর্বতে অবস্থান গ্রহণ
‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের পুনরায় আগমনের হেকমত
‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের ইন্তেকাল এবং রাসূলুল্লাহর রওযার পাশে তার দাফন
পরিশিষ্ট
হযরত ‘ঈসা আ.এর হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হঠকারী ইয়াহুদী জাতি
অপরাধ ও চিরস্থায়ী লাঞ্ছনার ইতিহাস
ইয়াহুদীদের নামকরণ
ইয়াহুদীরা কেনো লাঞ্ছনা এবং নির্যাতনের উপযুক্ত?!
১. মিথ্যাবাদিতা
২. আল্লাহর শানে বেয়াদবী!
৩. হিংসা
৪. অত্যাধিক দুনিয়াপ্রীতি
৫. অত্যাধিক কৃপণতা
৬. বিশ্বাসঘাতক
৭. দুষ্কৃতি এবং নৈরাজ্যসৃষ্টি
তাওরাতের বিকৃতি সাধন
৮. আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা

৯. মিথ্যা এবং অন্যায় দাবি
১০. সত্যগ্রহণে হঠকারিতা
১১. নবীগণের সত্যের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান এবং হত্যা প্রচেষ্টা
হযরত ‘ঈসা আ. এর ব্যাপারে ইয়াহুদীদের হঠকারীতা
হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাপারে ইয়াহুদীদের হঠকারীতা
অবাধ্য ও হঠকারী ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের শাস্তি
ইয়াহুদীদের শাস্তি ১: বানর এবং শুকরে পরিণত হওয়া
ইয়াহুদীদের শাস্তি ২: তীহ প্রান্তরে আটকে থাকা
ইয়াহুদীদের শাস্তি ৩: অন্তরের কঠোরতা
ইয়াহুদীদের শাস্তি ৪ : শতধাবিভক্ত ইয়াহুদী জাতি
ইয়াহুদীদের শাস্তি ৫ : লাঞ্ছিত, নির্যাতিত এবং নিপীড়িত হওয়া
‘ঈসা আ.এর উর্ধ্বারোহনের পর ইয়াহুদী জাতির লাঞ্ছনার প্রথম পর্ব ৭০-১৩৫ খৃষ্টাব্দ
রোমান সম্রাট টাইটাস (Titus) এর ধ্বংসলীলা: ৭০ খৃষ্টাব্দ
রোমান সম্রাট হেডরিয়ান Hadrian (১১৭-১৩৮ CE) এর আগ্রাসন: ১৩৫ খৃষ্টাব্দ।
ইয়াহুদীদের ব্যর্থ স্বাধীনতা প্রচেষ্টা
লাঞ্ছনার দ্বিতীয় পর্ব : ২য় হিজরী-২৩ হিজরী
বনু কাইনুকা’র বহিস্কৃতি: শাওয়াল, দ্বিতীয় হিজরী
বনু নাযীরের বহিস্কৃতি: চতুর্থ হিজরী, (গাযওয়ায়ে বীরে মাঊনার পরে)
বনু কুরাইযার এর বহিস্কৃতি: পঞ্চম হিজরী (গযওয়ায়ে আহযাবের পরে)
ইয়াহুদীমুক্ত মদীনা: সপ্তম হিজরীর পর
ইয়াহুদীমুক্ত হিজাযের পবিত্র ভূমি
লাঞ্ছনার তৃতীয় পর্ব: খৃষ্ট্রীয় দ্বিতীয় সহস্রাব্দ
লাঞ্ছনার আরো একটি পর্ব: কেয়ামতের পূর্বে ইয়াহুদী জাতি আরো একটি গণহত্যার অপেক্ষায়!!

বর্তমান সময়ে প্রতিষ্ঠিত ‘ইসরাইল রাষ্ট্র’
কওমে সাবার প্রতি আল্লাহর নাফরমানীর ভয়াবহ শাস্তি
কওমে সাবার পরিচয়
সাবাবাসীর প্রতি দীনের দাওয়াত
সাবাবাসীর দীন বিমুখতা
সাবাবাসীর উপর আল্লাহর আযাব
ঘটনা থেকে শিক্ষা
আসহাবুল উখদুদের ঘটনা
আসহাবুল উখদুদের ঘটনা থেকে শিক্ষা

باسمه تعالى

হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের জীবনবৃত্তান্ত

কুরআন ও হাদীসে হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম

হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম ছিলেন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন পয়গাম্বর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন সর্বশেষ নবী ও রাসূল, তেমনি হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম বনী ইসরাইলের মধ্যে সর্বশেষ নবী।

হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের আলোচনা কুরআনে কারীমের সর্বমোট তেরটি সূরায় করা হয়েছে। এগুলোর কোথাও তাকে ‘ঈসা নামে, কোথাও মাসীহ বা আবদুল্লাহ উপাধিতে, আবার কোথাও মারিয়াম-তনয় উপনামে উল্লেখ করা হয়েছে।

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের পর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত কোন নবী বা রাসূল দুনিয়াতে আগমন করেননি। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اَنَا اَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ لِاَنَّه لَمْ يَكُنْ بَيْنِىْ وَبَيْنَه نَبِىٌّ وَاِنَّه نَازِلٌ

আমি মারিয়াম তনয় ‘ঈসার অতি ঘনিষ্ট। কেননা, আমার ও তার মধ্যবর্তী সময়ে কোন নবীর আগমন ঘটেনি এবং তিনি (পরবর্তীকালে) পুনরায় দুনিয়াতে আগমন করবেন। (বুখারী, ৪:৩৪৩; মুসলিম, ২:১৮৯)

হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের উচ্চমর্যাদা ও সুমহান ব্যক্তিত্বের নিদর্শন হলো, হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম যেমন বনী ইসরাইলের মধ্য থেকে নবুওয়্যাত ও রিসালাতের ইমামতের মাকামে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তেমনি ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম ছিলেন নবুওয়্যাত ও রিসালাতের ক্ষেত্রে মুজাদ্দিদের ভূমিকায়। কেননা, তাওরাতের পর ইঞ্জিলের তুলনায় অধিক মর্যাদাসম্পন্ন কোন কিতাব অবতীর্ণ হয়নি।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আর এটা বাস্তব সত্য যে, ইনজিল নাযিল হয়ে তাওরাতের বিধানাবলিকে পূর্ণতা দান করেছে। অর্থাৎ তাওরাত নাযিল হওয়ার পর ইহুদীরা দীনের মধ্যে যেসব গোমরাহী ও কুসংস্কারের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল, ইনজিল অবতীর্ণ হয়ে তাদের সেসব ভ্রান্তি হতে বেঁচে থাকার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে এবং তাওরাতের পরিপূরক হিসেবে দায়িত্ব আনজাম দিয়েছে। আর মুসা ‘আলাইহিস সালামের হেদায়েতের বাণী, যা ইহুদীরা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল, ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম আগমন করে তাদের সেগুলোর ব্যাপারে সজাগ করেছিলেন।

তা ছাড়া হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম ছিলেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সর্বশ্রেষ্ঠ ঘোষক ও সুসংবাদ প্রদানকারী। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَاِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ

(হে নবী, স্মরণ করুন,) যখন মারিয়াম তনয় ‘ঈসা বলেছিলেন, হে বনী ইসরাইল, আমি অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত আল্লাহর রাসূল আর আমার পূর্ব থেকে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রয়েছে তার প্রত্যায়নকারী এবং একজন রাসুলের আগমনের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আসবেন, যার নাম হবে ‘আহমাদ’। (সূরা সফ, আয়াত:৬)

কুরআনে কারীমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীনের সাদৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে যেসকল মর্যাদাবান ব্যক্তির ‘আদর্শের আলোচনা করা হয়েছে, তাদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম, হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম এবং হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম উল্লেখযোগ্য। হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের ‘আদর্শের বর্ণনা এজন্য গুরুত্বপূর্ণ, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ধর্মের প্রচার ও প্রসারের কেন্দ্রবিন্দু, তা

'মিল্লাতে ইবরাহীম' নামে অভিহিত। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

مِّلَّةَ اَبِيۡكُمۡ اِبۡرٰهِيۡمَ هُوَ سَمّٰٮكُمُ الۡمُسۡلِمِيۡنَ

ইসলাম তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্ম এবং তিনি তোমাদের মুসলমান নাম প্রদান করেছেন। (সূরা হজ্জ, আয়াত:৭৮)

তেমনি ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম হলেন সেই বয়োজ্যেষ্ঠ পয়গাম্বর, যিনি শিরকের মোকাবেলায় তাওহিদে ইলাহীকে হানিফী ধর্ম উপাধিতে ভূষিত করেছেন এবং পরবর্তীকালে যারা সত্যের অনুসারী হবে, তাদের জন্য মিল্লাতে হানীফা নামে বৈশিষ্ট্য কায়েম করেছেন। অর্থাৎ তিনি আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের ক্ষেত্রে এমন আদর্শ উপস্থাপন করেছেন, ভবিষ্যতে সত্য ধর্মের জন্য তার অনুসরণ মাপকাঠিরূপে গণ্য হয়ে গিয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা তাকে এ পরিমাণ কবুল করেছিলেন যে, তিনি হেদায়েতের ইমাম হয়ে গিয়েছেন। এসম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَاتَّبِعُوۡا مِلَّةَ اِبۡرٰهِيۡمَ حَنِيۡفًا وَمَا كَانَ مِنَ الۡمُشۡرِكِيۡنَ

সুতরাং তোমরা একনিষ্ঠভাবে মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণ কর আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত:৯৫)

অনুরূপ হযরত মুসা 'আলাইহিস সালামের আলোচনা এজন্য গুরুত্ব রাখে যে, স্বীয় জাতির মূর্খতা, নাফরমানী, আল্লাহর দুশমনদের পক্ষ হতে অগ্নিপরীক্ষা ও অবিরত দুঃখ-কষ্টের বিপরীতে তাঁর ধৈর্যধারণ উম্মতের জন্য আদর্শ হয়ে রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে মুসা 'আলাইহিস সালাম ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে সামঞ্জস্য পাওয়া যায়।

উল্লিখিত বৈশিষ্টের কারণেই হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের জীবনীর আলোচনাও গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যই পবিত্র কুরআনে তার জীবনী বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আর এর ভূমিকাস্বরূপ তার মা

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

হযরত মারিয়াম ও তার প্রতিপালনকারী হযরত যাকারিয়া এবং ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের আগমনের সুসংবাদদাতারূপে আগমনকারী হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের কথা আলোচিত হয়েছে।

হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালাম যে ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের আগমনের সুসংবাদদাতা ছিলেন, তার বর্ণনা কুরআনে এভাবে এসেছে,

فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَحَصُوْرًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِيْنَ○

ফেরেশতারা হযরত যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামকে সেসময় আহ্বান করলো যখন তিনি কুঠুরিতে নামাযরত ছিলেন। আল্লাহ তা‘আলা আপনাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন, যিনি আল্লাহর কালেমা ‘ঈসা সম্পর্কে সত্যায়ন করবেন। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত:৩৯)

উক্ত আয়াতে كلمة (কালেমা) শব্দ দ্বারা হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম উদ্দেশ্য। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রহ. তার তাফসীরগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, জমহুর আলেমের মত অনুসারে كلمة (কালেমা) দ্বারা হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম উদ্দেশ্য। (তাফসীরে কাবীর, ৮:৩৫)

হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের জন্ম হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের আগেই হয়েছিলো। তবে তিনি ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম থেকে কতটুকু বড় ছিলেন, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না।

পরবর্তীকালে ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে উঠিয়ে নেওয়ার আগে হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামকে অস্বীকারকারীরা শহীদ করে দেয়।

সূত্র:

قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب وهو يقتضي أنه قتل بدمشق وأن قصة بخت نصر كانت بعد المسيح (٢) كما قاله عطاء والحسن البصرى فالله أعلم. البداية والنهاية ط إحياء التراث(٦٥/٢)

TOP

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

তবে ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালাম ও তার পিতা যাকারিয়া আলইহিস সালামের শাহাদাতের ব্যাপারে ভিত্তিহীন একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে, এ বিষয়ে তাঁদের জীবনীতে পাঠক অবগত হয়েছেন।

পূর্ববর্তী কিতাবে ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আল্লাহপ্রদত্ত দীনের দাওয়াত ও তাবলীগের ধারা যদিও হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম থেকে শুরু হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলে এসেছে। কিন্তু এ ধারা বিশেষভাবে শক্তিশালী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে আল্লাহ তা‘আলা কয়েক শতাব্দী পর পর এমন একজন উচ্চ মনোবল সম্পন্ন সুমহান মর্যাদার অধিকারী পয়গাম্বরকে পাঠাতেন, যিনি কালের ঘূর্ণাবর্তে সৃষ্ট আত্মিক শৈথিল্য দূর করে সত্য গ্রহণের নিভুপ্রায় আগ্রহ পুনরায় প্রোজ্জ্বল করে তোলতেন এবং রুহানী দুর্বল অবস্থাসমূহ সবল থেকে সবলতর করে দিতেন, যা দেখে মনে হত, ধর্মের ঘুমন্ত জগতে হক ও হক্কানিয়াত এবং সত্য ও সততার শিঙ্গা ফুঁকে এক মহাবিপ্লবের জন্ম দিয়ে মৃত অন্তরসমূহে নব প্রাণের সঞ্চার করা হয়েছে।

যে জাতি ও উম্মতের মাঝে সেই মর্যাদাবান নবীর আবির্ভাব হতো, বহু শতাব্দী পূর্ব হতে সে উম্মতের নবীগণ উক্ত মর্যাদাবান নবীর আগমনের সুসংবাদ আল্লাহর ওহীর মাধ্যমে কওমকে জানিয়ে দিতেন। যেন সত্যের দাওয়াতের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং যখন সেই নূর উদ্ভাসিত হওয়ার সময় হবে, তখন উম্মতের জন্য তার আকস্মিক আগমন অনাহূত ও অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যাপার না হয়ে যায়।

হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামও সেই দৃঢ় মনোবল ও সুমহান মর্যাদার অধিকারী নবীগণের অন্যতম।

এ কারণেই দেখা যায় যে, বনী ইসরাইলের অনেক নবী তার আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন। আর এ সুসংবাদের ভিত্তিতে বনী ইসরাইল প্রতিশ্রুত ‘ঈসার আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় ছিল, যেন তার আবির্ভাবের পর পুনরায় তারা হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

যামানার ন্যায় সমুদয় জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে বিশিষ্ট ও সম্মানিত হতে পারে এবং হেদায়েতের শুষ্ক ক্ষেত্রে সজীবতা ফিরে আসে আর আল্লাহর মহিমা ও মাহাত্ম্য দ্বারা তাদের অন্তর সমুজ্জ্বল হয়ে উঠে। সেজন্যই শব্দগত ও অর্থগত বিকৃতির শিকার হওয়ার পরও বর্তমান বাইবেলে হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের আগমনের সুসংবাদগুলো রয়ে গেছে।

সেই তাওরাতের বিবরণে উল্লেখ আছে, 'মুসা 'আলাইহিস সালাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা সাইনা হতে আগমন করেছেন, সায়ির থেকে উদিত হয়েছেন এবং ফারানের পর্বতমালা হতে আলোকিত হয়েছে। এখানে সাইনা হতে আল্লাহ তা'আলার আগমন দ্বারা হযরত মুসা 'আলাইহিস সালামের নবুওয়্যাত লাভের প্রতি এবং সায়ির হতে উদিত হওয়ার দ্বারা হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা, হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম সায়ির পাহাড়ের একটি টিলা 'বাইতু লাহমে' জন্মলাভ করেন। আর ফারানের পর্বতমালা হতে আলোকিত হওয়ার দ্বারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা, ফারান হলো হেজাযের প্রসিদ্ধ পাহাড় সারির নাম। (তাওরাত, অধ্যায়:৩৩ পদ:২০)

হযরত ইয়াস'আ 'আলাইহিস সালামের সহীফায় বর্ণিত আছে, 'দেখ, আমি তোমার পরে একজন পয়গাম্বর পাঠাচ্ছি, যিনি তোমার রাস্তা প্রস্তুত করবেন। ময়দানে এক আহ্বানকারীর ধ্বনি ভেসে এলো, 'আল্লাহর রাস্তা প্রস্তুত করো, তার রাস্তা সোজা-সরল করো'। এ সুসংবাদে 'পয়গাম্বর' শব্দ দিয়ে হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামকে এবং 'ময়দানে আহ্বানকারী' বলে হযরত ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালামকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালাম হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের আগমনের সংবাদ ঘোষণা করতেন

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এবং তার নবুওয়্যাতের সুসংবাদ শুনাতেন। (তাওরাত, অধ্যায়:৪০ পদ:৩-৮)

তেমনিভাবে ইউহান্নার ইঞ্জিলে বর্ণিত রয়েছে, যখন ইহুদীরা জেরুজালেম হতে কাহেন আনলো ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালামকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করার জন্য যে, 'আপনি কে' তখন তিনি অকপটে স্বীকার করলেন, আমি প্রতিশ্রুত মাসীহ নই। তারা জিজ্ঞেস করলো, আপনি কে? আপনি কি ইলিয়া? তিনি বললেন, আমি ইলিয়া নই। তারা বললো, তবে কি আপনি সেই প্রতিশ্রুত নবী? তিনি 'না' বললেন। অবশেষে তারা প্রশ্ন করলো, তা হলে আপনি কে? আপনি আমাদের জানান, যাতে আমরা সেসব লোককে আপনার ব্যাপারে বলতে পারি, যারা আমাদের পাঠিয়েছে এ কথা জানার জন্য যে, আপনি নিজের ব্যাপারে কী বলেন? তিনি বললেন, আমি তো সেই ব্যক্তি, যেমন, হযরত ইয়াস'আ 'আলাইহিস সালাম বলেছেন অর্থাৎ ময়দানে আহ্বানকারীর আওয়াজ এলো, তোমরা খোদার রাস্তা তৈরি করো। (অধ্যায়:১ পদ:১৯-২৩)

মার্ক ও লুকের ইঞ্জিলে বর্ণিত আছে, তারা সবাই প্রতীক্ষা করছিল এবং দিলে দিলে ভাবছিল, ইউহান্না সেই প্রতিশ্রুত মাসীহ কি না? তখন ইউহান্না সবার জবাবে বললেন, আমি তো তোমাদের যাজকনিদর্শন দিচ্ছি, তবে যিনি আমার চেয়ে অধিক মর্যাদাবান, তিনি অচিরেই আগমন করবেন। আমি তো তার জুতোর ফিতা খোলারও যোগ্য নই। তিনি তোমাদের রুহুল কুদস থেকে যাজকনিদর্শন দিবেন। (লক্কার ইঞ্জীল, বাব:২, আয়াত, ১৫-১৬)

উভয় সুসংবাদ হতে বুঝা যায়, ইহুদীরা তাদের ধর্মীয় বর্ণনানুসারে হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের প্রতীক্ষায় ছিলো। আর হযরত ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালাম তার আগমনের সুসংবাদ দানকারী ছিলেন।

হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের জন্ম

TOP

হযরত যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর বায়তুল মুকাদ্দাসের এক কোণে তার জন্য একটি কুঠুরি তৈরি করে দেন। সেখানে হযরত মারিয়াম ও হযরত যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম ব্যতীত অন্য কারো প্রবেশের অনুমতি ছিল না। মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম সেই কক্ষে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন।

এ সময়েই একদিন আল্লাহ প্রেরিত ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে এসে তাঁকে একজন পবিত্র সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করেন। মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম এ কথা শুনে খুবই বিস্মিত হন। ফেরেশতা তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অভয়বাণী শুনায়।

এরপর সেই ফেরেশতা আল্লাহর পক্ষ থেকে রুহ ফুঁকে দিলে তিনি গর্ভবতী হয়ে যান। প্রসবকাল যখন নিকটবর্তী হয়, দুর্নাম ও মিথ্যা অপবাদের ভয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং বায়তুল মুকাদ্দাস হতে প্রায় নয় মাইল দূরে সায়ির পর্বতের একটি টিলায় আশ্রয় নেন।

হযরত মারিয়াম যখন গর্ভবতী হন, তখন তার বয়স কত ছিল, এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে, তখন তারা বয়স বারো বছর ছিল। কারো মতে, দশ বছর ছিল। আবার কারো মত হচ্ছে, তখন তার বয়স হয়েছিল বিশ বছর। (তাফসীরে কাবীর, ২১ খণ্ড, ১৮৪)

হযরত মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের জীবনবৃত্তান্ত এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। এসব ঘটনা সংশ্লিষ্ট কুরআনের বিভিন্ন আয়াতও সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম নাসায়ী রহ. বর্ণনা করেন, হযরত আনাস রা. থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত আছে, যে খেজুর গাছের নিচে মারিয়াম আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই জায়গাটির নাম ‘বায়তু লাহাম’। জনৈক রোমান বাদশা এই স্মৃতি রক্ষার জন্য এখানে একটি সৌধ নির্মাণ করেন। হাদীসটি ইমাম

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

বায়হাকী রহ. উল্লেখ করেছেন এবং সহীহ বলে বর্ণনা করেছেন। (কাসাসুল আম্বিয়া, ৪৪৫ পৃষ্ঠা)

সেখানেই মারিয়াম 'আলাইহাস সালাম 'ঈসা 'আলাইহিস সালামকে প্রসব করেন। আল্লাহ তা'আলা সেখানে মারিয়াম আলাইহাস সালামের জন্য একটি নহর জারী করে দেন এবং বিনা মৌসুমে তাজা খেজুরের ব্যবস্থা করে দেন।

'ঈসা 'আলাইহিস সালামের ব্যাপারে শয়তানের ধোঁকা

একটি ইসরাঈলী রেওয়ায়েতে বর্ণনা অনুযায়ী, হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের জন্মের পর সমস্ত মূর্তি তার দিকে সিজদাবনত হয়। এ অবস্থা দেখে ইবলীস ঘাবড়ে যায়। সে নানান দিকে খোঁজাখুঁজি করে কোন কিছু দেখতে পেল না- পূর্ব দিকেও না, পশ্চিম দিকেও না। তখন সে ব্যর্থ মনে ঘুরছিল। এমন সময় হঠাৎ দেখতে পেল, একটি খেজুর গাছের নিচে একজন মহিলা একটা বাচ্চা কোলে নিয়ে বসে আছেন। আর ফেরেশতাগণ তাদের বেষ্টন করে রেখেছেন এবং বলাবলি করছেন, একজন নবী পিতা ছাড়া জন্মলাভ করেছেন। এ কথা শুনে ইবলীস ঘাবড়ে গেল এবং মনে মনে বললো, নিশ্চয় এখানেই সেই ঘটনা ঘটেছে। অতঃপর ইবলীস কসম খেয়ে বললো, এর দ্বারা আমি অনেককে বিভ্রান্ত করবো। সেমতে পরবর্তীকালে ইবলীস ইহুদীদের গোমরাহ করেছে। ইহুদীরা 'ঈসা 'আলাইহিস সালামকে 'নাউযুবিল্লাহ' জারজ সন্তান বলে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করেছে। আর খ্রিস্টানদের ভ্রষ্ট করেছে এভাবে যে, তারা বলেছে, 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম আল্লাহর পুত্র।

অপরদিকে হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের জন্মের অলৌকিকতা হলো, ইবলীস বলতে লাগলো, প্রত্যেক মহিলাই গর্ভবতী হয়েছে আমার সামনে এবং সন্তান প্রসব করেছে আমার হাতের তালুতে। কিন্তু এ সন্তানের ব্যাপারে আমি জানি না। গর্ভের সময়ও না এবং প্রসবের সময়ও না। (দুররে মানসূর, ৫:৪৩৬)

হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের জন্মের পর ইবলীস তার ব্যাপারে অপপ্রচার করে জনমনে বিভ্রান্তি ছাড়ানোর জন্য মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের গর্ভে তার পিতা ছাড়া জন্ম লাভের সংবাদ সবার মাঝে ছড়িয়ে দিলো। এ সংবাদ শুনে বনী ইসরাইল সম্প্রদায় মারিয়ামকে খোঁজা আরম্ভ করলো। তারা তাকে খুঁজতে বায়তুল মুকাদ্দাসে গেলো। সেখানে তারা তার ব্যাপারে ইউসুফ নাজ্জারকে জিজ্ঞাসা করলো, যিনি মারিয়ামের সাথে বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমত করতেন। তিনি উত্তর দিলেন, আমি জানি না। তবে তার কক্ষের চাবি হযরত যাকারিয়ার কাছে আছে। তারা যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম থেকে চাবি এনে দরজা খুললো এবং তাকে কক্ষে তালাশ করলো। সেখানে যখন তাকে পেলো না, তখন তারা ইউসুফকে অপবাদ দিল। এমন সময় এক ব্যক্তি বললো, আমি তাকে অমুক জায়গায় দেখেছি। এ কথা শুনে তারা সেদিকে এগিয়ে গেল। (দুররে মানসূর, ৫:৪৩৭)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম কিছুটা সুস্থতা অনুভব করলেন এবং সন্তান কোলে নিয়ে বসলেন। এ দিকে তার সম্প্রদায় তার খোঁজে বের হয়ে একজন রাখালকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কি অমুককে দেখেছো? রাখাল বললো, না। তবে আমি একদিন রাত্রে আমার গরুর মধ্যে এমন একটি বিষয় দেখেছি, যা পূর্বে কখনো দেখেনি। আমি দেখেছি, গরুটি এই উপত্যকার দিকে সিজদা করছে। তখন তারা সেদিকে এগিয়ে গেল। (দুররে মানসূর, ৫:৪৩৯)

সে সময় মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম চল্লিশ দিন পর নিফাস থেকে পবিত্র হলেন এবং সন্তানকে কোলে নিয়ে বের হয়ে এলেন। পথিমধ্যে সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে তার দেখা হলো। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

فَأَتَتْ بِهِۦ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥ

অতঃপর মারিয়াম সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। (সূরা মারিয়াম, আয়াত ২৭)

সম্প্রদায়ের লোকেরা মারিয়ামের কোলে বাচ্চা দেখে বিস্ময়ভরা বদনে এগিয়ে এলো এবং তাকে এ ব্যাপারে অপবাদ দিয়ে ভর্ৎসনা করতে লাগলো। এভাবে তারা হযরত মারিয়ামের প্রতি অপবাদ আরোপ করলেন। তারা মারিয়াম 'আলাইহাস সালামের পবিত্র ও নিষ্কলুষ চরিত্রকে কলুষিত করার জন্য উঠে পড়ে লাগলো।

শিশু 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের নবী হওয়ার ঘোষণা

এ অবস্থায় মারিয়াম 'আলাইহাস সালাম অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়লেন। তিনি নিজে কথাগুলো কাউকে বুঝাতে পারছেন না। কেননা, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে তিনি আজ কোন মানুষের সাথে কথা না বলার সাওমের মান্নত করেছেন। আর নির্জনে গিয়ে যে তিনি আশ্রয় নিবেন, সে পরিস্থিতিও নেই। সবাই তাকে ঘিরে ধরেছে। তবে এ অবস্থায় তিনি বিচলিত হলেন না। ফেরেশতার বাণীর মাধ্যমে আল্লাহর উপর তার তাওয়াক্কুল ও ভরসা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাকে এ অপবাদ থেকে মুক্ত করে তার পবিত্রতা সবার সামনে সুস্পষ্ট করে দিবেন। এ আত্মবিশ্বাস ও তাওয়াক্কুল নিয়ে তিনি প্রথমত ফেরেশতার বাতলানো নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের কথা না বলার রোযার মান্নতের কথা সম্প্রদায়ের লোকদের ইশারায় বুঝালেন। এরপর তিনি শিশু 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের দিকে হাত দ্বারা ইঙ্গিত করলেন। অর্থাৎ এ শিশু সন্তানের সাথে আপনার কথা বলুন। এ সন্তানই আপনাদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে দেবে।

তখন লোকেরা বললো, আমরা তার সাথে কেমন করে কথা বলবো? সে তো কোলের শিশু! তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছো? এমন সময় দুধের শিশু 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম বলে উঠলেন,

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتٰنِیَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِیْ نَبِیًّا ○ وَّ جَعَلَنِیْ مُبٰرَكًا اَیْنَ مَا كُنْتُ ۪ وَ اَوْصٰنِیْ بِالصَّلٰوةِ وَ الزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَیًّا ○ وَّ بَرًّا بِوَالِدَتِیْ ۫ وَلَمْ یَجْعَلْنِیْ جَبَّارًا شَقِیًّا ○ وَالسَّلٰمُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُّ وَ یَوْمَ اَمُوْتُ وَ یَوْمَ اُبْعَثُ حَیًّا○

নিশ্চয় আমি আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। যেখানেই আমি থাকি না কেন, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। যতদিন আমি বেঁচে থাকবো, ততদিন আমাকে নামায এবং যাকাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর আমাকে আমার মাতার প্রতি অনুগত করেছেন। তিনি আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য বানাননি। আমার প্রতি সালাম, যেদিন আমি জন্ম গ্রহণ করেছি, যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন আমি জীবিত অবস্থায় উত্থিত হবো। (সূরা মারিয়াম, আয়াত, ৩০-৩৩)

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের কৈশোর

পবিত্র কুরআনে হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের শৈশবের কথাই শুধু বর্ণনা করা হয়েছে। তার কৈশোরের কোন ঘটনা কুরআন শরীফে আলোচিত হয়নি। তাই বিভিন্ন ইসরাঈলী রেওয়ায়েতের আলোকে নিম্নে কিছু বিষয় উল্লেখ করা হলো।

ইসরাঈলী রেওয়ায়েতের বিখ্যাত বর্ণনাকারী ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ. থেকে যে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এবং যার বর্ণনা মথির ইঞ্জিলেও আছে। সেখানে এ ঘটনাটিও রয়েছে যে, যখন হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম ভূমিষ্ঠ হলেন, সে রাতে পারস্যের বাদশা আসমানে একটি অভিনব উজ্জ্বল নক্ষত্রের উদয় দেখতে পেলেন এবং ভয় পেয়ে গেলেন। বাদশা তার দরবারের জ্যোতিষী মন্ডলীকে সেসম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা বললেন, এ নক্ষত্রের উদয় একজন মহামানবের জন্ম লাভের সুসংবাদ বহন করে, যিনি শামদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন। তখন বাদশা স্বর্ণ ও মূল্যবান দ্রব্যসমূহের উপঢৌকন দিয়ে এক প্রতিনিধিদল শামদেশে প্রেরণ করলেন। উদ্দেশ্য

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

হলো, তারা সেখানে গমনপূর্বক সেই মর্যাদাশালী নবজাতক শিশুর জন্মগ্রহণ সম্পর্কিত যাবতীয় ঘটনা ও অবস্থা জেনে আসবেন।

এ প্রতিনিধিদল যখন শামদেশে পৌঁছে সেখানের বাদশাকে (হিরোদিয়াসকে) তাদের আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে নবজাতক শিশুর কথা বললেন, তখন বাদশা অন্যদের জিজ্ঞাসা করে বাইতুল মাকদিসে সে সময় হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের এর জন্মের কথা জানতে পারলেন। যেহেতু 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম মায়ের কোলেই কথা বলা আরম্ভ করেছিলেন, তাই তার খবর ছড়িয়ে পরেছিল।

তখন বাদশা আগত প্রতিনিধিদের সাথে নিজের পক্ষ থেকে কিছু লোক প্রেরণ করলেন। উদ্দেশ্য ছিল, তার খোঁজ খবর নিয়ে রাখা এবং প্রতিনিধিদল চলে গেলে তাকে হত্যা করা। এরা সবাই হযরত মারিয়ামের নিকট পৌঁছলেন, এবং প্রতিনিধিদল তাদের আনিত হাদিয়া দিয়ে নিজ দেশে ফিরে গেলেন।

ইতোমধ্যে মারিয়ামকে কেউ সংবাদ দিল যে, মনে হচ্ছে শামের বাদশার অভিপ্রায় খারাপ, এবং সে তার লোকদের মাধ্যমে শিশুটিকে হত্যা করতে চেষ্টা করছে। এই পরামর্শ শুনে হযরত মারিয়াম 'আলাইহাস সালাম শিশু 'ঈসাকে মিসরে নিয়ে গেলেন, এবং সেখানে তারা বারো বছর অবস্থান করেন। এবং সেখানে তার ছোট বয়সেই অনেক কারামাত প্রকাশ পায়। (আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ২/৮০-৮১ মাকতাবা আব্বাস আহমাদ আল-বাজ)

'ঈসা 'আলাইহিস সালামের নবুওয়্যাত লাভ

হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের নবুওয়্যাতের পূর্বে বনী ইসরাইল সবধরনের পাপাচারে লিপ্ত ছিল। ব্যক্তিগত ও সামাজিক সবধরনের অনাচারে আক্রান্ত ছিল। অন্যায়-অপকর্ম তাদের অস্থিমজ্জায় মিশে গিয়েছিল।

ইবাদত ও আকীদা উভয় দিক থেকে ভ্রান্তির শিকার হয়েছিল বনী ইসরাইল। এমনকি নিজ সম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শক নবীগণকে হত্যা করতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করতো না। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে নিম্নোক্ত আয়াতে তাদের কুফর, অন্যায়-অনাচার ও নবীগণকে হত্যা করার মতো জঘন্য কার্যকলাপের কথা তুলে ধরেছেন,

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بَاٰيَاتِ اللهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا○

এবং তারা লা'নতগ্রস্ত হয়েছিল, এজন্য যে, তারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে, আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে, নবীগণকে হত্যা করেছে এবং এই উক্তি করেছে যে, আমাদের অন্তরের উপর পর্দা লাগানো রয়েছে। অথচ বাস্তবতা হলো, তাদের কুফরের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে মোহর করে দিয়েছেন। এ জন্য তারা অল্প কিছু বিষয় ছাড়া (অধিকাংশ বিষয়েই) ঈমান আনে না। (সূরা নিসা, আয়াত:১৫৫)

কয়েক আয়াত পর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ كَثِيْرًا○ وَاَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا○

ইহুদীদের সীমালংঘনের কারণে আমি তাদের উপর এমন কিছু উৎকৃষ্ট বস্তু হারাম করে দিই, যা পূর্বে তাদের জন্য হালাল করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে, তারা মানুষকে আল্লাহর পথে আসতে অত্যাধিক বাধা দিত আর তারা সুদ খেত, অথচ তাদের তা খেতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং তারা মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করতো। তাদের মধ্যে যারা কাফের, আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (সূরা নিসা, আয়াত:১৬০-১৬১)

TOP

অপর আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে, নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করে এবং মানুষের মধ্যে যারা ইনসাফের নির্দেশ দেয় তাদেরকেও হত্যা করে, তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত:২১)

ইহুদীদের ধর্ম বিকৃতি

দায়েরাতুল মাআরিফে ইহুদীদের সম্বন্ধে যে নিবন্ধ রয়েছে, তার পর্যালোচনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের আগমনের পূর্বে ইহুদীরা ইবাদত ও আকীদার ক্ষেত্রে মুশরিকদের রুসুম-রেওয়াজ ও আকীদা-বিশ্বাসকে ধর্মের অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। মিথ্যা, ধোঁকা ও হিংসা-বিদ্বেষের মতো নিন্দনীয় চরিত্রগুলো আপন করে নিয়েছিলো এবং লজ্জার মাথা খেয়ে এসব নিয়ে তারা গর্ব করতো।

অপরদিকে তাদের বিজ্ঞজন ও সাধু-সন্ন্যাসীরা দুনিয়ার তুচ্ছ স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাওরাত শরীফে বিকৃতি সাধন করে। অর্থের লোভে তারা তাওরাতের আয়াতসমূহ বিক্রি করে ফেলে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِه

ইহুদীদের মধ্যে কিছুলোক এমন আছে, যারা (তাওরাতের) শব্দাবলিকে সেগুলোর প্রকৃত স্থান থেকে সরিয়ে দেয়। (সূরা নিসা, আয়াত:৪৬)

আল্লাহ তা‘আলা আরো ইরশাদ করেন,

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتَابَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِه ثَمَناً قَلِيْلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সুতরাং ধ্বংস সে সকল লোকের জন্য, যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে তারপর (মানুষকে) বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, যাতে এর মাধ্যমে তারা সামান্য কিছু আয়-রোজগার করতে পারে। সুতরাং তাদের হাত যা রচনা করেছে, সে কারণে তাদের জন্য ধ্বংস এবং তারা যা উপার্জন করেছে, সে কারণে তাদের জন্য ধ্বংস। (সূরা বাকারা, আয়াত:৭৯)

ইহুদীদের ঈমানী ও আমলী যিন্দেগীর চিত্র খোদ বাইবেলে হযরত শু'আইব 'আলাইহিস সালামের যবানে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, 'খোদাওয়ান্দ বলেন, এরা (ইহুদীরা) যবানে তো আমার সম্মানের কথা বলে, কিন্তু তাদের অন্তর আমার থেকে বহুদূরে। এরা শুধু শুধু আমার উপাসনা করে। কেননা, আমার বিধান পিছনে ফেলে দিয়ে অন্যদের হুকুমের তামিল করে।'

ইয়াহুদীরা সে সময়ে বনী ইসরাঈলের নবীগণকে হত্যার ধারাবাহিকতায় হযরত ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালামকেও নির্মমভাবে শহীদ করার মতো বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটায়।

এমন অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়েই হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম নবুওয়্যাত লাভ করেন। তখন তার বয়স ছিল তিরিশ বছর।

নবুওয়্যাত লাভের পর হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম সত্যের বাণী নিয়ে বনী ইসরাইলকে আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি দাওয়াত দিতে লাগলেন। সুধীজনদের ইলমী মজলিস, সন্ন্যাসীদের কৃচ্ছ্র-সাধনালয়, বাদশা ও তার মন্ত্রীদের দরবার এবং সাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তিদের মাহফিল, এমনটি হাট-বাজারে সর্বত্র তিনি দীনে হকের পয়গাম শুনাতে লাগলেন।

হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের সেই দীনী দাওয়াতের বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ؕ

(হে নবী, স্মরণ করুন,) যখন মারিয়াম তনয় 'ঈসা বলেছিলেন, হে বনী ইসরাইল, আমি অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত আল্লাহর রাসূল আর আমার পূর্ব থেকে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রয়েছে তার প্রত্যায়নকারী এবং একজন রাসুলের আগমনের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আসবেন, যার নাম হবে 'আহমাদ'। (সূরা সফ, আয়াত:৬)

হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের নবুওয়্যাত লাভের কথা আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন আয়াতে ভিন্ন ভিন্ন শব্দে উল্লেখ করেছেন। যেমন, পবিত্র কুরআনের এক স্থানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ۖ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ

নিশ্চয় আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রাসূলগণকে পাঠিয়েছি। আর মারিয়াম তনয় 'ঈসাকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দিয়েছি এবং রুহুল কুদসের মাধ্যমে তাকে শক্তিশালী করেছি। (সূরা বাকারা, আয়াত:৮৭)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ

অতঃপর আমি তাদেরই পদাঙ্ক অনুসারী করে পাঠালাম আমার রাসূলগণকে এবং তাদের পিছনে পাঠিয়েছি 'ঈসা ইবনে মারিয়ামকে। আর তাকে দান করেছি ইনজিল। (সূরা হাদীদ, আয়াত:২৭)

আল্লাহ তা'আলা অপর আয়াতে ইরশাদ করেন,

وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ

স্মরণ করুন, যখন আমি আপনাকে (হযরত ‘ঈসা আ.-কে) কিতাব ও হেকমত এবং তাওরাত ও ইঞ্জিলের শিক্ষা প্রদান করেছিলাম। (সূরা মায়িদা, আয়াত:১১০)

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের মুজিযা

আল্লাহ তা‘আলা রাসূলগণকে তাদের সত্যতা এবং আল্লাহ তা‘আলার রাসূল হিসেবে প্রমাণস্বরূপ বিভিন্ন অলৌকিক নিদর্শন প্রদান করেছিলেন। এগুলোকে মুজিযা বলা হয়।

মুজিযা শব্দের অর্থ অক্ষমকারী অলৌকিক বিষয়। অর্থাৎ নবীগণের প্রদর্শিত এমন সব বিষয়, যেগুলো সংঘটিত করা সাধারণ মানুষের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এসব বিষয়ই প্রমাণ বহন করে যে, এগুলোর প্রদর্শনকারী নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা‘আলার প্রেরিত রাসূল।

হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে এমন অনেক মুজিযা প্রদান করা হয়েছিল। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ

আমি ‘ঈসা ইবনে মারিয়ামকে অনেকগুলো মুজিযা প্রদান করেছি। (সূরা বাকারা, আয়াত:৮৭)

হযরত মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামকে যখন ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের জন্মের ব্যাপারে সুসংবাদ দেয়া হচ্ছিল, তখনই ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে কী কী মুজিযা প্রদান করা হবে সে সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেছিলেন,

وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ۬ اَنِّيْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّيْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًاۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِيْ بُيُوْتِكُمْ ۙ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

এবং তাকে (‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে) বনী ইসরাইলের জন্য রাসূল বানিয়ে পাঠাবেন। (তিনি মানুষকে বলবেন,) আমি তোমাদের

TOP

নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের জন্য মাটি থেকে পাখির আকৃতি তৈরি করব, অতঃপর আমি তাতে ফু দেব, তাতে সেটি আল্লাহর হুকুমে সত্যিকার পাখি হয়ে যাবে। আর আমি আল্লাহর হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করে দেব এবং মৃতকে জীবিত করব। এবং তোমরা ঘরে যা খাও ও মজুদ কর, তা তোমাদের বলে দেব। নিশ্চয় এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা মুমিন হও। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত:১৪৯)

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন রাসূলকে বিভিন্ন কওমের নিকট পাঠিয়েছিলেন। যেই কওম যে বিষয়ে পারদর্শী ও বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলো, তাদের রাসূলকে আল্লাহ তা'আলা সে বিষয়ে অলৌকিক ক্ষমতার মুজিযা প্রদান করেছিলেন।

এর কারণ হলো, যদি এমন জিনিস প্রদর্শন করান হয়, যা তারা কোথাও দেখেন নি বা যে সম্পর্কে তাদের ধারণা নেই, তখন তারা রাসূলকে এ বলে অস্বীকার করার মওকা পাবেন যে, আপনি এমন এমন বিষয় দেখাচ্ছেন, যে সম্পর্কে আমাদের ধারণা নেই। যদি আমরা এর প্রশিক্ষণ নিই, তা হলে অনুরূপ বিষয় আমরাও দেখাতে পারব। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণকে এমন বিষয়ের মুজিযা প্রদান করেছেন, যে ব্যাপারে ঐ জাতি পুরোপুরি পারদর্শী। এতে করে পারদর্শিতা থাকা সত্ত্বেও যখন সে বিষয়ে তাদের অক্ষমতা প্রকাশ পেত, তখন এই মুজিযা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এসেছে বলে তাদের ইয়াকীন করা সহজ হতো।

মুজিযা ও যাদুর পার্থক্য

মুসা 'আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের যাদুকররা এমন জিনিস দেখাতেন, যা দর্শকের দৃষ্টিতে বাস্তব মনে হলেও মূলত তা ছিল ভেল্কিবাজি ও অবাস্তব বিষয়। পক্ষান্তরে মুসা 'আলাইহিস সালামের মুজিযা ছিল সম্পূর্ণ বাস্তব।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামকে আল্লাহ প্রদত্ত একটি মুজিযা এই ছিল যে, তার হাতের লাঠি মাটিতে ফেললে, তা বড় আকারের সাপ হয়ে যেত। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَ مَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ○ قَالَ هِيَ عَصَايَ ۚ اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَ اَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَلِيَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى ○ قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى ○ فَاَلْقٰهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ○

(আল্লাহ তা‘আলা জিজ্ঞেস করলেন,) হে মুসা, আপনার ডান হাতে ওটা কী? তিনি বললেন, এটা আমার লাঠি, আমি এর উপর ভর দিই এবং এর দ্বারা আমার ছাগলপালের জন্য গাছের পাতা ঝাড়ি এবং এতে আমার অন্যান্য প্রয়োজনও সমাধা হয়। আল্লাহ বললেন, হে মুসা, আপনি ওটা মাটিতে নিক্ষেপ করুন। তখন তিনি তা নিক্ষেপ করলেন। অমনি তা সাপ হয়ে ছোটাছুটি করতে লাগলো। (সূরা ত্বহা, আয়াত:১৭-২০)

অকস্মাৎ লাঠি সাপ হয়ে গিয়েছে দেখে মুসা ‘আলাইহিস সালাম ভয় পেয়ে গেলেন। তখন আল্লাহ তা‘আলা তাকে অভয় দিয়ে মুজিযার বিষয়টি জানিয়ে দেন। এসম্পর্কে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে,

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۖ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى

আল্লাহ বললেন, আপনি ওটাকে ধরুন এবং ভয় করবেন না, অচিরেই আমি ওটাকে তার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেব। (সূরা ত্বহা, আয়াত:২১)

এখানে মুসা ‘আলাইহিস সালামের ভয় পাওয়ার দ্বারা তার মুজিযা ও কওমের যাদুর মাঝে পার্থক্য সূচিত হয়ে যায়। কেননা, যাদুকররা লাঠি নিক্ষেপ করলে লোকেরা তা সাপ মনে করে ভয় পান, কিন্তু যাদুকররা তা লাঠিই দেখেন। এ কারণে তারা অন্যদের মতো ভয় পান না। যা এর অবাস্তবতা ও ভেল্কিবাজি প্রমাণ করে। কিন্তু নিজের লাঠির সাপ হওয়া দেখে মুসা ‘আলাইহিস সালাম ভয় পেলেন, কারণ, লাঠিটি পরিবর্তন হয়ে সত্যি সত্যি সাপ হয়ে গিয়েছিলো। এটা যদি যাদু

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

হতো, তা হলে তিনি ভয় পেতেন না, কেননা, তখন তিনি লাঠিই দেখতেন। যদিও অন্যরা তা দেখলে সাপ মনে করে ভয় পেত। এটাই মুজিযা ও যাদুর মধ্যে পার্থক্য।

আর এ পার্থক্য দেখেই মুসা 'আলাইহিস সালামের সাথে মোকাবেলা করতে আসা যাদুকররা ঈমান এনেছে। যাদুকররা যখন দেখলো, তাদের হাতের ছুড়ে ফেলা দড়িগুলো মানুষের চোখের ধাঁধায় সাপ হয়েছে, যেগুলোকে তারা নিজেরা দড়িই দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু মুসা 'আলাইহিস সালামের লাঠি ছুড়ে ফেলামাত্র বাস্তব সাপ হয়ে গেল, যা তারা স্পষ্টভাবে সাপরূপে দেখতে পেলো এবং তারা এটাও প্রত্যক্ষ করলো যে, মুসা 'আলাইহিস সালামের লাঠির সেই সাপ সত্যিকার সাপের ভূমিকা পালন করে তাদের যাদুর সমস্ত সাপ খেয়ে ফেললো। তখন তারা উপলব্ধি করলো, মুসা 'আলাইহিস সালামের এ প্রদর্শনী কিছুতেই যাদু নয়, বরং এটা সম্পূর্ণ অলৌকিক বিষয়। এটা মহান সৃষ্টিকর্তা-রবের কুদরতী ক্ষমতা ছাড়া কোন মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। এতে তাদের ইয়াকীন হয়ে গেল, নিঃসন্দেহে মুসা 'আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলার রাসূল। সঙ্গে সঙ্গেই তারা ঈমান গ্রহণ করলো।

তদ্রুপ হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের যামানায় তার সম্প্রদায়ের লোকেরা চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে সেই ধরনের অলৌকিক ক্ষমতা সংবলিত মুজিযা প্রদান করেন।

যেমন, মাটি দ্বারা পাখির সুরত তৈরি করে তাতে ফু দিয়ে সত্যিকার জীবিত পাখি বানিয়ে দেওয়া, জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে হাত বুলিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ করা এবং মৃতব্যক্তিকে মুখের কথায় জীবিত করে তোলা, যে সম্পর্কে উল্লিখিত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

যেসব ডাক্তার শরীরের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করেন, তার কখনো কোন মৃতব্যক্তিকে জীবিত করতে পারেন না। কারণ, মানুষ মৃত্যুর সাথে সাথে ডাক্তারের চিকিৎসা-ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। এসব

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ডাক্তার যা করতে অক্ষম, হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা‘আলা সে কাজ করার ক্ষমতা মুজিযা স্বরূপ প্রদান করেছিলেন। তাই তিনি মৃত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে শুধু বলতেন, قُمْ بِإِذْنِ اللهِ (আল্লাহর হুকুমে দন্ডায়মান হও), অমনি মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে যেত।

পাশাপাশি জন্মান্ধকে ভালো করা এবং শ্বেতরোগীকে নিরাময় করার মুজিযা হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে দেয়া হয়েছিল। কারণ, সে যামানায় এই দু’টি রোগ দুরারোগ্য ব্যাধি হিসেবে গণ্য ছিল, যার নিরাময়ের ব্যাপারে তৎকালীন চিকিৎসাবিদ্যা ব্যর্থ ছিল। তাই ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে এ অলৌকিক মুজিযা দান করে আল্লাহ তা‘আলা তার চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী কওমকে হতবাক করে দেন।

মানুষের তৈরি ও স্রষ্টার সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য

মানুষের তৈরি ও সৃষ্টি আল্লাহ তা‘আলার সৃষ্টিতে অনেকগুলো পার্থক্য রয়েছে।

১. মানুষ কোন কিছু তৈরি করে বিদ্যমান জিনিস থেকে, আর আল্লাহ সৃষ্টি করেন অস্তিত্বহীন বস্তু থেকে। কোন বস্তুর মাধ্যম ছাড়া সম্পূর্ণ নতুনভাবে কোন জিনিস তৈরি করতে মানুষ অক্ষম। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা এমন জিনিসকে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে আনেন, যার উপকরণ পূর্ব থেকে বিদ্যমান নেই।

২. আল্লাহ তা‘আলা তার সৃষ্টিতে এমন কিছু বিষয় দান করেন, যা মানুষ তার তৈরি বস্তুতে দিতে পারে না। আল্লাহ তার সৃষ্টিকে জীবন দান করেন, যা বর্ধনশীল। আল্লাহর সৃষ্টি হায়াত লাভ করে। ফলে তা বড় হয়, বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে। পক্ষান্তরে মানুষ যেগুলো তৈরি করে, সেগুলো বর্ধনশীল নয় বরং নিজ নিজ অবস্থায় বহাল থাকে।

হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম যে বলেছেন, ‘আমি তোমাদের জন্য মাটি হতে পাখির আকৃতি তৈরি করি, অতঃপর তাতে ফুঁক দিই, ফলে তা আল্লাহর হুকুমে সত্যিকার পাখি হয়ে যায়’- এ ব্যাপারে কথা

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

হচ্ছে, প্রত্যেক মানুষই মাটি দ্বারা পাখির আকৃতি তৈরি করতে সক্ষম। তবু আল্লাহ তা'আলা পাখির আকৃতি বানানোকে 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের মুজিযা সাব্যস্ত করেছেন কী করে? এর উত্তর হলো, এরপর তাতে ফু দেওয়ামাত্র তা সত্যিকার পাখি হয়ে উড়ে যাওয়ার ব্যাপারটি সাব্যস্ত করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এটাই হলো হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের মুজিযার বিষয়।

মুজিযা ভ্রান্তির মাধ্যম নয়

'ঈসা 'আলাইহিস সালাম এসব মুজিযা প্রদর্শন করতেন আল্লাহ তা'আলার হুকুমে; নিজস্ব কৃতিত্বে নয়। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা নিজের রাসূল প্রমাণ করার জন্য এসব মুজিযা প্রদান করেছিলেন।

এগুলো প্রত্যক্ষ করে 'ঈসা 'আলাইহিস সালামকে ইলাহ বা খোদা ভাবার কোন অবকাশ নেই- যেমনটা ভেবে থাকে খ্রিস্টানরা। মানুষ যাতে এ ব্যাপারে কোনরূপ বিভ্রান্তিতে না পড়ে এজন্য তিনি প্রতিটি মুজিযার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার হুকুমের কথা স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন এ শব্দের মাধ্যমে بِإِذْنِ اللهِ (আল্লাহর আদেশে)। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার হুকুমেই আমি এমন অলৌকিক বিষয় প্রদর্শন করি। এসব আমার কৃতিত্ব নয়।

এত সুস্পষ্ট বক্তব্যের পরও 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের মুজিযা দেখে খ্রিস্টানরা তাকে ইলাহ ভাবা শুরু করেছে। অথচ 'ঈসা 'আলাইহিস সালামকে তাঁর মুজিযার কারণে ইলাহ বলা হলে তো হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের মুজিযার কারণে তাকে ইলাহ বলা দরকার ছিল, যখন তিনি চারটি পাখিকে টুকরো টুকরো করে একেক পাহাড়ে একেক অংশ রেখে এসে তাদের নাম ধরে ডাকলেন আর মৃত পাখিগুলো তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে যার যার অংশ একটা আরেকটার সাথে সংযোজিত হয়ে তাঁর নিকট চলে এলো। পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে এর বর্ণনা রয়েছে । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى ؕ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ؕ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ ؕ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا ؕ وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

(হে নবী,) আপনি সে সময়কে স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম আরজ করলেন, হে আমার প্রভু, আমাকে দেখিয়ে দিন, আপনি কীভাবে মৃতকে জীবিত করবেন? আল্লাহ তা'আলা বললেন, আপনি কি বিশ্বাস করেন না? তিনি বললেন, অবশ্যই বিশ্বাস করি। তবে আমার অন্তরের প্রশান্তির জন্য দেখতে আবেদন করছি। আল্লাহ তা'আলা বললেন, আচ্ছা, তা হলে আপনি চারটি পাখি আনুন। এরপর তাদের পোষ মানিয়ে নিন। তারপর (সেগুলোকে জবাই করে) একেক অংশ একেক পাহাড়ে রেখে আসুন। তারপর সেগুলোকে ডাক দিন। সবগুলো আপনার নিকট ছুটে আসবে। আর দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা বাকারা, আয়াত:২৬০)

ঠিক তেমনি যদি খ্রিস্টানরা হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামকে বিনাবাপে পয়দা হওয়ার কারণে ইলাহ ভেবে থাকে, তা হলে তো এর জন্য সর্বাধিক হযরত আদম 'আলাইহিস সালামকেই ইলাহ বলা বেশি যুক্তিসঙ্গত ছিল। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাকে পিতা-মাতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এমন কোন বিভ্রান্তির সুযোগ নেই। কোন রকম যুক্তিই এক্ষেত্রে টিকবে না।

উল্লেখ্য যে, নবীগণের নবুওয়্যাতের প্রমাণে বিশেষভাবে দু'টি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

১. নবীর হক্কানিয়াত ও সত্যতা প্রমাণের জন্য মজবুত দলীল পেশ করা হয়েছে।

২. মুজিযা প্রদর্শনের মাধ্যমে নবীর সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে।।

এ দু'টি বিষয় একত্র হয়ে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও তাদের অন্তর-জগতে এমন আন্দোলনের সৃষ্টি করে, যার ফলে তারা নির্দ্বিধায় স্বীকার করে

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

নেন যে, নবীর এ কাজ তার নিজের নয়; বরং এর অন্তরালে কোন অদৃশ্য শক্তি কাজ করছে এবং নিঃসন্দেহে এটা তার সত্যবাদিতার দলীল। যেমন, কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى

(হে নবী, বদরযুদ্ধের সময় যখন আপনি এক মুষ্টি বালি শত্রুবাহিনীর দিকে নিক্ষেপ করেছিলেন, তখন) তা আপনি (নিজ শক্তিতে) নিক্ষেপ করেননি। বরং আল্লাহ তা'আলা (তার কুদরত দ্বারা) নিক্ষেপ করেছিলেন। (সূরা আনফাল, আয়াত:১৮)

তবে এ দু'টি বিষয়ের প্রথমটি অর্থাৎ দলীল-প্রমাণ; সুধী সমাজের জন্য অধিক কার্যকর বিষয়। আর দ্বিতীয়টি তার সহায়ক ও সমর্থকমাত্র। কারণ, তারা দলিলের ভিত্তিতেই নবীর উপর ঈমান আনে। আর মুজিযা দ্বারা তাদের ঈমান আরো শক্তিশালী হয়। অবশ্য ক্ষমতাধর, বিত্ত-বৈভব ও শৌর্য-বীর্যের অধিকারী এবং তাদের সমমনা সাধারণ শ্রেণির জন্য দ্বিতীয় বিষয়টি তথা মুজিযা অধিক ফলপ্রসূ হয়। কেননা, তারা অলৌকিক ঘটনাবলীকে 'খোদায়ী নিশান' বলে দৃঢ় বিশ্বাস করে পয়গামে হকের সামনে নতি স্বীকার করে ঈমান আনয়ন করে।

পবিত্র কুরআনে প্রথম প্রকারের বিষয়কে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'হুজ্জাত' 'বুরহান' ও 'হেকমত' প্রভৃতি শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, সূরা আনআমে আল্লাহ তা'আলার মহান সত্তা, একত্ব, পরকাল এবং দীনের বুনিয়াদি আকায়েদ বিভিন্ন দলীল-প্রমাণ, উপমা ও উদাহরণ দিয়ে বুঝানোর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়,

قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ

(হে নবী, তাদের বলুন,) এমন হুজ্জাত (প্রমাণ) তো আল্লাহরই আছে, যা (অন্তরে) পৌঁছে যায়। (সূরা আনআম, আয়াত:১৪৯)

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

উক্ত সূরার অন্যত্র হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের আলোচনায় বলা হয়েছে,

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اٰتَيْنَاهَا اِبْرَاهِيْمَ عَلٰى قَوْمِه

এটা ছিল আমার হুজ্জাত (ফলপ্রসূ দলীল), যা আমি ইবরাহীমকে তার কওমের বিপরীতে দান করেছিলাম। (সূরা আনআম, আয়াত:৮৩)

এক্ষেত্রে ‘বুরহান’ (সুস্পষ্ট প্রমাণ) শব্দটি এসেছে সূরা নিসা ও ইউসুফে। সূরা নিসায় ইরশাদ হয়েছে,

يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ

হে লোকসকল, তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বুরহান (সুস্পষ্ট প্রমাণ) এসেছে। (সূরা নিসা, আয়াত:১৭৪)

সূরা ইউসুফে ইরশাদ হয়েছে,

وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّاٰى بُرْهَانَ رَبِّه

যদি ইউসুফ তার প্রতিপালকের বুরহান (দলীল) না দেখতেন, তা হলে তার দিকে ধাবিত হতেন। (সূরা ইউসুফ, আয়াত:২৪)

এমনিভাবে সূরা বাকারা, সূরা আলে ইমরান, সূরা নিসা, সূরা মায়িদা, সূরা লুকমান, সূরা সোয়াদ, সূরা যুখরুফ, সূরা আহযাব ও সূরা কামারে হেকমত শব্দ উল্লেখ হয়েছে। যেমন, সূরা নিসায় ইরশাদ হয়েছে,

وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

আল্লাহ আপনার প্রতি কিতাব ও হেকমত নাযিল করেছেন। (সূরা নিসা, আয়াত:১২৬)

আর দ্বিতীয় পদ্ধতি তথা মুজিযাকে কুরআনে কারীমে অধিকাংশ জায়গায় آيَةُ الله (আয়া-তুল্লাহ: আল্লাহর নিদর্শন), آيَات الله (আয়া-তুল্লাহ: আল্লাহর নিদর্শনাবলি), আবার কোথাও آيَات بينات (আয়া-তুম্বায়্যিনাত: সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী) কিংবা কোথাও শুধু بينات

(বায়্যিনাত) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন, হযরত সালেহ ‘আলাইহিস সালামের মুজিযা উষ্ট্রীর ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً

এটা আল্লাহর উটনী, যা তোমাদের কাছে একটি নিদর্শনরূপে এসেছে। (সূরা আ’রাফ, আয়াত:৭৩)

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের পাঁচ মুজিযা

হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা‘আলা যুগোপযোগী বিভিন্ন মুজিযা প্রদান করেছেন, যার বিশ্লেষণ ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তার সেই অলৌকিক মুজিযা সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

اَنِّیْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰیَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّیْۤ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّیْنِ كَهَیْـَٔةِ الطَّیْرِ فَاَنْفُخُ فِیْهِ فَیَكُوْنُ طَیْرًۢا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْیِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِیْ بُیُوْتِكُمْ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ

এবং তাকে (‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে) বনী ইসরাইলের জন্য রাসূল বানিয়ে পাঠাবেন। (তিনি মানুষকে বলবেন,) আমি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের জন্য মাটি থেকে পাখির আকৃতি তৈরি করবো, অতঃপর আমি তাতে ফু দেব, তাতে সেটি আল্লাহর হুকুমে সত্যিকার পাখি হয়ে যাবে। আর আমি আল্লাহর হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করে দেব এবং মৃতকে জীবিত করবো। এবং তোমরা ঘরে যা খাও ও মজুদ করো, তা তোমাদের বলে দেব। নিশ্চয় এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা মুমিন হও। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত:৪৯)

এ আয়াতে হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের উল্লেখযোগ্য পাঁচটি মুজিযার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

১. মাটি দ্বারা পাখির আকৃতি তৈরি করার পর আল্লাহর হুকুমে তা সত্যিকার পাখি হয়ে যাওয়া।
২. জন্মগত অন্ধের চক্ষু আল্লাহর হুকুমে ভালো করা।
৩. কুষ্ঠরোগীকে আল্লাহর হুকুমে সুস্থ করা।
৪. কোন মৃত ব্যক্তিকে আল্লাহর হুকুমে জীবিত করা।
৫. মানুষ ঘরে কী খেয়েছে ও সংরক্ষণ করেছে তা বলে দেওয়া।

আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলগণকে অলৌকিক মুজিযা দিয়ে থাকেন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের প্রেরিত হওয়ার প্রমাণরূপে। কেননা, মুজিযার এসব কাজ অন্য কারো পক্ষেই করা সম্ভব নয়। তাই এ কাজগুলোর অলৌকিকতা এবং এ সকল বিষয়ে মানুষের অক্ষমতাই প্রমাণ করে, তারা আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূল, যদ্দরুন আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তারা এসব করতে পারছেন।

কিন্তু কেউ কেউ ব্যর্থ চেষ্টা চালান মুজিযা ও মানুষের কর্ম ক্ষমতার মধ্যে সামঞ্জস্য করতে। তাদের দাবি, এসব বিষয় অলৌকিক নয়, বরং ক্ষেত্র বিশেষ মানুষের পক্ষে করা সম্ভব।

যেমন, জন্মান্ধের চক্ষু ভালো করার কথা। মুজিযা অস্বীকারকারীরা বলে, অন্ধের চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। বিভিন্ন বস্তুর মিশ্রিত ঔষধের মাধ্যমে অন্ধকে ভালো করা যায়। অথবা ধরা যাক কুষ্ঠরোগের কথা। তারা বলেন, কুষ্ঠরোগের চিকিৎসায় বিভিন্ন ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে।

খুবই আশ্চর্যের কথা। মুজিযার তুলনা তারা করছে চিকিৎসাবিদ্যার সাথে। অথচ চিকিৎসাবিদ্যা তো কাজ করে ঔষধের মাধ্যমে, আর 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম তো নিরাময় করতেন শুধুই মুখের এই কথা দ্বারা- আল্লাহর হুকুমে ভালো হয়ে যাও। সঙ্গে সঙ্গে রোগী ভালো হয়ে যেতো। চিকিৎসাবিজ্ঞান যতই উন্নতিসাধন করুক, কখনো তারা এভাবে শুধু মুখের কথার মাধ্যমে রোগ নিরাময় করতে সক্ষম হবে না। তারা বিভিন্ন জিনিস পরস্পর মিশিয়ে তার সাথে রাসায়নিক পদার্থের

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

মিশ্রণ ঘটিয়ে সেই অষুধ ক্ষতস্থানে ব্যবহার করে অথবা খাইয়ে চিকিৎসা করে।

সুতরাং বুঝা গেল, তাদের এ দাবি একদম মনগড়া ও ভিত্তিহীন। মুজিযার বিষয়গুলো অন্যান্য মানুষের পক্ষে করা কোনমতেই সম্ভব নয়। এটাই কুরআন, হাদীস ও বাস্তবতা দ্বারা প্রমাণিত।

অবশ্য মৃতকে জীবিত করে তোলার বিষয়টি ব্যাপক ছিলো না, বরং তা বিশেষ কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঘটেছে। এটা শুধু মুজিযা প্রমাণের জন্য। অন্যথায় কোন নবী বা রাসূল-এর পক্ষে আল্লাহর নির্ধারিত সময়, যা তিনি প্রত্যেক বস্তুর মৃত্যুর ব্যাপারে নির্ধারণ করেছেন, তা টলানো সম্ভব নয়।

মুজিযা অস্বীকার করা কুফরী

দুঃখজনক হলো, হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের হাতে যেসব মুজিযা প্রকাশ পেয়েছে, তার সবগুলোই ইহুদীরা বিদ্বেষবশতঃ অস্বীকার করেছে। কিন্তু পরবর্তীতে কোন কোন ইসলামের দাবিদারও সেগুলোর অস্বীকারের দুঃসাহস দেখিয়েছেন। তাদের মধ্যে তো কেউ কেউ প্রবৃত্তিপূজারি নব্য ইউরোপিয়ান শিক্ষিতদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এ পথ অবলম্বন করেছেন। তাদের মধ্যে স্যার সৈয়দ আহমদ ও মৌলবী চেরাগ আলী, মাওলানা আকরম খাঁ উল্লেখযোগ্য।

আর কেউ কেউ ইহুদীদের দোসর হয়ে এ পথ ধরেছেন। তারা নিজেদের হীন স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে হিংসার বশবর্তী হয়ে হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের মুজিযাগুলো শুধু অস্বীকারই করেননি, বরং তার অপব্যাখ্যা করে বিদ্রুপ করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মিথ্যা নবুওয়্যাতের দাবিদার মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এবং তারই মতাদর্শ অবলম্বনকারী মিস্টার মুহাম্মদ আলী লাহোরী। তারা এ পর্যন্ত বলতে কুণ্ঠাবোধ করেননি যে, ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের পাখি তৈরি করা একটি নির্দিষ্ট পুকুরের মাটির বৈশিষ্ট্য ছিল, এটা কোন মুজিযা ছিল না। ঐ মাটির বৈশিষ্ট্য ছিল, তা দ্বারা যে কোনো

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

পাখির আকৃতি তৈরীর পর মাথা থেকে পিছন পর্যন্ত ছিদ্র রাখার কারণে তাতে বাতাস ভর্তি হয়ে নড়াচড়া করতো এবং আওয়াজ সৃষ্টি হত। (নাউযুবিল্লাহ)

এটা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও মিস্টার মুহাম্মদ আলী লাহোরীর মস্তিষ্কপ্রসূত ভিত্তিহীন কথা। এ ধরনের ভ্রান্তি পোষণ করা ঈমানের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

অনুরূপভাবে মৃতকে জীবনদানের মুজিযা অস্বীকার করে তারা বলেছে, কুরআনের ফায়সালা হলো, মৃত্যুর পর কিয়ামত পর্যন্ত কাউকে দুনিয়াতে জীবিত করে পাঠানো হবে না।

অথচ মৃত্যুর পর জীবিত করার বিষয়টি নতুন নয়। আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবনদান করেছেন। যেমন, সূরা বাকারায় তিন জায়গায় এ রকম বর্ণনা রয়েছে। গাভীর ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا ؕ كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى ۙ وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

এরপর আমি বললাম, গাভীটির একটি টুকরো দ্বারা নিহত লোকটিকে স্পর্শ কর। এ ভাবেই আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদের দেখান তার নিদর্শন, যাতে তোমরা বুঝতে পারো। (সূরা বাকারা, আয়াত:৭৩)

তেমনি চল্লিশ বা সত্তর হাজার বনী ইসরাইলকে মৃত্যুদানের পর হযরত হিযকীল 'আলাইহিস সালামের দু'আ কবুল করে আল্লাহ তা'আলা পুনরায় তাদের জীবন দান করেছেন বলে এ সূরায় উল্লেখ রয়েছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ۪ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ۟
ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ○

(হে রাসূল,) আপনি কি তাদের দেখেননি যারা মৃত্যুর ভয়ে তাদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল? অথচ তারা ছিল হাজার হাজার। তারপর

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আল্লাহ তাদের বললেন, তোমরা মরে যাও (সাথে সাথে তারা মারা গেল)। তারপর তিনি তাদের জীবিত করলেন। (সূরা বাকারা, আয়াত:২৪৩)

অনুরূপ হযরত উযাইর 'আলাইহিস সালামকে একশত বছর পর পুনরায় জীবিত করার ঘটনা পবিত্র কুরআনে বিধৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَأَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ

অতঃপর আল্লাহ তাকে একশ বছর পর্যন্ত মৃত রাখলেন, তারপর তাকে জীবিত করলেন। (সূরা বাকারা, আয়াত:২৫৯)

সুতরাং বুঝা গেল, 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের পূর্বেও বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ তা'আলা নিজ কুদরতে মৃতকে জীবিত করেছিলেন। সুতরাং মৃত্যুর পর কেয়ামত পর্যন্ত কাউকে জীবিত করা হবে না, এ দাবী করে মুজিযাকে অস্বীকার করা যাবে না। বরং এটাকে অস্বীকার করা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের এ সংক্রান্ত বর্ণনাকে অস্বীকার করার নামান্তর, যা কুফরী।

দীনের প্রতি 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের দাওয়াত

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

فَلَمَّا اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِىْٓ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ○

অতঃপর যখন 'ঈসা তাদের কুফরী উপলব্ধি করলেন, তখন তিনি (তার অনুসারীদের লক্ষ করে) বললেন, কে কে আছে, যারা আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারীগণ বললেন, আমরা আল্লাহর (দীনের) সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি এবং আপনি সাক্ষী থাকুন, আমরা মুসলমান (অনুগত)। হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি যা-কিছু নাযিল করেছেন, আমরা তাতে ঈমান এনেছি এবং আমরা রাসুলের অনুসরণ করেছি। সুতরাং আমাদের

সেসব লোকের মধ্যে লিখে নিন, যারা (সত্যের) সাক্ষ্যদাতা। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত:৫২)

নবুওয়্যাত লাভের পর হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম বনী ইসরাইলকে আল্লাহর শ্বাশত দীনের প্রতি দাওয়াত দিলেন। তার এ দাওয়াত কিছু লোক কবুল করলো আর অধিকাংশ লোক প্রত্যাখ্যান করলো। এদিকে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের জন্য তা আরো বেশি গাত্রদাহের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। তাই তারা দাওয়াত কবুল করার পরিবর্তে হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডায় লিপ্ত হলো। এমনকি তারা তাকে দুনিয়া হতে চিরতরে বিদায় করার জন্য খড়গহস্ত হলো।

কিন্তু তিনি খোদাদ্রোহীদের এসব অহেতুক প্রচারণা ও বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও আপন দায়িত্ব পালনে দীনী দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখলেন। দিন-রাত তিনি বনী ইসরাইলের গ্রামে গ্রামে গিয়ে আল্লাহর মধুর বাণী শুনাতেন। তিনি আলোকোজ্জ্বল দলীল ও হৃদয়গ্রাহী মর্মস্পর্শী বয়ান-বক্তৃতা এবং মনমুগ্ধকর চরিত্র-মাধুরী দিয়ে তাদেরকে সত্য দীন গ্রহণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। ফলে খোদাদ্রোহী জাতির মধ্য থেকে কিছু পূতঃপবিত্র ব্যক্তি বেরিয়ে এলেন, যারা হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের দাওয়াত একনিষ্ঠভাবে কবুল করলেন।

এ পবিত্র ব্যক্তিদের মধ্য হতেই কিছু ব্যক্তি এমন ছিলেন, যারা আল্লাহর নবীর বরকতময় সুহবতে শুধু ঈমানই আনেনি, বরং আল্লাহর দীনের বুলন্দী ও কামিয়াবীর জন্য জান-মালের বাজি রেখে দীনের খেদমতের জন্য নিজেদের নিবেদিতপ্রাণরূপে সমর্পণ করেছেন। তারা সবসময় হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের সাথে থেকে দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব আনজাম দিতেন। এ বৈশিষ্ট্যের কারণে তারা 'হাওয়ারী' খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন।

হাওয়ারী শব্দের ব্যাখ্যা

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

হাওয়ারী حوارى শব্দটি হাওয়ার حوار থেকে উদগত। এর অর্থ শুভ্র। হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের মুখলিস সঙ্গীদের ‘হাওয়ারী’ আখ্যা দেওয়ার কারণ হলো, তাদের অন্তর ইখলাসে পূর্ণ ছিলো এবং তাদের দিল পরিষ্কার ছিলো। পাশাপাশি তাদের পোশাকও থাকতো সাদা। এ ভাবেই তাদের নামের শুভ্রতার অর্থ সার্থক হয়।

আবার অপর অর্থে সাহায্যকারীকেও হাওয়ারী বলা হয়। এ দিক থেকে যেহেতু তারা সবসময় হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের সহযোগিতা করতেন, তাই তাদের হাওয়ারী বলা হতো। এই অর্থেই এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إنه ابن عمتى وحوارى من أمتى

সে (যুবাইর) আমার ফুপাতো ভাই এবং আমার উম্মতের মধ্য হতে বিশেষ সাহায্যকারী। (মুসনাদে আহমাদ, ৩:৩১৪; নাসায়ী কুবরা, ৫:৮২১২)

কোন কোন মুফাসসির স্বীয় তাফসিরে উক্ত হাওয়ারীর সংখ্যা বারোজন বলে উল্লেখ করেছেন। (তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, ২:৭১)

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের হাওয়ারী

পবিত্র কুরআনের বর্ণিত উক্ত আয়াতে এসব হাওয়ারীর কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে। তারাই হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দীনের কাজে তার সাহায্যকারী হয়েছেন এবং এ কাজে সফলতার জন্য আল্লাহ তা‘আলার নিকট দু‘আ করেছেন। উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে,

فَلَمَّا اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِىْٓ اِلَى اللّٰهِ

অতঃপর যখন ‘ঈসা তাদের কুফরী উপলব্ধি করলেন, তখন তিনি (তার অনুসারীদের লক্ষ করে) বললেন, কে কে আছে, যারা আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী হবে?

এতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম নবুওয়্যাতের শুরুতে একাই দাওয়াতের কাজ সম্পাদন করেছেন।

কোন জামা'আত গঠনের অপেক্ষায় থাকেন নি। এ কারণে পরবর্তীকালে দাওয়াতের পরিধি বিস্তৃত করার জন্য তিনি যখন জামা'আত গঠনের আহ্বান করলেন, তখন তার আহ্বানে অনায়াসেই তা গঠন হয়ে গেলো। সুতরাং যে কোন পরিস্থিতিতে অবস্থা অনুযায়ী দীনী দাওয়াতের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আরো বুঝা যায়, দীনের দাওয়াতসহ প্রত্যেক কাজই এমন পাহাড়সম দৃঢ়তা ও হিম্মতের দাবি রাখে। (তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, ২:৭১)

হাওয়ারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন,

وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِيْ وَبِرَسُوْلِيْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ

স্মরণ করুন, যখন আমি হাওয়ারীদের নিকট আপনার মাধ্যমে এ প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছি যে, তোমরা আমার প্রতি ও আমার প্রেরিত রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করো। তারা জবাবে বললেন, আমরা ঈমান এনেছি এবং (আয় আল্লাহ,) আপনি সাক্ষী থাকুন, আমরা পূর্ণ অনুগত। (সূরা মায়িদা, আয়াত:১১১)

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের অপর আয়াতে ইরশাদ করেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَ كَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ۚ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ○

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর দীনের সাহায্যকারী হয়ে যাও, যেমন, মারিয়ম তনয় 'ঈসা হাওয়ারীদের বলেছেন, আল্লাহর পথে কে কে আমার সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারীগণ বললেন, আমরা আল্লাহর দীনের সাহায্যকারী। তারপর বনী ইসরাইলের একদল ঈমান আনলো এবং একদল কুফর করলো। তখন যারা ঈমান এনেছিল, আমি তাদের তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করলাম। ফলে তারা বিজয়ী হলো। (সূরা সফ, আয়াত:১৪)

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

উপর্যুক্ত আয়াতগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হাওয়ারীগণের ঈমানের দৃঢ়তা এবং সত্যকে অকপটে মেনে নেওয়ার দৃষ্টান্ত ছিলো বেনজির। দীনে হকের বুলন্দী ও সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য তারা আমরণ ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অপূর্ব কুরবানী দৃষ্টান্ত পেশ করেছিলো। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুসলিমার মুমিনদেরকে দীনের সাহায্যের জন্য আদেশ করে সেই হাওয়ারীদের কথা দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করেছেন।

এ হাওয়ারীগণ 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের জীবদ্দশায় যেমন দীনের উন্নতি সাধনকল্পে মেহনত-মুজাহাদা করেছেন, তেমনি তার দুনিয়া হতে আসমানে চলে যাওয়ার পরও যথারীতি দীনের মেহনত-মুজাহাদা অব্যাহত রেখেছেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ؕ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○ قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ○ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَ اٰيَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ○ قَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّيْٓ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّآ اُعَذِّبُهٗٓ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ○

যখন হাওয়ারীগণ বললো, হে 'ঈসা ইবনে মারিয়াম, আপনার প্রভু কি আমাদের জন্য আসমান থেকে (খাদ্যের) একটা খাঞ্চা-মায়িদা অবতীর্ণ করতে পারেন না? 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম বললেন, আল্লাহকে ভয় করো, যদি তোমরা মুমিন হও। তারা বললো, আমরা চাই, তা থেকে আমরা খাবো এবং আমাদের অন্তর পূর্ণ প্রশান্তি লাভ করবে আর আমরা (পূর্বের চেয়ে অধিক প্রত্যয়ের সাথে) জানতে পারবো, আপনি আমাদের যা-কিছু বলেছেন, তা সত্য এবং আমরা এ বিষয়ে সাক্ষ্যদাতাদের অন্তর্ভুক্ত হবো। তখন 'ঈসা ইবনে মারিয়াম

আল্লাহর দরবারে আবেদন করলেন, হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, আমাদের জন্য আসমান থেকে একটি খাঞ্চা অবতীর্ণ করুন, যা আমাদের জন্য আনন্দ উদ্যাপনের কারণ হবে আমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য ও পরবর্তীদের জন্য এবং আপনার পক্ষ হতে একটি নিদর্শন হবে। আমাদের এ নিয়ামত প্রদান করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। আল্লাহ বললেন, আমি নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য সে খাঞ্চা অবতীর্ণ করবো, কিন্তু তারপর তোমাদের মধ্যে যে কুফরী করবে, আমি তাকে এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের অন্যকাউকে দেব না। (সূরা মায়িদা, আয়াত:১১২-১১৫)

নুযুলে মায়িদার ঘটনা

হাওয়ারীগণ মজবুত ঈমানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের অন্তরের প্রশান্তির জন্য হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের নিকট দরখাস্ত করলেন, আল্লাহ তা‘আলা যেন খাদ্যভর্তি একটি খাঞ্চা নাযিল করেন।

যেহেতু আল্লাহ তা‘আলাকে মানতে হবে মৌলিকভাবে চাক্ষুষ নিদর্শন প্রত্যক্ষ করা ছাড়াই। ঈমান বিল গাইব বলতে এটাই বুঝানো হয়। সুতরাং এরপরও যদি কোন নিদর্শন প্রার্থনা করা হয় এবং আল্লাহ সে নিদর্শন প্রদান করেন, তাহলে সেটা প্রত্যক্ষ করার পর কোনরকম নাফরমানী মারাত্মক অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। এ জন্য বর্ণিত আয়াতে উক্ত খাঞ্চা অবতরণের পর নাফরমানী করলে, তাদের সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছিল।

উক্ত খাঞ্চা নাযিল হয়েছিল কি না পবিত্র কুরআনে তা বলা হয়নি। কোন মারফু হাদীসেও তার উল্লেখ নেই। তবে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের বক্তব্যে এর আলোচনা পাওয়া যায়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ও হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার রা.-এর বর্ণনামতে, খাঞ্চা নাযিল হয়েছিল। জমহুর আলেমের মত এটাই। খাঞ্চা চল্লিশদিন পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়েছিল। সেই খাঞ্চায় ছিলো

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সাতটি মাছ ও সাতটি রুটি। ফেরেশতাগণ সেই খাঞ্চা এনে তাদের সামনে রেখে দেন। সেই খাঞ্চার খাবার তাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল লোক আহার করেন।

তাদেরকে বলা হয়, এখান থেকে খাবে, কিন্তু পরবর্তী দিনের জন্য জমা করে রাখবে না এবং কোনরূপ খিয়ানত করবে না। কিন্তু কিছুদিন যেতেই তাদের অনেকে সে আদেশ অমান্য করলো। তখন সেই খাঞ্চা নাযিল হওয়া বন্ধ হয়ে গেলো এবং নাফরমানদের শাস্তিস্বরূপ শূকর ও বানরে পরিণত করা হলো। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৭:৯৫৩)

উল্লেখ্য, উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, নাফরমান হাওয়ারীদের দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। আবার অন্য আয়াতে ফেরাউন ও তার অনুসারীদের সবচেয়ে কঠিন শাস্তিদানের কথা বর্ণনা করে ইরশাদ হয়েছে,

اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ

কিয়ামতের দিন (ফেরেশতাদের বলা হবে) ফেরাউনের দলবলকে সবচেয়ে কঠিন আযাবের মধ্যে প্রবিষ্ট করো। (সূরা মুমিন, আয়াত:৪৬)

অপরদিকে মুনাফিকদের জাহান্নামের সবচেয়ে নিম্নগহ্বরে শাস্তিদানের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে,

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের সবচেয়ে নিম্নগহ্বরে থাকবে। (সূরা নিসা, আয়াত:১৪৫)

এ ব্যাপারে ইবনে জারীর রহ. বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেছেন, কিয়ামতের দিন তিন প্রকার লোককে কঠিনতম শাস্তি প্রদান করা হবে। ১. মুনাফিক; ২. খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতরণের পর যারা কুফরী করেছিলো এবং ৩. ফেরাউনের দলবল। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৭:৯৫৩)

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে হত্যার অপচেষ্টা

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বলেন, হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের নবুওয়্যাত লাভের পর ইহুদীদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে গেল। তারা হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের মুজিযাসমূহ অস্বীকার তো করল-ই, সেই সাথে নানাভাবে তার বিরুদ্ধাচরণ করলো এবং তাকে কষ্ট দেওয়ার সম্ভাব্য সব পথ তারা অবলম্বন করলো। যার দরূন হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম সেখানে থাকতে পারলেন না। তখন তিনি তার মাকে নিয়ে বিভিন্ন নগরী সফর করতে লাগলেন এবং সেখানকার মানুষদের দীনের দাওয়াত দিতে লাগলেন।

ইহুদীরা যখন সব প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে গেলো এবং হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে দীনের দাওয়াত থেকে নিবৃত্ত করতে পারলো না, তখন অন্যরকম প্রচেষ্টা হিসেবে তৎকালীন দামেশকের নক্ষত্রপূজারী মুশরিক বাদশার কাছে খবর পাঠালো যে, বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকায় এক লোক মানুষকে ফেতনায় ফেলে বিভ্রান্ত করে। তিনি বাদশার বিরুদ্ধে জনগণকে উসকে দেন। তখন সেই মুশরিক বাদশা ক্ষুব্ধ হয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের গভর্নরের নিকট চিঠি লিখলেন। তাতে তিনি ফরমান পাঠালেন, উক্ত ব্যক্তিকে পাকড়াও করা হোক এবং তাকে ধরে শূলে চড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হোক। যেন লোকেরা তার ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকে।

ফরমান আসার সাথে সাথে বায়তুল মুকাদ্দাসের গভর্নর কিছু ইহুদীকে নিয়ে সেই ঘরটি ঘেরাও করে ফেললো, যেখানে হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম তার হাওয়ারীদের নিয়ে অবস্থান করছিলেন। সেই হাওয়ারীদের সংখ্যা ছিলো বারজন। দিনটি ছিলো শুক্রবার বাদ আসর।

যখন ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম অনুভব করলেন যে, তার পক্ষে বের হয়ে অন্য কোথাও যাওয়ার উপায় নেই, তখন তিনি হাওয়ারীগণকে উদ্দেশ্য করে ঘোষণা দিলেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে, যাকে আমার মতো করে দেওয়া হবে এবং তাকে শহীদ করা হবে, বিনিময়ে সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে?

TOP

সে সময় তাদের মধ্য হতে একজন যুবক ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের আহ্বানে সাড়া দিলেন। ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম তাকে মনে করলেন যে, তিনি এতে সক্ষম হবেন না। অতঃপর দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার উক্ত ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করলেন। কিন্তু প্রত্যেক বারই ঐ যুবকই সাড়া দিলেন। তার আবেগ দেখে পরিশেষে ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম তাকে নির্বাচিত করে বললেন, তুমিই সেই ব্যক্তি। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা সেই যুবকের আকৃতি হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের মতো করে দিলেন। ইতোমধ্যে ঘরের ছাদ ফেটে রাস্তা হয়ে গেলো। তখন সেখান দিয়ে হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা‘আলা আসমানে উঠিয়ে নিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ○ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰٓى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ○

তারা (কাফেররা হযরত ‘ঈসার বিরুদ্ধে) চক্রান্ত করলো এবং আল্লাহও কৌশল করলেন। বস্তুত আল্লাহ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৌশলী। (আল্লাহ তা‘আলার কৌশল সে সময় প্রকাশ পেল) যখন তিনি বললেন, হে ‘ঈসা, আমি আপনাকে সহীহ-সালামতে ফিরিয়ে নিব এবং আমার কাছে তুলে নিব এবং যারা কুফরী অবলম্বন করেছে, তাদের (উৎপীড়ন) থেকে আপনাকে মুক্ত করবো। আর যারা আপনার অনুসরণ করছে তাদের কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সে সকল লোকের উপর প্রবল রাখবো, যারা আপনাকে অস্বীকার করেছে। তারপর তোমাদের সকলকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদের মধ্যে সে বিষয়ে মীমাংসা করবো, যা নিয়ে তোমরা বিরোধ করতে। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৫৪-৫৫)

ইহুদীরা যখন হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করতে তার ঘর ঘেরাও করে ফেলে, তখন আল্লাহ তা‘আলা হযরত

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে সান্তনাবাণী শুনিয়ে পাঁচটি প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। উপর্যুক্ত আয়াতে সেই পাঁচটি প্রতিশ্রুতির কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

১. হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম কাফেরদের শূলে বিদ্ধ হয়ে নিহত হবেন না, কিয়ামতের পূর্বে তাকে দুনিয়ায় প্রেরণ করে স্বাভাবিক মৃত্যু দান করা হবে।

২. এখন তাকে কাফেরদের থেকে রক্ষা করে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হবে।

৩. তাকে কাফেরদের অপবাদ থেকে মুক্ত করা হবে।

৪. যারা তাকে অনুসরণ করবে, তাদের কিয়ামত পর্যন্ত কাফেরদের উপর বিজয়ী করে রাখা হবে।

৫. তার ব্যাপারে মতভেদকারীদের মধ্যে কিয়ামতের দিন ফায়সালা করা হবে এবং নাফরমানদের শাস্তি দেওয়া হবে।

বর্ণিত পাঁচটি বিষয়ের প্রথমটি হচ্ছে, হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের আসমান থেকে কিয়ামতের পূর্বে দুনিয়ায় অবতরণ এবং নির্দিষ্ট কাল দুনিয়ায় জীবনযাপন করে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ।

এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, اِنِّیْ مُتَوَفِّیْكَ আমি আপনাকে স্বাভাবিক ওফাত দান করবো। এর ব্যাখ্যায় রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর তাফসীর হচ্ছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِیْ قَوْلِهٖ تَعَالٰی اِنِّیْ مُتَوَفِّیْكَ وَرَافِعُكَ اِلَیَّ یَعْنِیْ رَافِعُكَ ثُمَّ مُتَوَفِّیْكَ فِیْ اٰخِرِ الزَّمَانِ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এখানে আল্লাহ তা‘আলা বলছেন, আপনাকে আসমানে উঠিয়ে নিবো এবং আখিরী যমানায় (কিয়ামতের পূর্বে) ওফাত দান করবো। (দুররে মানসূর ২:৩৬)

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আল্লাহ তা'আলা 'ঈসা 'আলাইহিস সালামকে আসমানে উঠিয়ে নেয়ার পর মুহূর্তে বাদশার লোকেরা কক্ষে প্রবেশ করে হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের সাদৃশ্য ঐ যুবকটিকে দেখে তাকেই 'ঈসা মনে করে ধরে নিয়ে শূলে চড়ালো।

এ ব্যাপারে ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের ভ্রান্তি

এ ঘটনার কারণেই ইহুদীরা মনে করেছে, তারা 'ঈসা 'আলাইহিস সালামকে শূলে চড়িয়েছে। তেমনিভাবে সাধারণ খ্রিস্টানরা, যারা প্রকৃত অবস্থা প্রত্যক্ষ করেনি, তারাও ইহুদীদের এ মিথ্যা কথা বিশ্বাস করে তাদের সাথে একমত হয়ে গেছে। অথচ আসল ঘটনা সম্পূর্ণ ভিন্ন, যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এ ঘটনার এমন বিবরণই কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনের এ ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে,

وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا، بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ○

"তারা 'ঈসাকে হত্যা করেনি এবং শূলেও চড়াতে পারেনি। তবে তাদের বিভ্রম হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে যারা এ সম্পর্কে মতভেদ করেছে, তারা এ বিষয়ে সংশয়ে নিপতিত এবং এ বিষয়ে অনুমানের অনুসরণ ছাড়া তাদের প্রকৃত কোন জ্ঞান ছিলো না। সত্য কথা হচ্ছে, তারা 'ঈসাকে হত্যা করেনি। বরং আল্লাহ তাকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। বস্তুত আল্লাহ মহা ক্ষমতার অধিকারী ও অতি প্রজ্ঞাবান।" (সূরা নিসা, আয়াত:১৫৭-১৫৮)

উক্ত আয়াতে স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় যে, হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামকে ইহুদীরা হত্যা করতে পারেনি, বরং আল্লাহ তা'আলা তাকে কুদরতীভাবে আসমানে তুলে নিয়েছেন। ইয়াহুদী-খ্রিস্টানরা এ ব্যাপারে ভুলে নিপতিত। সুতরাং হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের ব্যাপারে মুসলিমদের সঠিক বিশ্বাস রাখা কর্তব্য।

TOP

কিয়ামতের পূর্বে ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের অবতরণ

উক্ত আয়াতের একটি অংশে হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের ব্যাপারে কিয়ামতের পূর্বে দুনিয়ায় অবতরণের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। তিনি কিয়ামতের পূর্বে উম্মতে মুহাম্মাদীর মাঝে অবস্থান করে তাদের নেতৃত্ব দান করবেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করবেন। এ সম্পর্কে বহু মুতাওয়াতির হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা এ ব্যাপারে অকাট্য বর্ণনা প্রদান করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. স্বীয় তাফসীরগ্রন্থে লিখেছেন,

وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْاَحَادِيْثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّه اَخْبَرَ بِنُزُوْلِ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِمَامًا عَادِلًا.

এ ব্যাপারে হাদীসসমূহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মুতাওয়াতিরভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামতের পূর্বে হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের ন্যায়পরায়ণ নেতারূপে অবতরণের সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন। (তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, ২:৬৪)

কিয়ামতের পূর্বে হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের আসমান থেকে অবতরণ এবং তার তখনকার যাবতীয় অবস্থা প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কিত বিবরণ হাদীসের আলোকে পেশ করা হলো।

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের অবতরণের প্রেক্ষাপট

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার ও ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের মাঝে কোন নবী আগমন করেননি। অবশ্যই তিনি দুনিয়ায় পুনরায় অবতরণ করবেন। তোমরা যখন তাকে দেখবে, তখন অনায়াসেই তোমরা তাকে চিনতে পারবে। তিনি মধ্যম গড়নের, গায়ের রং উজ্জ্বল, হালকা হলুদ রং-এর জোড়া পরিহিত থাকবেন। মনে হবে তার চুল থেকে পানি ঝরছে (গোসল করে বের হলে যেমন হয়)। অথচ তাকে

পানি স্পর্শ করেনি। তিনি ইসলামের পক্ষে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করবেন। খ্রিস্টানদের ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন এবং শূকর হত্যা করবেন। তিনি জিযিয়া-কর উঠিয়ে দিবেন। তার সময়ে আল্লাহ তা'আলা ইসলাম ব্যতীত সব ধর্ম বিলীন করে দিবেন। আর 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে ধ্বংস করবেন। অতঃপর তার স্বাভাবিক ওফাত হবে। মুসলিমরা তার জানাযার নামায সম্পন্ন করে রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযার পার্শ্বে তাকে দাফন করবেন। (সুনানে আবু দাউদ, ৪:১১৭; মুসনাদে আহমাদ, ২:৪৩৭; ইবনে জারির, ৬:১৬; দুররে মানসুর, ২:২৪২; ফাতহুল বারী, ৬:৩৫৭)

হযরত আমর ইবনে সুফিয়ান সাকাফী রহ. বলেন, আমাকে জনৈক আনসারী একজন সাহাবীর সূত্রে জানিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, অতঃপর মুসলিমরা এমন অন্ধকারে পতিত হবে যে, কোন ব্যক্তি (যদি সে অন্ধকারে হাত প্রসারিত করে তা হলে সে) নিজে নিজের হাত দেখতে পাবে না। ঠিক তখনই হযরত 'ঈসা ইবনে মারিয়াম 'আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন। লোকদের সামনে তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন। তারা তাদের সামনে এমন একজন ব্যক্তিকে দেখতে পাবে, যার পরনে থাকবে লৌহবর্ম এবং হাতে থাকবে (বর্শা বা বল্লমের মতো) যুদ্ধাস্ত্র। তারা তাকে জিজ্ঞাসা করবে, 'আপনি কে'? জবাবে তিনি বলবেন, আমি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং (তার প্রেরিত) রুহ ও কালেমা 'ঈসা ইবনে মারিয়াম। (দুররে মানসুর, ২:২৪৩; তারীখে দিমাশক, ১:৬১৫)

'ঈসা 'আলাইহিস সালামের অবতরণের প্রকৃতি

হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন রা. বলেন, 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম দামেশকের পূর্বদিকে সাদা মিনারের নিকট অবতরণ করবেন। তিনি হালকা হলুদ রঙের জোড়া পরিহিত অবস্থায় দুজন ফেরেশতার কাঁধে ভর করে নামবেন। যখন তিনি মাথা নিচু করবেন, তখন মাথা থেকে পানির ফোঁটা টপকে পড়বে এবং মাথা উঁচু করলেও পানির ফোঁটা

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

পড়বে। যে পানির ফোঁটা মুক্তার ন্যায় রুপার টুকরার মতো স্বচ্ছ হবে। তার নিঃশ্বাসের বাতাস যেই কাফেরকেই স্পর্শ করবে, সে-ই মারা যাবে। তার নিঃশ্বাসের বাতাস তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত ছড়িয়ে যাবে। তিনি দাজ্জালকে বাবে লুদ্দ-এর নিকটে পাবেন এবং সেখানেই তাকে হত্যা করবেন। (মুসলিম শরীফ, ২:৪০২; সুনানে আবু দাউদ, ৪:১১৭; জামে তিরমিযী, ৯:৯২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৩৫৬; মুসনাদে আহমাদ ৪:১৮১)

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের অবতরণকালীন অবস্থা

হযরত উসমান ইবনে আবুল আস রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম ফজরের নামাযের সময় অবতরণ করবেন। তখন মুসলিমদের আমীর (মাহদী) তার নিকট আবেদন জানাবেন, হে আল্লাহর রুহ, আপনি নামায পড়ান। তিনি বলবেন, এ উম্মত, একে অন্যের উপর আমীর। তখন আমীর (ইমাম মাহদী) অগ্রসর হয়ে নামায পড়াবেন। (মুসনাদে আহমাদ, ৪:২১৬; মুসতাদরাকে হাকিম, ৪:৪৭৮)

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘ঈসা ইবনে মারিয়াম অবতরণ করবেন জমিনের শ্রেষ্ঠ ও নেক লোকদের নিকট। আর তাদের সংখ্যা হবে ৮শ পুরুষ ও ৪শ মহিলা। (কানযুল উম্মাল, ৭:২০৩)

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন মুসলিমরা কুসতুনতুনিয়া থেকে সিরিয়ার কুদসে প্রবেশ করবে, তখন দাজ্জালের প্রাদুর্ভাব হবে। তখন তার ও তার দলবলের মোকাবেলার জন্য মুসলিমরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে কাতার সোজা করবে। ইতোমধ্যে ইকামত হয়ে যাবে। ঠিক তখনই ‘ঈসা ইবনে মারিয়াম অবতরণ করবেন। তিনি মুসলিমদের আমীরকে (ইমাম মাহদীকে) নামাযের আদেশ করবেন। যখন আল্লাহর দুশমন দাজ্জাল ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে দেখবে, তখন এমনভাবে গলে

যাবে, যেমন লবণ পানিতে গলে যায়। আল্লাহ তা'আলা দাজ্জালকে 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের হাতে ধ্বংস করবেন। 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম তাকে হত্যা করে তার রক্তমাখা অস্ত্র মুসলিমদের দেখাবেন। (মুসলিম শরীফ, ২:৪০৩)

মোল্লা আলী কারী রহ. মিশকাতের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মিরকাতের ৫ম খণ্ডে ১৯৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ইবনে কাসীর রহ. বলেন, এই রেওয়ায়েতে আছে, 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম বায়তুল মুকাদ্দাসে অবতরণ করবেন। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি জর্দানে অবতরণ করবেন। অপর বর্ণনামতে, তিনি মুসলিম-সেনাসদরে অবতরণ করবেন। মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন, বায়তুল মুকাদ্দাসে অবতরণ করার হাদীস ইবনে মাজাহ রহ. বর্ণনা করেছেন। সেটাই আমার নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য। যদিও আজ বায়তুল মুকাদ্দাসে কোন মিনার নেই, তবু তার অবতরণের পূর্বে সেখানে মিনার নির্মিত হবে বলা যায়।

অবতরণের পর 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের জীবনযাপন

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম পৃথিবীতে চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন। (সুনানে আবু দাউদ ৪:১১৭; মুসনাদে আহমাদ ২:৪৩৭)

কিন্তু সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় আছে, অতঃপর লোকেরা সাত বছর অবস্থান করবে'। শায়েখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দা রহ. বলেন, আমার দেখা সহীহ মুসলিমের সমস্ত নোসখায় এমনটি পেয়েছি। তেমনিভাবে মুসনাদে আহমদ, দুররে মানসুর ও মুসতাদরাকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। আর এটা সহীহ বর্ণনা। আমার মতে, এর অর্থ হলো, লোকজন দীর্ঘ অনেক বছর বসবাস করবে। আর এই দীর্ঘ বছরের বিশ্লেষণ হলো চল্লিশ বছর।

সুনানে আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমদ-এর বর্ণনায় এর সমর্থন পাওয়া যায়। সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে, 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

পৃথিবীতে দীর্ঘদিন এমন অবস্থায় বসবাস করবেন যে, তাদের মাঝে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না, থাকবে শুধু ভ্রাতৃত্ব।

সুতরাং বুঝা গেলো, পূর্বোক্ত হাদীসে সাত বলে অধিকসংখ্যক বুঝানোই উদ্দেশ্য। যেমন, পবিত্র কুরআনের এক স্থানে বলা হয়েছে, যদি সাত সমুদ্রের পানি কালি হয় (এবং তা নিঃশেষ হয়ে যায়), তারপর আরো সাত সমুদ্র তার পরে যোগ করা হয়, তবু আল্লাহর গুণগান শেষ হবে না।

আল্লামা আলুসী রহ. এর ব্যাখ্যা বলেন, এখানে সাত সমুদ্র দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অধিক সংখ্যক সমুদ্র, যা হাজার ও লাখ সংখ্যাকেও শামিল করে। এখানে নির্দিষ্ট সাত উদ্দেশ্য নয়।

এ জন্য আল্লামা ইবনে হাজার রহ. বলেন, 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের পুরো অবস্থান অবতরণের পর চল্লিশ বছর হবে। আর তিনি সাত বছরের বর্ণনা উল্লেখ করার পর সহীহ রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন, যাতে চল্লিশ বছরের কথা আছে এবং রেওয়ায়েতগুলো উল্লেখ করার পর তিনি কোন মন্তব্য করেননি। (আত-তাসরীহ বিমা তাওয়াতারা ফি নুযূলিল মাসীহ, ১২৮ পৃষ্ঠা)

অবশ্য মিশকাত শরীফের এক হাদীস দ্বারা জানা যায়, তিনি আসমান থেকে অবতরণের পর ৪৫ বছর জীবিত থাকবেন।

'ঈসা আ. এর বিবাহ ও দাম্পত্যজীবন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুযাম গোত্রের প্রতিনিধিদলকে সম্বোধন করে বলেছেন, মারহাবা শু'আইব 'আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় এবং মুসা 'আলাইহিস সালামের শ্বশুরালয়। কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না তোমাদের মাঝে হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম অবতরণ করেন এবং তার সন্তান হবে।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

মুকরিযী রহ. খুতুবাতে উল্লেখ করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘নিশ্চয় ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম জমিনে এসে বিবাহ করবেন এবং তার সন্তান হবে। তিনি (বিয়ের পর) উনিশ বছর অবস্থান করবেন। (ফাতহুল বারী, ৬:৩৫৭)

পৃথিবীতে অবতরণের পর ‘ঈসা আ. কী করবেন

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ‘ঈসা ইবনে মারিয়াম ন্যায়পরায়ণ বিচারক ও ইনসাফগার নেতা হিসেবে অবতরণ করবেন। তিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন এবং শূকর হত্যা করবেন। তিনি জিযিয়ার বিধান উঠিয়ে দিবেন। তিনি এত পরিমাণ মাল দান করবেন যে, তা গ্রহণ করার মতো লোক থাকবে না। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৩৬৩; মুসনাদে আহমাদ, ২:৪৯৪)

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে হত্যা করা সম্পর্কে হযরত আবু উমামা বাহেলী রহ. হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ফজরের নামায শেষে ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম বলবেন, (মসজিদের) দরজা খোল। তখন সে দরজা খোলা হবে। সে সময় দরজার পিছনে থাকবে দাজ্জাল ও তার সঙ্গী সত্তর হাজার ইহুদী, যারা সবাই চাদর পরিহিত এবং তলোয়ার হাতে ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকবে। যখন দাজ্জাল ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের দিকে তাকাবে, তখন এমনভাবে গলে যাবে যেমন পানিতে লবণ গলে যায়। অতঃপর সে পলায়ন করতে চাইবে। তখন ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম বলবেন, আমি তোমাকে হত্যা করবো, তুমি আমার হাত থেকে রেহাই পাবে না। অতঃপর তার পিছনে ধাওয়া করে ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম তাকে বাবে লুদ্দ-এর নিকট পাবেন এবং সেখানে তাকে হত্যা করবেন। তখন আল্লাহ তা‘আলা ইহুদীদের পরাস্ত করবেন। এমনকি যে বস্তুর পিছনে কোন ইহুদী লুকিয়ে থাকবে,

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আল্লাহ সে বস্তুকে কথা বলার ক্ষমতা দান করবেন, পাথর, গাছ, দেয়াল এবং প্রত্যেক বস্তুকে বাকশক্তি দান করবেন। তবে গারকাদ তথা ঝাউগাছকে বাকশক্তি দান করবেন না। কেননা, এটা ইহুদীদের বপনকৃত গাছ, তাই এ গাছ কথা বলবে না। এটা ছাড়া অন্য প্রত্যেক বস্তু এভাবে বলবে, হে আল্লাহর বান্দা, এই তো এক ইহুদী আমার পিছনে! এসো, তাকে হত্যা করো। তখন প্রত্যেকে এগিয়ে আসবে এবং বুকের উপর তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে ইহুদীকে হত্যা করবে। (সহীহ বুখারী, ৬:৭৫; মুসনাদে আহমাদ, ৪:২১৬; দুররে মানসুর, ২:২৪৩)

'ঈসা 'আলাইহিস সালাম ইসলাম ছাড়া সব ধর্মকে বাতিল করে দিবেন

মর্মে হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের যামানায় সব ধর্ম নিঃশেষ করে দিবেন। শুধু ইসলাম বাকি থাকবে। (ফাতহুল বারী, ৬৩৫৭)

তেমনি হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম 'রাওহা' নামক স্থানে অবতরণ করবেন। সেখান থেকে হজ্বের ইহরাম বাঁধবেন। এরপর আবু হুরায়রা রা. নিম্নের আয়াতখানা তিলাওয়াত করেন,

وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ

আহলে কিতাবদের যারাই থাকবে, তারা তার মৃত্যুর পূর্বে অবশ্যই ঈমান আনবে।

দুররে মানসূরের বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম আমার কবরের নিকট তাশরীফ আনবেন এবং আমাকে সালাম দিবেন। আমি তার সালামের জবাব দিবো। (সহীহ মুসলিম, ২:২০৪; মুসনাদে আহমাদ, ২:২৯০)

অপর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম কিতাবুল্লাহ এবং আমার সুন্নতের উপর আমল করবেন। যখন তার ইন্তেকালের সময় হবে, তখন তার হুকুমে বনী তামিরের এক ব্যক্তিকে খলীফা নিযুক্ত করা হবে। তার নাম হবে মুক‘আদ।

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম যখন মারা যাবেন, তখন মানুষ তিন বছর সময় স্বাভাবিকভাবেই অতিবাহিত করবে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা লোকদের সীনা হতে কুরআন ও মাসহাফ উঠিয়ে নিবেন। (ইশা‘আত, ২৪০ পৃষ্ঠা, হাবী, ২৮৯ পৃষ্ঠা)

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের আবির্ভাবকালীন বরকত

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের সময় জমিনকে বলা হবে, তোমার সব ফল উৎপন্ন করো এবং বরকত ফিরিয়ে দাও। তখন একটা ডালিম একদল লোক খেয়ে শেষ করতে পারবে না এবং তার খোসার ছায়ায় অনেকে ছায়া গ্রহণ করতে পারবে।

আর দোহনকৃত দুধে এমন বরকত দান করা হবে, একটা দুগ্ধদানকারিণী উষ্ট্রীর দুধ একটা বড় জামাতের জন্য যথেষ্ট হবে এবং একটা গাভীর দুধ একটা গোত্রের লোকদের তৃপ্ত করে দিবে। আর একটা বকরির দুধ একটা পরিবারের পরিতৃপ্তির জন্য যথেষ্ট হবে। (সুনানে আবু দাউদ, ৪:১১৭)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, লোকেরা অনেক বছর এমনভাবে বসবাস করবে যে, তাদের মাঝে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। (মুসনাদে আহমাদ, ২:১৬৬)

ইয়াজুজ ও মাজুজের আবির্ভাব এবং ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের তুর পর্বতে অবস্থানগ্রহণ

TOP
Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com App Store

হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, অতঃপর (যুদ্ধ শেষে) ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের নিকট এক বাহিনী আসবে, যাদের আল্লাহ তা‘আলা দাজ্জালের ফেতনা থেকে হেফাজত করবেন। ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম তাদের চেহারা থেকে যুদ্ধ-সফরের ধূলা-বালি মুছে দিবেন এবং জান্নাতে তাদের মর্যাদার বিষয়ে বয়ান করবেন।

এমন সময় আল্লাহ তা‘আলা হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের নিকট এই মর্মে ওহী পাঠাবেন যে, এখন আমি আমার এমন বিশেষ বান্দাদের দুনিয়াতে বিচরণের সুযোগ দেবো, যাদের সাথে যুদ্ধ করার ক্ষমতা ও সাহস কারো নেই। সুতরাং আপনি আমার নেকবান্দাদের নিয়ে তুর পাহাড়ে আশ্রয় নিন। এরপর আল্লাহ তা‘আলা ইয়াজুজ ও মাজুজকে ছেড়ে দিবেন। (তারা এত ক্ষিপ্রতার সাথে হামলা চালাবে, মনে হবে) তারা উঁচু ভূমি থেকে নেমে আসছে। তাদের সম্মুখবর্তীরা বুহাইরা তাবারিয়া সমুদ্র অতিক্রমকালে তার মধ্যে অবস্থিত সব পানি পান করে ফেলবে। তাদের পশ্চাদগামীরা সমুদ্র অতিক্রমকালে বলবে, ‘এখানে মনে হয় একসময় পানি ছিল’।

হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম ও তার সাথীরা তখন পাহাড়ে অবরুদ্ধ থাকবেন। সেসময় তাদের নিকট পাহাড়ের চূড়া দামি হবে যেমন তোমাদের নিকট আজ একশ দিনার দামি।

অতঃপর আল্লাহর নবী হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম ও তার সঙ্গীরা আল্লাহর নিকট কায়মনোবাক্যে দু‘আ করবেন। আল্লাহ তা‘আলা তাদের দু‘আ কবুল করবেন। ফলে আল্লাহ তা‘আলা ইয়াজুজ ও মাজুজের ঘাড়ে একপ্রকার কীট সৃষ্টি করে দিবেন। ফলে অল্প সময়ে খুব সহজে তারা মৃত্যুবরণ করবে, যেমন একজন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। অতঃপর ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম ও তার সঙ্গীগণ জমিনে নেমে আসবেন। তখন পুরো জমিনে ইয়াজুজ ও মাজুজের লাশে পূর্ণ থাকবে

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এবং লাশের দুর্গন্ধে পরিবেশ দূষিত হয়ে যাবে। তারা জমিনের এক বিঘত জায়গাও ফাঁকা পাবেন না।

পুনরায় 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম ও তার সাথী মুমিনগণ আল্লাহর দরবারে দু'আ করবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা লম্বা গরদানবিশিষ্ট একপ্রকার পাখি পাঠাবেন। পাখিগুলো সেসব লাশ বহন করে নিয়ে এমন স্থানে ফেলবে, যেখানে ফেলা আল্লাহর হুকুম হবে। (মুসনাদে আহমাদ, ৪:১৮১)

'ঈসা 'আলাইহিস সালামের পুনরায় আগমনের হেকমত

আল্লাহ তা'আলা বিশেষ কিছু হেকমতের কারণে কিয়ামতের পূর্বে হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামকে আসমান থেকে দুনিয়ায় পাঠাবেন। সেই হেকমতগুলো নিম্নরূপ।

১. ইহুদীদের ধারণা, তারা 'ঈসা 'আলাইহিস সালামকে হত্যা করেছে। 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম এসে সেই ধারণা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করবেন এবং নিজে ইহুদীদের মোকাবেলা করে তাদের হত্যা করবেন এবং তাদের গুরু দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

২. খ্রিস্টানরা ভ্রান্ত আকীদা পোষণ করে যে, তাদের পাপ মোচনের জন্য 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম শূলীবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন। এজন্য তারা ক্রুশ ব্যবহার করে। তাদের এ মিথ্যা দাবি খণ্ডন করার জন্য হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে পুনরায় আগমন করবেন এবং ক্রুশ ধ্বংস করবেন।

৩. হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম পৃথিবীতে অবতরণ করবেন এই কারণে, যেন তাঁর ইন্তেকালের সময় ঘনিয়ে এলে তাঁকে জমিনে দাফন দেওয়া যায়। কেননা, মাটির সৃষ্টি মানুষের জন্য মাটিই মানানশীল।

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলীতে এ উম্মতের ফযিলত দেখে হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম এ উম্মতের

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সাথে শামিল হওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবুল করেছেন এবং কিয়ামতের পূর্বে তাকে এ উম্মতের মাঝে প্রেরণ করবেন। তবে তার নবুওয়্যাত তখনও বহাল থাকবে, তার নবুওয়্যাত রহিত করা হবে না। কিন্তু তার নবুওয়্যাতের উপর আমল হবে না, তখনও সবাই এবং তিনি নিজে আমল করবেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত দীন তথা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ এবং ইসলামের উপর। এভাবে তখন তার উদাহরণ হবে নির্দিষ্ট প্রদেশের সেই প্রশাসকের মতো, যিনি কোন প্রয়োজনে অপর প্রশাসকের প্রদেশে গিয়েছেন। এক্ষেত্রেও তিনি নিজ প্রদেশের প্রশাসকরূপেই বহাল থাকেন, তার প্রশাসকের পদ বাতিল হয়ে যায় না। (আত-তাসরীহ, ৯৪ পৃষ্ঠা; কাসাসুল আম্বিয়া, ৬৭৪-৬৭৫ পৃষ্ঠা)

'ঈসা 'আলাইহিস সালামের ইন্তেকাল এবং রাসূলুল্লাহর রওযার পাশে তার দাফন

হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার মনে হয়, আপনার পরে জীবনযাপন করতে পারবো। আপনি কি আমাকে আপনার নিকট সমাহিত হওয়ার অনুমতি দিবেন? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেই জায়গা তুমি কি করে পাবে, সেখানে আমার, আবুবকর, উমর এবং 'ঈসা ইবনে মারিয়ামের কবরের জায়গা ছাড়া কোন জায়গা নেই? (কানযুল উম্মাল, ৭:২৬৮)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. বলেন, 'ঈসা ইবনে মারিয়াম 'আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার পাশে দাফনকৃত দু'সাহাবীর পাশে দাফন হবেন। সেখানে তার কবর হবে চতুর্থ। (দুররে মানসুর, ২:২৪৫)

এ সকল বর্ণনা দ্বারা কিয়ামতের পূর্বে হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের আসমান থেকে অবতরণের বিস্তারিত বিবরণ জানা গেলো।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

মুতাওয়াতির রেওয়ায়েতের কারণে এসব বিষয় ইয়াকিনের মর্যাদায় পৌঁছে। তাই এ ব্যাপারে প্রত্যেক মুসলমানের ঈমান রাখা কর্তব্য।

পরিশিষ্ট

হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম সম্পর্কে খ্রিস্টানরা যে বিশ্বাস পোষণ করে, তার সারমর্ম হলো, খোদার কালাম (অর্থাৎ পবিত্র সত্তা) মানুষের মুক্তির জন্য হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের মানবীয় দেহ ধারণ করেছিলেন। হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম যতদিন ইহজগতে ছিলেন, এ খোদায়ী সত্তা তার দেহে অধিষ্ঠিত ছিল। পরিশেষে যখন ইহুদীরা তাকে শূলে চড়ালো, তখন এ খোদায়ী সত্তা তার দেহ থেকে পৃথক হয়ে গেল। কবরে সমাহিত হওয়ার তিনদিন পর তিনি পুনরায় জীবিত হয়ে শিষ্যদের দেখা দিলেন। তারপর তাদের কিছু উপদেশ দিয়ে তিনি আসমানে চলে গেলেন। তাকে শূলে চড়ানোর ফলে খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসী সকলের পাপ মোচন হয়ে যায়, যা তারা হযরত আদমের ভুলের কারণে জন্মগতভাবে বহন করে আসছিল। (নাউযুবিল্লাহ)

জানা গেল তাদের বিশ্বাসের মৌলিক ধারা চারটি।

১. পবিত্র সত্তার অবতারত্ব ও মনুষ্য দেহধারণের বিশ্বাস।
২. ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার বিশ্বাস।
৩. পুনর্জীবন লাভ করার বিশ্বাস।
৪. পাপ মোচনের বিশ্বাস।

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের জীবনের বাস্তব দিকগুলো আলোচনার মাধ্যমেই আশা করি খ্রিস্টানদের এ বিশ্বাসগুলোর ভ্রান্তি পাঠকের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেছে।

হযরত ‘ঈসা আ.এর হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হঠকারী ইয়াহুদী জাতি

অপরাধ ও চিরস্থায়ী লাঞ্ছনার ইতিহাস

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহুদী জাতি সম্পর্কে বলেন,

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ؕ

তাদেরকে (ইয়াহুদীদেরকে) যেখানেই পাওয়া যাক, তাদের উপর লাঞ্ছনার ছাপ লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। অবশ্য আল্লাহর তরফ হতে যদি কোনো উপায় সৃষ্টি হয়ে যায় কিংবা মানুষের পক্ষ হতে কেনো অবলম্বন বের হয়ে আসে (যা তাদেরকে পোষকতা দান করবে) তবে ভিন্ন কথা। এবং তারা আল্লাহর ক্রোধ নিয়ে ফিরেছে, আর তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে অভাবগ্রস্ততা। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত:১১২)

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন,

لَا يَزَالُونَ مُسْتَذَلِّينَ، مَنْ وَجَدَهُمُ اسْتَذَلَّهُمْ وَأَهَانَهُمْ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمُ الصَّغَارَ، وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ فِي أَنْفُسِهِمْ أَذِلَّاءُ مُتَمَسْكِنُونَ

“অর্থাৎ ইয়াহুদী জাতি সবসময় লাঞ্ছনার জীবন যাপন করবে। প্রত্যেক শাসকই তাদেরকে অপদস্থ ও অপমানিত করবে এবং তাদের উপর লাঞ্ছনার ইতিহাস রচনা করবে! এর পাশাপাশি তারা নিজেরাও অন্তরের দিকে থেকে অত্যন্ত দারিদ্রের শিকার!!” (তাফসীরে ইবনে কাসীর; সূরা বাকারা আয়াত; ৬১)

কুরআনে কারীমের এ আয়াত দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করছে যে, ইয়াহুদীদের উপর লাঞ্ছনা অবধারিত। তারা পৃথিবীর যে ভূখণ্ডেই থাকুক না কেনো। তবে হ্যাঁ, তাদের মধ্য হতে দু’শ্রেণি প্রকৃত অর্থে লাঞ্ছিত হলেও বাহ্যিকভাবে এ অপদস্থতা থেকে সাময়িক মুক্তি পেতে পারে,

১. যারা আল্লাহর আশ্রয় লাভ করেছে (অর্থাৎ যাদেরকে হত্যা করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন) তথা নারী, শিশু এবং এমন ইবাদতগুজার ইয়াহুদী, যে মুসলমানদের শত্রুতা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকে।

২. যারা কোনো মুসলিম কিংবা অমুসলিম রাষ্ট্রের বশ্যতা মেনে নিয়ে কর আদায়ের শর্তে তাদের পোষকতা গ্রহণ করে নেয়। (তাফসীরে মাআরিফুল; সূরা বাকারা আয়াত; ৬১)

ইয়াহুদীদের নামকরণ

প্রসিদ্ধ নবী হযরত ইয়াকুব আ. এর অপর নাম ছিলো 'ইসরাইল'। তাঁর এ 'ইসরাইল' নামের দিকে সম্পৃক্ত করেই তাঁর বংশধরদেরকে পবিত্র কুরআনে কারীমে 'বনী ইসরাইল নামে (ইসরাঈলের বংশধর) নামে সম্বোধন করা হয়েছে।

অপরদিকে ইয়াকুব আ. এর এক সন্তানের নাম ছিলো 'ইয়াহুজা' (আরবীতে যার পরিবর্তিত রূপ হলো 'ইয়াহুদা') । তার দিকে সম্পৃক্ত করে বনী ইসরাঈলকে ইয়াহুদা বলা হয়। তবে ইসরাঈলী জাতি ইয়াহুদী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে খৃষ্টপূর্ব ৫৩৬ অব্দের পরবর্তী সময়ে। খৃষ্টপূর্ব ৫৯৭ এবং ৫৮৭ অব্দে ফিলিস্তিন ভূখণ্ড সম্রাট দ্বিতীয় বুখতে নাস্সার (Nebuchadnezzar II) এর আগ্রাসনের শিকার হয়। ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের পর অবশিষ্ট ইয়াহুদীরকে সম্রাট ব্যবিলনে বন্দি করে নিয়ে যান। খৃষ্টপূর্ব ৫৩৬ অব্দে পারসিকরা ব্যবিলন দখল করলে ইয়াহুদীরা বন্দিদশা থেকে মুক্তি লাভ করে। তখন যে সকল ইয়াহুদী ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ফিরে এসেছিলো, তাদের অধিকাংশই ছিলো বিনইয়ামীন ও ইয়াহুযা এর বংশধর। ইয়াহুদী ঐতিহাসিক শাহীন ম্যাকারিয়াস বলেন,

ومن ذلك الزمان يختفي ذكر الاسباط العشرة الاخرى , فمن عاد منهم الي فلسطين اختلط بسبطي يهوذا وبنيامين, وفي ذلك الحين سمي الاسرائليون باليهود و دعيت بلادهم اليهودية

বন্দিদশা থেকে ফিরে আসার পর অন্যান্য দশ গোত্রের আলোচনা ঢাকা পড়ে যায়। উক্ত দশ গোত্রের মধ্য হতে যারা ফিলিস্তিনে ফিরে এসেছিলো, তারাও ইয়াহুযা ও বিনইয়ামীনের বংশধরদের সাথে একীভূত হয়ে যায়। তখন থেকেই ইসরাঈলীদেরকে ইয়াহুদ এবং

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

তাদের ভূখণ্ডকে ইয়াহুদিয়া বলা হয়ে থাকে। [ইয়াহুদী ঐতিহাসিক শাহীন ম্যাকারিয়াস কৃত "তারীখুল ইসরাইলিয়্যিন" (মিসর ১৯০৯):৩১-৩২]

তবে কোনো কোনো উলামায়ে কেরামের মতে ইয়াহুদী শব্দটি আরবী 'হুদ' শব্দ হতে উদ্ভূত। যার অর্থ হলো, 'তওবা করা, প্রত্যাবর্তন করা'। হযরত মূসা আ. এর যামানায় বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় তাদের কৃত অন্যায় থেকে এই 'হুদ' শব্দমূল দ্বারা আল্লাহর দরবারে তওবা করেছিলো। এ কারণেই তাদেরকে ইয়াহুদী বলা হয়ে থাকে। তাদের তওবার এ ঘটনা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে কারীমে সূরা আরাফে:১৫৭ আয়াতে বর্ণনা করেছেন। (আল মুসতাওত্বনাতুল ইয়াহুদিয়্যাহ আলা আহর্দি রসূল, পৃ.২৩; দিরাসাত ফি আদইয়ানিল ইয়াহুদিয়্যাহ ওয়ান্ নাসরানিয়্যাহ, ১:৪৫)

মৌলিকভাবে হযরত ইয়াকুব আ. এর বংশধরগণকে বনী ইসরাইল বা ইয়াহুদী নামকরণের প্রেক্ষাপট এটাই। তাদের মাঝেই একসময় নবী হিসেবে আগমন করেছিলেন হযরত মূসা আ.। যার উপর আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেছিলেন আসমানী গ্রন্থ তাওরাত। কিন্তু লক্ষণীয় হলো, যুগ পরম্পরায় বনী ইসরাইলের উত্তরপুরুষরা তাদের পূর্বপুরুষগণের প্রকৃত আদর্শ এবং শিক্ষাকে বিকৃত করতে কোনো ধরণের কার্পণ্য করেনি। ফলে তাওরাতে যেমন বিকৃতি ঘটেছে, তেমনি ধর্মগ্রন্থের নামে তাদের পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের হাতে ধর্মআইন হিসেবে রচিত হয়েছে 'মিশনাহ' এবং তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'তালমূদ'। বর্তমান সময়ে যে বা যারা তাদের এই বিকৃত তাওরাত ও মানব রচিত তালমূদের মতবাদ গ্রহণ করে তাদেরকেই 'ইয়াহুদী' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

কাজেই প্রকৃত বনী ইসরাইল মৌলিকভাবে ইয়াকুব আ. এর বংশধর হলেও "বর্তমানের ইয়াহুদীরা নবীগণের বংশধর" এ কথা যেমন বলার সুযোগ নেই, তেমনি তারা যে ধর্মের নামে একটি মতবাদের

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এবং আসমানী গ্রন্থের নামে বিকৃত এবং মানবরচিত পুস্তকের অনুসারী, তাও অস্বীকার করার অবকাশ নেই।

ইয়াহুদীরা কেনো লাঞ্ছনা এবং নির্যাতনের উপযুক্ত?!

ইয়াহুদীরা এমন একটি জাতি, পবিত্র কুরআনে কারীমে সূরা ফাতিহায় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে 'আল্লাহর গযবে নিপতিত জাতি' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইয়াহুদীদের চেয়ে হঠকারী, সংকীর্ণমনা, প্রতিহিংসাপরায়ণ, কৃপণ, বিশ্বাসঘাতক, দুষ্কৃতিকারী আর কোনো জাতি নেই। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদী জাতির দুশ্চরিত্রের কথা যতটা সুস্পষ্টরূপে উদ্ধৃত করেছেন, অন্য কোনো জাতির ক্ষেত্রে তেমনটি করেননি। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদী জাতির অনেক মন্দ স্বভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ,

১. মিথ্যাবাদিতা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَكَفٰى بِهٖۤ اِثْمًا مُّبِيْنًا ○

দেখ, তারা (ইয়াহুদীরা) আল্লাহর প্রতি কি রকমের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। প্রকাশ্য গুনাহের জন্য এটাই যথেষ্ট। (সূরা নিসা, আয়াত:৫০)

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, একবার দুই ইয়াহুদী নর-নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হলে নবীজী ইয়াহুদদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে, 'তাওরাতে এ অপরাধের কী শাস্তি রয়েছে?' তারা (মিথ্যা) বললো যে, এ অপরাধের শাস্তি হলো, অপরাধীর চেহারা কালো করে দেওয়া এবং তাকে শহরময় ঘোরানো। নবীজি বললেন যে, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো, তবে তাওরাত নিয়ে এসো (কেননা তাওরাতেও ব্যভিচারের শাস্তি ছিলো পাথর মেরে হত্যা করা)।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

তাওরাত আনা হলে এক ইয়াহুদী তা পাঠ আরম্ভ করলো এবং ব্যভিচারের শাস্তি 'পাথর মেরে হত্যা' এর আয়াতটি যখন এলো, তখন সে তার উপর হাত রেখে পড়ে যেতে লাগলো, যেন নবীজী তা দেখতে না পান। সঙ্গী সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের কথায় বুঝতে পেরে নবীজী যখন পাঠকারীকে হাত সরানোর নির্দেশ দিলেন তো দেখা গেলো যে, ব্যভিচারের শাস্তি 'পাথর মেরে হত্যার বিধান' লেখাটাকেই সে তার হাতের নীচে লুকাচ্ছিলো। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৯৯)

২. আল্লাহর শানে বেয়াদবী!

আল্লাহ তা'আলার শানে মিথ্যা বলার পাশাপাশি তার শানে বেয়াদবী করাও ছিলো ইয়াহুদীদের স্বভাব-চরিত্র। কুরআনে তাদের বেয়াদবীমূলক বক্তব্যের বর্ণনা এভাবে এসেছে-

اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ

নিশ্চয় আল্লাহ গরীব এবং আমরা ধনী। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত:১৮১)

৩.হিংসা

হিংসা তথা অন্যের কল্যাণ দেখতে না পারা এবং তার অনিষ্ট কামনা করা ইয়াহুদীদের স্বভাবজাত চরিত্র। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ

(হে মুসলিমগণ!) কিতাবীদের অনেকেই তাদের কাছে সত্য পরিস্ফুট হওয়ার পরও তাদের অন্তরের হিংসাবশত কামনা করে, যদি তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পর পুনরায় কাফির বানিয়ে দিতে পারতো...! (সূরা বাকারা, আয়াত:১০৯)

হিংসার এ স্বভাব ইয়াহুদী জাতির পুরনো স্বভাব। হযরত ইউসুফ আ. তার পিতা ইয়াকুব আ. এর প্রিয় পাত্র ছিলেন। যার কারণে অন্য ভাইয়েরা (বিনইয়ামীন ব্যতিত) তার প্রতি হিংসাবশত খেলতে যাওয়ার

নাম করে গভীর কূপে নিক্ষেপ করে। আর তার কাপড়ে মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে পিতা ইয়াকুব আ. কে 'ইউসুফ কে নেকড়ে খেয়ে ফেলেছে' বলে মিথ্যা গল্প বানিয়ে শুনায়। এ ঘটনা আল্লাহ তা'আলা সূরা ইউসুফে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

৪. অত্যাধিক দুনিয়াপ্রীতি

হাদিসে পাকে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াপ্রীতিকে সকল গুনাহের মূল আখ্যা দিয়েছেন। অন্যান্য জাতির তুলনায় ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে এ মন্দ গুণের উপস্থিতি বেশী। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন,

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ

সুতরাং ধ্বংস ঐ সকল লোকের জন্য, যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে, তারপর মানুষকে বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে, যাতে তার মাধ্যমে কিঞ্চিত আয় রোজগার করতে পারে। (সূরা বাকারা, আয়াত:৭৯)

অত্যাধিক দুনিয়াপ্রীতির কারণেই তারা তাওরাতের প্রকৃত হুকুম- যা অনেক ক্ষেত্রেই কঠিন ছিলো- গোপন করে মানব প্রবৃত্তির চাহিদা মতে শরী'আতের হুকুম বয়ান করতো এবং হুকুম জানতে আসা লোকদের থেকে মোটা অংকের 'হাদিয়া(?) ' গ্রহণ করতো!

৫. অত্যাধিক কৃপণতা

সম্পদ উপার্জন এবং বিনা প্রয়োজনে তা কুক্ষিগতকরণের পাশাপাশি কৃপণতার ক্ষেত্রে ইয়াহুদীদের বৈশিষ্ট্য ছিলো যে, তারা অন্যদেরকেও কৃপণতার নির্দেশ প্রদান করতো। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝

যারা নিজেরা কৃপণতা করে এবং মানুষকেও কৃপণতার নির্দেশ দেয়, আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দান করেছেন তা গোপন করে।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আমি (এরূপ) অকৃতজ্ঞদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (সূরা নিসা, আয়াত:৩৭)

৬. বিশ্বাসঘাতক

বিশ্বাসঘাতক ইয়াহুদীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত। ধন-সম্পদ, দীন-ধর্ম, অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি- সবক্ষেত্রেই তাদের খিয়ানত এবং বিশ্বাসঘাতক স্বীকৃত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তাদের এ স্বভাব প্রসঙ্গে বলেন,

وَمِنۡهُمۡ مَّنۡ اِنۡ تَاۡمَنۡهُ بِدِيۡنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖۤ اِلَيۡكَ اِلَّا مَا دُمۡتَ عَلَيۡهِ قَآئِمًا ؕ

আবার তাদের (কিতাবীদের) এমন লোকও আছে, যার কাছে একটি দীনারও আমানত রাখলে সে তোমাকে তা ফেরত দেবে না- যদি না তুমি তার মাথার উপর দাঁড়িয়ে থাকো। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত:৭৫)

فَبِمَا نَقۡضِهِمۡ مِّيۡثَاقَهُمۡ لَعَنّٰهُمۡ وَجَعَلۡنَا قُلُوۡبَهُمۡ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوۡنَ الۡكَلِمَ عَنۡ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوۡا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوۡا بِهٖ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنۡهُمۡ اِلَّا قَلِيۡلًا مِّنۡهُمۡ

আর তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণেই তো আমি তাদেরকে আমার রহমত হতে বিতাড়িত করি এবং তাদের অন্তর কঠিন করে দিই। তারা কথাসমূহকে তার আপন স্থান হতে সরিয়ে দেয় এবং তাদেরকে যে বিষয়ের উপদেশ দেয়া হয়েছিলো তার বড় একটি অংশ ভুলে যায়। (আগামীতে) আপনি (হে নবী!) তাদের অল্পসংখ্যক ব্যতীত সকলেরই কোনো না কেনো বিশ্বাসঘাতকর কথা জানতে পারবেন...! (সূরা মায়িদা, আয়াত:১৩)

৭. দুষ্কৃতি এবং নৈরাজ্যসৃষ্টি

হঠকারিতাবশত দুষ্কৃতি এবং নৈরাজ্য সৃষ্টি করা ইয়াহুদী জাতির স্বভাবজাত বিষয়। কুরআনের ভাষায়,

وَقَضَيۡنَاۤ اِلٰى بَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ فِى الۡكِتٰبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِى الۡاَرۡضِ مَرَّتَيۡنِ وَلَتَعۡلُنَّ عُلُوًّا كَبِيۡرًا ○

আমি মিমাংসা দান করে বনী ইসরাঈলকে অবহিত করেছিলাম, তোমরা পৃথিবীতে দু'বার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং ঘোর অহংকার প্রদর্শন করবে। (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত:৪)

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

বিপর্যয় দ্বারা উদ্দেশ্য, প্রথমবার হযরত মূসা আ. এর ইন্তেকালের পর তার শরী'আতের বিরোধীতা করা, আর দ্বিতীয়বার হযরত 'ঈসা আ. এর শরী'আতের বিরোধীতা করে। (মাআরিফুল কুরআন, সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত:৪)

যদি বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি বিচার করা হয়, তবে দেখা যাবে যে, পৃথিবীব্যাপী সৃষ্ট নৈরাজ্য এবং সামাজিক ও ধর্মীয় বিশৃংখলার পিছনে কোনো না কোনোভাবে এই হঠকারী সম্প্রদায়ের গোপন বা প্রকাশ্য উপস্থিতি রয়েছে।

তাওরাতের বিকৃতি সাধন

এই ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের মাঝে আল্লাহ তা'আলা অনেক নবী প্রেরণ করেছেন। যাদের মধ্যে হযরত মূসা আ. অন্যতম। বনী ইসরাঈলীদের পালনীয় শরী'আত গ্রন্থ হিসেবে আল্লাহ তা'আলা মূসা আ. এর উপর অবতীর্ণ করেছিলেন আসমানী গ্রন্থ 'তাওরাত'। কিন্তু হঠকারী ইয়াহুদী সম্প্রদায় ধর্মীয় স্বার্থসিদ্ধির হীন উদ্দেশ্যে যুগ পরম্পরায় তা বিকৃত করে ফেলে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন আয়াতে তাদের এ হঠকারিতার বিশদ বিবরণ তুলে ধরেছেন! (সূরা বাকারা, আয়াত:৭৫)

৮. আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা

ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য নেয়ামত দান করেছিলেন। কিন্তু এ অকৃতজ্ঞ সম্প্রদায় তার কোনো মূল্যায়ন করেনি। বরং অকৃতজ্ঞতাই ছিলো তাদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর হুকুমের অবাধ্যতার দরুন যখন তাদেরকে চল্লিশ বছরের জন্য 'তীহ' প্রান্তরে আটকে দেয়া হয়, তখন তাদের জন্য আসমান হতে 'মান্না ও সালওয়া' খাদ্যের নেয়ামত পাঠানো হতো। কিন্তু হঠকারী এ সম্প্রদায় তাতেও সন্তুষ্ট হয়নি। কুরআনের ভাষায়-

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

وَاِذۡ قُلۡتُمۡ یٰمُوۡسٰی لَنۡ نَّصۡبِرَ عَلٰی طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادۡعُ لَنَا رَبَّکَ یُخۡرِجۡ لَنَا مِمَّا تُنۡۢبِتُ الۡاَرۡضُ مِنۡۢ بَقۡلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُوۡمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ؕ قَالَ اَتَسۡتَبۡدِلُوۡنَ الَّذِیۡ هُوَ اَدۡنٰی بِالَّذِیۡ هُوَ خَیۡرٌ ؕ

এবং (সে সময়ে কথা স্বরণ করো) যখন তোমরা বলেছিলে, হে মূসা! আমরা একই খাবারে সবর করতে পারবো না। সুতরাং স্বীয় প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাদের জন্য ভূমিজাত দ্রব্য হতে কিছু উৎপন্ন করেন অর্থাৎ জমির তরকারি, কাঁকড়, গম, ডাল ও পেঁয়াজ। মূসা আ. বললেন, তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুকে নিকৃষ্টতর বস্তু দ্বারা পরিবর্তন করতে চাও? (সূরা বাকারা, আয়াত:৬১)

৯. মিথ্যা এবং অন্যায় দাবি

তারা নিজেদেরকে আল্লাহর পুত্র এবং প্রিয়পাত্ররূপে মিথ্যা দাবি করে থাকে। এবং এ অযৌক্তিক দাবিও করে থাকে যে, আখেরাতের সফলতা কেবল ইয়াহুদী জাতির জন্য এবং তারাই কেবল জান্নাতে প্রবেশ করবে।

وَقَالَتِ الۡیَهُوۡدُ وَالنَّصٰرٰی نَحۡنُ اَبۡنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ؕ قُلۡ فَلِمَ یُعَذِّبُکُمۡ بِذُنُوۡبِکُمۡ ؕ

আর ইয়াহুদী এবং খৃষ্টানরা বলে থাকে, আমরা আল্লাহর সন্তান এবং তার প্রিয়পাত্র। (তাদেরকে) বলে দিন, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের পাপের কারণে শাস্তি দেন কেন? (সূরা মায়িদা, আয়াত:১৮)

وَقَالُوۡا لَنۡ یَّدۡخُلَ الۡجَنَّةَ اِلَّا مَنۡ کَانَ هُوۡدًا اَوۡ نَصٰرٰی ؕ تِلۡکَ اَمَانِیُّهُمۡ ؕ قُلۡ هَاتُوۡا بُرۡهَانَکُمۡ اِنۡ کُنۡتُمۡ صٰدِقِیۡنَ ○

এবং তারা (ইয়াহুদী এবং নাসারারা) বলে, জান্নাতে ইয়াহুদী এবং নাসারাগণ ছাড়া অন্য কেউ আর কখনো প্রবেশ করবে না। এসব তাদের মিছে আশামাত্র। (সূরা বাকারা, আয়াত:১১১)

১০. সত্যগ্রহণে হঠকারিতা

Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com App Store

আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের মাঝে অনেক নবী প্রেরণ করেছেন। কিন্তু হঠকারী এ সম্প্রদায় যথাযথভাবে এ নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করেনি। বরং নবীগণের অবাধ্যতা আর বিরোধিতাই ছিলো তাদের নিত্যচরিত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হযরত মূসা আ. বনী ইসরাইল সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত অন্যতম নবী। যিনি তাদেরকে ফেরাউনের জুলুম নির্যাতন থেকে বাঁচিয়ে মিসর থেকে বের করে নিয়েছিলেন। কিন্তু ইয়াহুদীরা এতটাই অকৃতজ্ঞ যে, লোহিত সাগর পার হওয়া মাত্রই এক মূর্তিপূজক জাতিকে দেখে মূসা আ. এর একত্ববাদের শিক্ষা ভুলে গিয়ে তারা পূজার নিমিত্তে মূর্তি বানিয়ে দেওয়ার জন্য মূসা আ. এর কাছে বায়না ধরলো!! (সূরা আ'রাফ, আয়াত:১৩৮-১৪১)

এরপর মূসা আ. যখন আল্লাহ তা'আলার আদেশে তূর পর্বতে গেলেন, তখন ইয়াহুদীরা তার অনুপস্থিতিতে গো-বাছুরের মূর্তি বানিয়ে তার পূজা করতে শুরু করলো। (সূরা বাকারা, আয়াত:৫১)

মূসা আ.তাদেরকে ফিরআউনের অত্যাচার থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর তারা এ বলে হঠকারিতা করলো যে, "আমরা আপনার উপর ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান আনয়ন করবো না, যতক্ষণ না আল্লাহকে আমরা স্বচক্ষে দেখবো! (সূরা বাকারা, আয়াত:৫৫)

মূসা আ. যখন আল্লাহর পক্ষ হতে আসমানী কিতাব তাওরাত প্রাপ্ত হয়ে বনী ইসরাঈলকে তদানুযায়ী আমল করতে বললেন, তখন এ হঠকারী সম্প্রদায় ততক্ষণ পর্যন্ত আমল করতে সম্মত হলো না, যতক্ষণ না তাদের উপর পাহাড় উঠিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়ার ভয় দেখানো হলো!! (সূরা আ'রাফ, আয়াত:১৭১)

এরপর যখন মূসা আ. তাদেরকে তাদের পূর্বআবাসভূমি ফিলিস্তিন ভূখণ্ড, যা শক্তিশালী আমালেকা সম্প্রদায় দখল করে রেখেছিলো, বিজয় করার জন্য জিহাদের নির্দেশ প্রদান করলেন, তখন তারা এ বলে জিহাদ করা থেকে বিরত থাকে-

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

يٰمُوۡسٰۤى اِنَّا لَنۡ نَّدۡخُلَهَاۤ اَبَدًا مَّا دَامُوۡا فِيۡهَا فَاذۡهَبۡ اَنۡتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَاۤ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوۡنَ ○

হে মূসা! তারা যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে অবস্থানরত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কিছুতেই সেখানে প্রবেশ করবো না। আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হলে তুমি ও তোমার রব চলে যাও এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করো। আমরা তো এখানেই বসে থাকবো। (সূরা মায়িদা, আয়াত:২৪)

১১. নবীগণের সত্যের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান এবং হত্যা প্রচেষ্টা

বনী ইসরাইলের মাঝে আল্লাহ তা‘আলা অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। কিন্তু এ জাতি অনেক নবীর ক্ষেত্রেই তার দাওয়াতকে কেবল অস্বীকারই করেনি; বরং তাদেরকে হত্যাও করে ফেলেছে। অথচ তারা নিজেরাও জানতো যে, নবীগণকে হত্যা করা কিংবা অস্বীকার করা জঘন্যতম গুনাহ। নবীগণকে হত্যা করা এটা একমাত্র ইয়াহুদী জাতির বৈশিষ্ট্য হিসেবে কুরআনে কারীমে উদ্ধৃত হয়েছে। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত:১১২)

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন,

كَانَتْ بَنُو اِسْرَائِيلَ تَقْتُلُ فِي الْيَوْمِ ثَلَاثَمِائَةِ نَبِيٍّ،

বনী ইসরাঈল দিনে তিনশত নবীকে হত্যা করেছে...! (তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম, সূরা আলে ইমরান, আয়াত:১১২)

এখানে আমরা দৃষ্টান্ত হিসেবে কয়েকজন নবীর কথা উল্লেখ করছি।

হযরত ‘ঈসা আ. এর ব্যাপারে ইয়াহুদীদের হঠকারীতা

হযরত ‘ঈসা আ. ছিলেন বনী ইসরাইল তথা ইয়াহুদীদের মাঝে আগমনকারী সর্বশেষ নবী। কিন্তু ইয়াহুদীরা কয়েকজন ব্যতিত কেউ তাকে নবী হিসেবে স্বীকার করলো না, বরং তাকে হত্যা প্রচেষ্টায় লিপ্ত হলো। আল্লাহ তা‘আলা তার নবীকে ইয়াহুদীদের এ ঘৃণ্য চক্রান্ত থেকে হেফাজত করলেন এবং ‘ঈসা আ. কে আসমানে উঠিয়ে নিলেন। শেষ যামানায় তিনি পুনরায় দুনিয়াতে আগমন করবেন এবং আখেরী নবী

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরী‘আত মোতাবেক আমল করবেন। (সূরা নিসা, আয়াত:১৫৭)

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাপারে ইয়াহুদীদের হঠকারীতা

আখেরী নবীর সকল নিদর্শন আল্লাহ তা‘আলা তাওরাতে উদ্ধৃত করেছিলেন। যদ্দরুন প্রথমত ইয়াহুদীরা শেষ নবীর আগমন প্রতীক্ষায় ছিলো। অবশেষে যখন নবীজীর আগমন ঘটলো এবং তারা তাকে ভালোভাবেই চিনতেও পারলো। কিন্তু যেহেতু নবীজী তাদের ইসরাঈল বংশে ছিলেন না, বরং ইসমাইল বংশে ছিলেন, এ হঠকারিতা এবং হিংসাবশত তারা ঈমান আনা থেকে বিরত থাকলো। শুধু তাই নয়, পাশাপাশি তারা নবীজীর হত্যা প্রচেষ্টায় বিভিন্ন ধরণের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত নবীজী হলো। দৃষ্টান্তস্বরূপ-

১. একবার এক ইয়াহুদী নবীজীকে ﷺ জাদু করে। জাদুক্রিয়ায় নবীজী ﷺ মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন। আল্লাহ তা‘আলা ফেরেশতার মাধ্যমে নবীজীকে ﷺ অবগত করেন। এরপর জাদুক্রিয়া নষ্ট করে ফেলা হয়। (মুসনাদে আহমাদ, হা.নং ১৯২৬৭)

২. খাইবারের যুদ্ধে এক ইয়াহুদী নারী বিষ মিশ্রিত বকরীর গোশত খাইয়ে নবীজীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। নবীজীর সঙ্গী সাহাবী হযরত বিশর রা. গোশত গলধঃকরণ করে ফেলায় শহীদ হয়ে যান। আল্লাহ তা‘আলা নবীজীকে রক্ষা করেন। (বুখারী শরীফ, হা. নং ৪৪২৮)

৩. একবার নবীজী কোনো এক কারণে ইয়াহুদী গোত্র বনু কাইনুকা এর বসতিতে যান। এ সময় তিনি একটি দেয়ালের পাশে বসেন। ইয়াহুদীরা সুযোগ মনে করে দেয়ালের উপর থেকে পাথর ফেলে দিয়ে নবীজীকে হত্যা করতে চায়। আল্লাহ তা‘আলা ওহীর মাধ্যমে নবীজীকে অবগত করে রক্ষা করেন।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

কুরআনে কারীমে উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও ইয়াহুদীদের আরো অনেক মন্দ স্বভাব রয়েছে, যা তাদেরকে লাঞ্ছনা, অপদস্থতা আর অপমান ও নির্যাতনের জীবন যাপনের উপযুক্ত প্রমাণ করেছে। সার্বিক দিকে বিবেচনায় ইয়াহুদীদের ইতিহাস এ কথা প্রমাণ করে যে, তিনটি মন্দ স্বভাব তাদের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো। যেমনটি বলেছেন হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-

১. বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ না করা।
২. নিয়ামত প্রাপ্তিতে কৃতজ্ঞ না হওয়া।
৩. আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না থাকা। (তাফসীরে মাজেদী, সূরা আলে ইমরান, আয়াত:১১২)

ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের এ নৈতিক অবক্ষয় এবং দুশ্চরিত্রের কারণেই আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে তাদেরকে 'অভিশপ্ত' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন,

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ○

বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিলো, তাদের উপর দাউদ ও 'ঈসা ইবনে মারইয়ামের যবানিতে লানত বর্ষিত হয়েছিলো। (সূরা মায়িদা, আয়াত:৭৮)

অবাধ্য ও হঠকারী ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের শাস্তি

নবীগণের তাওহীদের দাওয়াতকে অস্বীকার, তাদেরকে হত্যা করা সহ যুগ পরম্পরায় ইয়াহুদী জাতির অসংখ্য অপরাধের দরুন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিভিন্ন শাস্তির সম্মুখীন করেছেন। পাশাপাশি দুনিয়াতে অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠির মাধ্যমে নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত হওয়া এবং আখেরাতে কঠিন আযাবে নিপতিত হওয়ার সংবাদও সুস্পষ্টভাবে প্রদান করেছেন।

ইয়াহুদীদের শাস্তি ১: বানর এবং শুকরে পরিণত হওয়া

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

হযরত ইবরাহীম আ. এর তাওহীদ ও একত্ববাদের সত্য ধর্ম তার দু’ পুত্র হযরত ইসহাক ও ইসমাঈল আ. এর মাধ্যমে বিস্তৃতি লাভ করে। ইবরাহীম আ. এর ধর্মে সাপ্তাহিক দিনসমূহের মধ্য হতে ইবাদাতের জন্য জুমু‘আর দিন নির্ধারিত ছিলো। পরবর্তীতে ইসহাক আ. এর পুত্র হযরত ইয়াকুব আ. এর বংশধর বনী ইসরাইল হঠকারিতাবশত মূসা আ. এর কাছে আবেদন করলো যে, তিনি যেন সাপ্তাহিক ইবাদাতের দিবস হিসেবে শনিবার দিন নির্ধারণ করেন। তাদের পীড়াপীড়ি এবং আবেদনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা‘আলা তাদের আবেদন মঞ্জুর করেন এবং শনিবার দিন ইবাদাত ছাড়া সবধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয় এবং শিকার করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

কিন্তু বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের একটি গোষ্ঠি- যাদেরকে ‘আসহাবুস সাবত’ বলা হতো- এ নির্দেশ উপেক্ষা করে শনিবার দিন মাছ শিকার করে। ফলে আল্লাহ তা‘আলা তাদের অপরাধীদেরকে শুকর এবং বানরে পরিণত করে দেন। (সূরা বাকারা, আয়াত:৬৫, সূরা নিসা, আয়াত:৪৭, সূরা মায়িদা, আয়াত:৬০, সূরা আ‘রাফ, আয়াত:১৬৩)

ইয়াহুদীদের শাস্তি ২: তীহ প্রান্তরে আটকে থাকা

হযরত মূসা আ. যখন বনী ইসরাঈলকে নিয়ে লোহিত সাগর পার হয়ে মিসর থেকে বের হয়ে গেলেন, তখন বনী ইসরাইল সম্প্রদায়ের পূর্ব আবাসভূমি ফিলিস্তিনে ‘আমালেকা’ নামক এক শক্তিশালী সম্প্রদায়ের বসবাস ছিলো। আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশে মূসা আ. বনী ইসরাঈলকে তাদের সাথে যুদ্ধ করে পূর্বআবাসভূমিতে প্রবেশের আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু অবাধ্য সম্প্রদায় জিহাদ করা থেকে বিরত থাকায় আল্লাহ তা‘আলা এ অপরাধের শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে সীনাই পর্বতের তীহ প্রান্তরে চল্লিশ বছরের জন্য আটকে রাখেন। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তারা এ ময়দান থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু তারা সক্ষম হয়নি। (সূরা মায়িদা, আয়াত:২৬)

ইয়াহুদীদের শাস্তি ৩: অন্তরের কঠোরতা

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

অন্তরের নম্রতা আল্লাহ তা'আলার অনেক বড় একটি নেয়ামত। কিন্তু ইয়াহুদীদের অপরাধের শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এ নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছেন।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً

আর তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণেই আমি তাদেরকে আমার রহমত হতে বিতাড়িত করি এবং তাদের অন্তরকে কঠিন করে দেই। (সূরা মায়িদা, আয়াত:১৩)

ইয়াহুদীদের শাস্তি ৪ : শতধাবিভক্ত ইয়াহুদী জাতি

অবাধ্যতা এবং হঠকারিতার দরুন আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদী জাতিকে শতধাবিভক্ত করে দিয়েছেন। এবং তাদেরকে বিভিন্ন বালা মুসিবতে আপতিত করে দিয়েছেন। (সূরা আ'রাফ, আয়াত:১৬৮)

ফলে জাতিগতভাবে আত্মপ্রকাশের পর থেকে খৃষ্ট্রীয় ১৯ শতক পর্যন্ত ভৌগলিক দিক থেকে তাদের কোনো রাষ্ট্রীয় পরিচয় ছিলো না। আর বর্তমানে যে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সেটা মূলত তাদের কোনো রাষ্ট্রীয় পরিচয় নয়; বরং এ ভূখণ্ড মূলত মধ্যপ্রাচ্যে আগ্রাসন পরিচালনার নিমিত্তে আমেরিকা, বৃটেন তথা পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর সেনা ছাউনি। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

ইয়াহুদীদের শাস্তি ৫ : লাঞ্ছিত, নির্যাতিত এবং নিপীড়িত হওয়া

এটি একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা যে, পৃথিবীর নেতৃত্ব এবং ক্ষমতার ক্ষেত্রে একদিকে যখন অন্যান্য জাতিগোষ্ঠির মাঝে পালা বদল ঘটেছে, তখন জাতি হিসেবে আবির্ভাবের পর থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত প্রায় তিন সহস্রাধিক বছরের ইতিহাসে ইয়াহুদীরা কোনো একটি ভূখণ্ডে ধর্মীয় স্বকীয়তা বজায় রেখে একক শাসন টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়নি। সবসময় তারা কোনো না কেনো জাতিগোষ্ঠির দ্বারা শাসিত হয়ে গোলামীর লাঞ্ছনার জীবন যাপন করেছে।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো- ইয়াহুদী জাতি কেবল শাসিতই হয়নি; বরং প্রত্যেক শাসক দ্বারা তারা শোষিত এবং নির্যাতিতও হয়েছে। তাদের জীবনেতিহাসে এমন রাত খুব কমই অতিবাহিত হয়েছে যে, তারা নিশ্চিন্তে, নির্বিঘ্নে জাগতিক জীবনের সুখ নিদ্রায় বিভোর হতে পেরেছে। তাদের জীবনে আলোকিত দিবস শেষে বিভিষিকাময় ভয়াল রজনীর আগমন এত দ্রুত ঘটেছে যে, দিবসের উজ্জ্বল সূর্যটিকে দু'চোখ মেলে দেখারও সুযোগ হয়নি। তার আগেই রাতের অমানিষায় তা হারিয়ে গেছে! রাতের অন্ধকার ক্রমেই এতটা গাঢ় থেকে প্রগাঢ় হয়েছে এবং ভয়াল রজনীর অমানিষা এতটাই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে, যেন এ রাত্রির শেষে আর কোনো দিবসেরই আর আগমন ঘটবে না..!

এ কথা ঠিক যে, নেতৃত্ব এবং ক্ষমতা হারানোর সময় প্রত্যেক জাতিই -জয়ী পক্ষের মাধ্যমে নির্যাতন এবং লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়টিও অনস্বীকার্য যে, অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠির ক্ষেত্রে এ পরাজয়ের পূর্বে ছিলো নেতৃত্ব ও শাসনের এক একটি দীর্ঘ অধ্যায়, যাতে তারা নির্দিষ্ট একটি ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে হলেও এককভাবে রাষ্ট্রীয়শক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পেরেছিলো। তাছাড়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরাজয়ের রণাঙ্গনেও ছিলো তাদের রাষ্ট্রীয় ও সম্মিলিত শক্তির বীরত্বপূর্ণ প্রদর্শনী।

পক্ষান্তরে ইয়াহুদী জাতি কখনোই এ দু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেনি। তাদের না ছিলো কোনো ভৌগলিক সীমায় ধর্মীয় স্বকীয়তায় একক শাসনের গৌরবজ্জ্বল ইতিহাস, আর না ছিলো পরাজয়ের রণাঙ্গনে বীরত্বপূর্ণ কোনো রাষ্টীয়শক্তি প্রদর্শনীর সম্মানজনক অতীত। বরং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এ জাতি সংশ্লিষ্ট ভূখণ্ডে সবসময়ই ছিলো সংখ্যালঘু। যদ্দরুন ধর্মীয় দাঙ্গা আর নির্যাতনের সম্মুখে তাদের প্রতিরোধ ছিলো নিতান্তই হেরে

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

যাওয়া লড়াই। প্রতিরোধ কিংবা বিদ্রোহ কখনোই তাদের ললাটে বীরত্বের ছিটেফোঁটাও এনে দিতে পারেনি।!

ইয়াহুদী জাতির লাঞ্ছনার ইতিহাসের সূচনা খৃষ্টপূর্ব সময়কাল থেকেই। আশুরী, মিসরী, ব্যবিলনী, পারসিক, ইউনানী, রোমক সহ বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠি দ্বারা নির্যাতন ও লাঞ্ছনার শিকার হয়। লাঞ্ছনার এ ধারা অব্যাহত ছিলো হযরত 'ঈসা আ.এর ঊর্ধ্বারোহনের পরেও।

হযরত 'ঈসা আ. কে হত্যার জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ইয়াহুদী সম্প্রদায় লাঞ্ছনার বন্ধন থেকে কখনই মুক্ত হতে পারেনি। এ সময়ে বেশ কয়েক পর্বে তারা লাঞ্ছনার শিকার হয় । কিছু চিত্র আমরা পাঠক সমীপে তুলে ধরছি।

'ঈসা আ.এর উর্ধ্বারোহনের পর ইয়াহুদী জাতির লাঞ্ছনার প্রথম পর্ব ৭০-১৩৫ খৃষ্টাব্দ

- **রোমান সম্রাট টাইটাস (Titus) এর ধ্বংসলীলা: ৭০ খৃষ্টাব্দ।**

হযরত 'ঈসা আ.এর উর্ধ্বারোহনের পর ইয়াহুদীদের ভাগ্যাকাশে লাঞ্ছনার নতুন মেঘ ছায়াপাত করতে শুরু করে। ৭০ খৃষ্টাব্দে রোমান সম্রাট টাইটাস (Titus) এর পক্ষ হতে তারা ভয়াবহ হামলার শিকার হয়। হাজার হাজার ইয়াহুদীকে এ সময় সে হত্যা করে এবং তাদের বড় একটি অংশকে বন্দী করে। (Encyclopedia Brittanica (15th Edition; U.S.A. 1990) 22/416)

- **রোমান সম্রাট হেডরিয়ান Hadrian (117-138 CE) এর আগ্রাসন: ১৩৫ খৃষ্টাব্দ।**

সম্রাট Hadrian এর আগ্রাসন ছিলো অত্যন্ত ভয়াবহ। এ সময় তিনি ব্যাপকভাবে ইয়াহুদী নিধন করার পাশাপাশি Jerusalem (জেরুজালেম) শহরকে ধ্বংস করে দিয়ে ইয়াহুদীদেরকে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড হতে তাড়িয়ে দেন এবং এ শহরে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেন। ইয়াহুদী মুক্ত করে তিনি এখানে রোমান দেবতা 'জুপিটার' এর

উপাসনালয় তৈরি করেন। *(ড. মাহমূদ আব্দুর রহমান কৃত ''মুযিযু তারীখিল ইয়াহুদ ওর্য়া রদ্দি আলা মাযায়িমিহিমিল বাতিলাহ, পৃ.২৬০)*

ইয়াহুদী ঐতিহাসিক শাহীন ম্যাকরিয়াস বলেন-
এ সময়েই (তথা জেরুজালেম ধ্বংসের পর) ইসরাইলীদের ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটে। জেরুজালেমের ধ্বংসের পর ইয়াহুদীরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তী সময়ে সে সকল দেশেই তাদের ইতিহাস রচিত হয়, যেখানে তারা আবাস গড়েছিলো। নির্বাসিত সময়ে তারা বিভিন্ন নির্যাতন এবং নিপীড়নের সম্মুখীন হয়। কেননা, (ফিলিস্তিনের দখলদার) রোমানরা তাদেরকে জেরুজালেমে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলো। [তারীখুল ইসরাইলিয়্যীন (মিসর ১৯০৯) পৃ.৭৭]

ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে বিভিন্ন বাদশাহর উপর্যুপরি আক্রমণ এবং আগ্রাসনের দরুন ইয়াহুদীদের সহাবস্থান অনেক আগেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। পারসিকদের শাসনামলে ব্যবিলনের বন্দিদশা থেকে মুক্ত হওয়ার পর সহাবস্থানের আংশিক পরিবেশ তৈরি হলেও এ পর্যায়ে এসে তা পুরোপুরি ধ্বসে পরে। ফলে ইয়াহুদীরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। কিছু তো রয়ে গিয়েছিলো ব্যবিলনে, আর বাকীরা আরব, ইংল্যান্ড, জার্মানী, স্পেন, ইতালী, হল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, লাঞ্ছনা এবং অপদস্থতার ছায়া এসব দেশেও তাদের পিছু ছাড়েনি। (তারীখুল ইসরাইলিয়্যীন, ৮১-৯৫)

সে সব দেশে ইয়াহুদীদের লাঞ্ছনার ইতিহাসের আলোচনা Pogrom শিরোনামের অধীনে সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ!

ইয়াহুদীদের ব্যর্থ স্বাধীনতা প্রচেষ্টা

খৃষ্টপূর্ব সময়কাল থেকে শুরু হওয়া দীর্ঘ জুলুম, নির্যাতন এবং নিপীড়নের সময়কালে ইয়াহুদীরা যে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করেনি, বিষয়টি এমন নয়। কিন্তু সম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে তাদের সে বিদ্রোহ

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

কোনো বড় ধরনের কোনো প্রতিরোধ ছিলো না, বরং সেগুলো ছিলো নিতান্তই ব্যর্থ প্রচেষ্টা। ৬৬-৭৩ খৃষ্টাব্দে ইয়াহুদীদের একটি বিদ্রোহ সংঘঠিত হয়, যা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১১৫-১১৭ সালে মিসর, সাইপ্রাস প্রভৃতি অঞ্চলের ইয়াহুদীরা বিদ্রোহ করে, কিন্তু এ বিদ্রোহও কোনো সফলতার মুখ দেখতে পারেনি। ১৩২-১৩৫ সালে Simon bar Kokhba নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে বিদ্রোহ সংঘঠিত হয়, কিন্তু এ বিদ্রোহও তাদের পরাধীনতার শিকল ভাঙতে সক্ষম হয়নি। উপর্যুপরি ব্যর্থতায় এক সময় ইয়াহুদীদের স্বাধীনতা আন্দোলনের আগ্রহও স্তিমিত হয়ে পড়ে। ফলে তারা ধর্মীয় বিষয়াদিতে আত্মনিয়োগ করে। এ সময় তাদের ধর্মনেতারা তৈরি করে ধর্মগ্রন্থ Mishnah (মিশানহ) এবং তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ Talmud (তালমূদ)। পরবর্তী সময়ের ইয়াহুদীরা এগুলোকেই তাদের পথনির্দেশ মনে করে থাকে। *[Encyclopedia Brittanica (15th Edition; U.S.A. 1990) 22/416-417]*

➢ লাঞ্ছনার দ্বিতীয় পর্ব : ২য় হিজরী-২৩ হিজরী

ফিলিস্তিন ভূখণ্ড হতে বহিস্কৃত হওয়ার পর ইয়াহুদীদের বেশ কিছু গোত্র হেজাজে এসে বসবাস শুরু করে। ইয়াসরিব (মদীনা), তাইমা, তাবুক, ফাদাক প্রভৃতি অঞ্চলে তাদের বাস ছিলো। (আল মুসতাওত্বনাতুল ইয়াহুদিয়্যাহ আলা আহর্দি রসূল, ৪৯-৬৮)

মদিনায় বসবাসকারী ইয়াহুদী গোত্রসমূহের মধ্যে বনু কাইনুকা', বনু নাযীর ও বনু কুরাইযা ছিলো অন্যতম। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইয়াহুদীদের লাগাতার চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের কারণে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে নবীজী মদীনায় অবস্থানকারী সকল ইয়াহুদীরকে ক্রমান্বয়ে মদীনা হতে বহিস্কার করেন। নবীজীর পর তারই ওসিয়ত বাস্তবায়নার্থে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর রাযি. ইযাহুদীরকে হেজাজের পবিত্র ভূখণ্ড হতেই বহিস্কার করে দেন।

➢ বনু কাইনুকা'র বহিস্কৃতি: শাওয়াল, দ্বিতীয় হিজরী

পর্দাবৃত এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম নারীকে লম্পট চরিত্রের ইয়াহুদীরা অনাবৃত করার চেষ্টা করলে এক আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মুসলিম ঘটনায় জড়িত ইয়াহুদীকে হত্যা করে ফেলে। উপস্থিত ইয়াহুদীরাও মুসলমান সাহাবীকে হত্যা করে ফেলে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং ইয়াহুদীরা মুসলিম সাহাবাকে হত্যার মাধ্যমে প্রতিশোধ নেওয়ার পরও নবীজীর কাছে সমাধানের জন্য যাওয়ার পরিবর্তে তাদের দূর্গসমূহে গিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ করে দেয়, যা সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়। যদ্দরুন নবীজী তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং পনের দিন তাদের দূর্গসমূহ অবরোধ করে রাখেন। অবশেষে তারা আত্মসমর্পণ করে। নবীজী মোনাফেক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল এর সুপারিশে ইয়াহুদীরকে হত্যা করা হতে বিরত থাকেন। তবে তাদেরকে মদীনা হতে বহিস্কার করে দেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২:৪৮)

- **বনু নাযীরের বহিস্কৃতি: চতুর্থ হিজরী, (গাযওয়ায়ে বীরে মাউনার পরে)**

বীরে মাউনার যুদ্ধে কাফেরদের গাদ্দারীর শিকার হয়ে ৭০ জন সাহাবীর শহীদ হওয়ার মর্মান্তিক ঘটনার পর শহীদের ময়দান থেকে আহত হয়ে কোনক্রমে ফিরে আসেন সাহাবী আমর ইবনে উমাইয়া রাযি.। পথিমধ্যে প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে বনু আমের গোত্রের দু' ব্যক্তিকে তিনি হত্যা করে ফেলেন। বনু আমেরের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধবিরতি চুক্তি থাকায় নবীজী এ দু'ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ের জন্য বনু কুরাইজার বসতিতে গমণ করেন। কেননা, বনু কুরাইজা বনু আমেরের মিত্র ছিলো। বনু কুরাইজার বসতিতে নবীজী একটি দেয়ালের পাশে বসলে ইয়াহুদীরা উপর থেকে পাথর ফেলে নবীজীকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ওহীর মাধ্যমে অবগত হয়ে নবীজী দ্রুত বসতি ত্যাগ করেন। এ বিশ্বাসঘাতক আর সন্ধিচুক্তি ভঙ্গের কারণে নবীজী তাদের বসতিতে আক্রমণ করেন এবং তাদের খেজুর বাগান কেটে জ্বালিয়ে ভস্ম করে

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

দেন এবং তাদেরকে মদীনা থেকে বহিস্কার করেন। তাদের কেউ খাইবারে আর কেউ শাম অঞ্চলে চলে যায়। (আবু দাউদ, হা.নং ৩০০৪; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪:৮২)

বনু কুরাইযার এর বহিস্কৃতি: পঞ্চম হিজরী (গযওয়ায়ে আহযাবের পরে)

গযওয়ায়ে আহযাব (খন্দকের যুদ্ধ) থেকে ফিরে আসার পর আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল আ. -এর মাধ্যমে নবীজীকে বনু কুরাইযায় হামলা চালানোর আদেশ করেন। আহযাবের যুদ্ধ সংঘঠিত করার পেছনে বনু কুরাইযার হস্তক্ষেপ ছিলো। নবীজী আক্রমণ পরিচালনা করেন। পঁচিশ দিন ইয়াহুদীদের দূর্গগুলো অবরোধ করে রাখেন। ইয়াহুদীরা বাধ্য হয়ে সাহাবী হযরত সাদ বিন মুআজ রাযি. এর সিদ্ধান্তে দূর্গ থেকে বেরিয়ে আত্মসমর্পণে সম্মত হয়। সাদ বিন মুআজ রাযি. তাদের মধ্য থেকে পুরুষদেরকে হত্যা এবং নারী ও শিশুদেরকে গোলাম বাঁদিতে পরিণত করতে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক নবীজীর আদেশে ইয়াহুদীদের সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে একটা ঘরে একত্র করা হয়। এরপর বাইরে গর্ত খনন করে ইয়াহুদীদেরকে ঘর থেকে বের করে দলে দলে গর্দান কেটে সে গর্তগুলো পূরণ করা হয়। তাদের সম্পদসমূহের এক পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রের জন্য রেখে বাকীগুলো মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া হয়। তাদের নারী ও শিশুদেরকে গোলাম বাঁদিতে পরিণত করা হয়। নিহত ইয়াহুদীদের সংখ্যা ছিলো ৪০০। এক বর্ণনামতে ৯০০। এ সময় বিশেষ অপরাধের কারণে একজন নারীকে হত্যা করা হয়। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪:১২৫-১৩৬)

- **ইয়াহুদীমুক্ত মদীনা: সপ্তম হিজরীর পর**

বনু কাইনুকা, বনু নাযীর, বনু কুরাইযকে মদীনা থেকে বহিস্কার করার পরও মদীনায় কিছু ইয়াহুদী রয়ে গিয়েছিলো। সপ্তম হিজরীর পর নবীজী অবশিষ্ট সকল ইয়াহুদীকে মদীনা থেকে বের করে দেন এবং

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এর মাধ্যমে মদীনা সম্পূর্ণরূপে ইয়াহুদী মুক্ত হয়ে যায়। (তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, হা.নং ১৭৬৫, ১৭৬৬)

➢ ইয়াহুদীমুক্ত হিজাযের পবিত্র ভূমি

হযরত উমর রা. এর খেলাফতকালে মদীনা হতে বহিস্কৃত হয়ে ইয়াহুদীদের কিছু অংশ খাইবারে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। খাইবার ছাড়াও নাযরান প্রভৃতি অঞ্চলে তখনও ইয়াহুদীদের বসবাস ছিলো। সাহাবী হযরত উমর ফারুক রা. এর যামানায় তিনি হিজাযের অবস্থানগ্রহণকারী সকল ইয়াহুদীরকে হিজায থেকে বের করে দেন। (মুয়াত্তায়ে মালেক, ৮৭৩)

একাধিক কারণে তিনি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন-

১. নবীজী সাহাবায়ে কেরামকে এ নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন যে,

أخرجوا يهود أهل الحجاز، وأهل نجران من جزيرة العرب.

তোমরা হিজাযের ইয়াহুদীরকে এবং ‘নাযরানের’ ইয়াহুদীরকে আরব ভূখণ্ড থেকে বের করে দিও’। (মুসনাদে আহমাদ, হা. নং ১৬৯১)

২. চাষাবাদের জন্য এখন আর ইয়াহুদীদের সহযোগিতার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কেননা, বিভিন্ন জিহাদের মাধ্যমে অনেক গোলাম বাঁদি মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিলো।

৩. মদীনা থেকে বহিস্কৃত হয়েও মুসলমানদের শত্রুতায় তারা লিপ্ত ছিলো। এ শত্রুতার অংশ হিসেবে তারা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. কে রাতের বেলায় সুযোগ পেয়ে আক্রমণ করে আহত করছিলো। (ফাতহুল বারী, হা.নং ২৭৩০)

হযরত উমর রা. এর এ পদক্ষেপের ফলে জাযীরাতুল আরব সম্পূর্ণরূপে ইয়াহুদীমুক্ত হয়ে যায়, মুসলমানরা ইয়াহুদীদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা পায় এবং নবীজীর ওসীয়তবাণী বাস্তবায়িত হয় এবং ইসলাম তার নিজ দেশে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও অস্থিরতা থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্ব দরবারে দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে যায়।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

➢ **লাঞ্ছনার তৃতীয় পর্ব: খৃষ্ট্রীয় দ্বিতীয় সহস্রাব্দ**

আধুনিক যুগে Anti Semitism এবং Pogrom: ইয়াহুদী নিধনের ভয়াল চিত্র!

ইয়াহুদীদের অপরাধ ও হঠকারিতার কারণে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের উপর লাঞ্ছনা এবং অপদস্থতার সিলমোহর লাগিয়ে দিয়েছেন। নবীজীর ইন্তেকালের পরও তাদের জন্য এ বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয়নি ; বরং নির্যাতন এবং নিপীড়নের প্রবল ঢেউ ক্রমেই তাদের জন্য ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। যদ্দরুন ক্রমেই তারা লাঞ্ছনা এবং অপদস্থতার গভীর অতলে হারিয়ে গেছে..!

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সম্রাট হেডরিয়ান Hadrian (117-138 CE) এর আগ্রাসনের মাধ্যমে যখন জেরুজালেমের চূড়ান্ত পতন ঘটে, তখন ইয়াহুদীরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সে সকল দেশেও জুলুম-নির্যাতন আর লাঞ্ছনা তাদের জীবনকে দূর্বিষহ করে তুলছিলো। খৃষ্ট্রীয় দ্বিতীয় সহস্রাব্দে যা চরম আকার ধারণ করে। সভ্য (?) আধুনিক পৃথিবীতে-যেখানে নীতিগতভাবে হলেও মানবতাকে সমাজের আবশ্যকীয় অনুষঙ্গ মনে করা হতো সে সভ্য পৃথিবীতেও এ সময়ে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির পক্ষ হতে Anti Semitism (ইয়াহুদী বিদ্বেষ) এর স্লোগানে ইয়াহুদী জাতিবিরোধী Pogrom (উগ্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা) এর ফলে যে পরিমাণ নির্যাতন, নিপীড়ন এবং নিধনের আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে, তা ভাবলেও গা শিউরে উঠবে! কুরআনে কারীমের নিমোক্ত আয়াতে এ ঘটনাগুলোর দিকেই ঈঙ্গিত করা হয়েছে...

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ ۚ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

এবং (সে সময়ের কথা স্বরণ করুন) যখন আপনার প্রতিপালক ঘোষণা করলেন, তিনি কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাদের (ইয়াহুদীদের) উপর

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এমন লোকদেরকে কর্তৃত্ব দান করতে থাকবেন, যারা তাদেরকে নিকৃষ্ট রকমের শাস্তি দিবে! (সূরা আ'রাফ, আয়াত:১৬৭)

আল্লাহর এ বাণীর সত্যতা প্রমাণে আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসে খৃষ্ট্রীয় দ্বিতীয় সহস্রাব্দে Anti Semitism এবং Pogrom এর শিকার হয়ে হাজার হাজার শুধু নয়; বরং লাখ লাখ ইয়াহুদী নিহত হয়। এক কথায় তা ছিলো ধারাবাহিক ইয়াহুদী নিধন প্রক্রিয়া। পৃথিবীর যে ভূখণ্ডেই তারা গিয়েছে, নির্যাতন-নিপীড়ন এবং লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার ছাঁয়া তাদের পিছু ছাড়েনি। আল্লাহ'র এ বাণী সন্দেহাতীতভাবে সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে, "তাদেরকে (ইয়াহুদীদেরকে) যেখানেই পাওয়া যাক, তাদের উপর লাঞ্ছনার ছাপ মেরে দেয়া হয়েছে"

খৃষ্ট্রীয় দ্বিতীয় সহস্রাব্দের নিকট অতীতে Pogrom এর সংখ্যা অসংখ্য। যেগুলোর বিস্তৃত ইতিহাসের আলোচনার জন্য বৃহৎ কলেবরের স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন হবে। নিবন্ধের এ ছোট পরিসরে আমরা পাঠক সমীপে প্রসিদ্ধ কিছু Pogrom এর চিত্র সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরতে চেষ্টা করব। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আগ্রহী পাঠক সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতিগ্রন্থ ও মূল উৎসসমূহ পাঠ করতে পারেন।

বিভিন্ন দেশে এ Pogrom সংঘঠিত হয়। যেমনঃ

- এরফার্ট (জার্মানি) ১৩৪৯ সালে, বাসেল (সুইজারল্যান্ড), এরাগন (স্পেন) ফ্লান্ডার্স (বেলজিয়াম)-এর Pogrom–এ অসংখ্য ইয়াহুদী নিহত হয়। পাঠক এ Pogrom এর বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখতে পারেন *John Marshall: John Locke, Toleration and Early Enlightment Culture (2006); p. 376*

- স্ট্রাসবার্গ (ফ্রান্স) ১৩৪৯ সালে Pogrom সংঘঠিত হয়। পাঠক এ Pogrom এর বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখতে পারেন *Stéphane Barry and Norbert Gualde: «La plus grande épidémie de l'histoire» ("The greatest epidemic in history"), in L'Histoire magazine, n° 310, June 2006 p. 47 (French)*

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

- তোলন (ফ্রান্স) ১৩৪৮ সালে Pogrom সংঘঠিত হয়। পাঠক এ Pogrom এর বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখতে পারেন *The Jews of Europe and the Black Death (2000) p. 13*

- প্রাগ (চেক রিপাবলিক) ১৩৯৯ সালে Pogrom সংঘঠিত হয়। প্রাগের এই Pogrom -এ চার থেকে পাঁচশত ইয়াহুদীকে হত্যা করা হয়। পাঠক এ Pogrom এর বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখতে পারেন *Barbara Newman: The Passion of the Jews of Prague: The Pogrom of 1389 and the Lessons of Medieval Parody, Church History 81:1 (March 2012), 1-26*

- ইউক্রেনে ১৬৪৮-১৬৫৭ সালে Pogrom সংঘঠিত হয়। এ Pogrom এর বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখা যেতে পারে *Anna Reid: Borderland: A Journey Through the History of Ukraine. (Westview Press) p. 35*

- রাশিয়া ১৮৫৯ (এবং ১৮৭১, ১৮৮১) ও ১৯০৫ সালে Pogrom সংঘঠিত হয়। ১৯০৫ সালের Pogrom -এ ৪০০ ইয়াহুদীকে হত্যা করা হয় এবং ১৬০০ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়) পাঠক এ Pogrom গুলোর বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখতে পারেন *("Odessa", Jewish Encyclopedia, 1906), Ges (Richard S. Levy: Antisemitism: A Historical Encyclopedia of Prejudice and Persecution, Volume 2, L-Z, s.v. "Odessa Pogroms")*

উল্লিখিত Pogrom ছাড়াও আরো বিভিন্ন অঞ্চলে- যেখানে ইয়াহুদীদের বসবাস ছিলো- Pogrom সংঘঠিত হয়। যেমন- ফ্রান্সে ১৩০৬, ১৩২১ এবং ১৫৮২ সালে। ১৫৮২ সালের Pogrom -এ ইয়াহুদীদেরকে ফ্রান্স থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। ১৫৪০ সালে

ইতালীতে Pogrom হয় এবং ইয়াহুদীরকে ইতালী থেকে বের করে দেওয়া হয়। (মুযিযু তারীখিল ইয়াহুদ, পৃ. ২৬২)

এ ব্যপারে বিস্তারিত জানার জন্য পাঠক দেখতে পারেন ইয়াহুদী ঐতিহাসিক শাহীন ম্যাকারিয়াস কৃত (তারীখুল ইসরাইলিয়্যীন : ৮১-৯৫)

- **লাঞ্ছনার চতুর্থ পর্ব: ২য় বিশ্বযুদ্ধ**

Holocaust: এর মর্মান্তিক ঘটনা!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইয়াহুদী জাতি ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ংকর গণহত্যার শিকার হয়। Holocaust এর সেই গা শিউরে ওঠা গণহত্যার নায়ক হিটলার একসঙ্গে ৬০, ০০, ০০০ (ষাট লক্ষ) ইয়াহুদীকে গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে হত্যা করেছিলো! লাঞ্ছনার এত বড় চিত্র ইয়াহুদী জাতি হয়তো ইতোপূর্বে আর কখনোই অবলোকন করেনি। ইতিহাসের সে স্মরণীয় গণহত্যার কথা তো সবাই জানে। তদুপরি আগ্রহী পাঠক সে গণহত্যার বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখতে পারেন-

Timothy Snyder: Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin. (The Bodley Head: London 2010) p. 389, 413, chpt. Numbers and Terms

- **লাঞ্ছনার আরো একটি পর্ব: কেয়ামতের পূর্বে ইয়াহুদী জাতি আরো একটি গণহত্যার অপেক্ষায়!!**

এই ছিলো ইয়াহুদী জাতির লাঞ্ছনা আর অপদস্থতার ইতিহাস। আল্লাহর শাশ্বত বাণীর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের সংক্ষিপ্ত চিত্রায়ন, যা এ যাবত সংঘঠিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন এ দূর্ভাগা জাতির ভাগ্যকুলে আরো কত লাঞ্ছনার ঢেউ আছড়ে পড়বে। নির্যাতন আর নিপীড়নের কালো মেঘ আরো কতবার তাদের জীবনাকাশে অপদস্থতার ছায়াপাত করবে। তবে হ্যাঁ, কুরআন-হাদীসে বিশ্বাসী একজন মুমিন যেমন এ বিশ্বাস স্থাপন করে যে, শেষ যামানায় হযরত 'ঈসা আ. ও দাজ্জালের আগমন ঘটবে, তেমনি এ বিশ্বাসও সে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে যে, ইয়াহুদীদের জন্য কমপক্ষে আরো একটি

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

গণহত্যা অপেক্ষা করছে, আর সে গণহত্যার মাধ্যমেই পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে তাদের বিলুপ্তি সাধিত হবে। কেননা, হাদীসে এসেছে, শেষ যামানায় ইয়াহুদীরা দাজ্জালের সহযোগী হবে এবং 'ঈসা আ. মুসলমানদের সাথে নিয়ে দাজ্জালকে হত্যা করার পাশাপাশি সমস্ত ইয়াহুদীকে হত্যা করবেন...!!

বর্তমান সময়ে প্রতিষ্ঠিত 'ইসরাইল রাষ্ট্র'

একটি বিষয় এখানে স্পষ্ট করা দরকার যে, বর্তমান সময়ে প্রতিষ্ঠিত ইসরাইল রাষ্ট্র ইয়াহুদী জাতির জন্য সম্মানজনক নাকি অপমানজনক? এবং তাদের এ নতুন সহাবস্থান তাদের উজ্জল ভবিষ্যতের জন্য নাকি এ সহাবস্থানের মাধ্যমে তারা আরো সহজেই গণহত্যার শিকার হয়ে পৃথিবী হতে বিলুপ্ত হতে চলেছে? বিষয়টা বুঝতে হলে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করা আবশ্যক।

দু' হাজার বছর যাবত জুলুম নির্যাতন আর উদ্বাস্তুর জীবন যাপনের পর একটি স্বাধীন ইয়াহুদী ভূখণ্ড লাভের মাধ্যমে লাঞ্ছনার জীবন অবসানের লক্ষ্যে ইয়াহুদীদের মাঝে Zionism (যায়োনিযম) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। *(সূত্র: Zionism. যায়োনিযম। ইয়াহুদীদের একটি পরিভাষা, যা জেরুজালেমের 'যায়োন' নামক টিলা থেকে এসেছে। পৃথক ইয়াহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সৃষ্ট ইয়াহুদীদের জাতীয় আন্দোলনকে যায়োনিযম বলা হয়। Encyclopedia Brittanica. 15th Edition; U.S.A. 1990| 22/139)*

সর্বপ্রথম প্রসিদ্ধ যায়োনিস্ট (পৃথক ইয়াহুদী রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা) হচ্ছে একজন অস্ট্রিয়ান সাংবাদিক Theodor Herzl (থিয়েডার হারযাল, মৃত্যু ১৯০৪ খৃ.)। উসমানী খেলাফত আমলে হারযাল ফিলিস্তিন ভূখন্ডকে স্বায়ত্তশাসনের ফরমান জারি করার দাবি জানায়। কিন্তু খেলাফতের পক্ষ্য হতে এ দাবি প্রত্যাক্ষাত হয়। ঘটনার পরিক্রমায় এক পর্যায়ে হারযাল তার আন্দোলনকে লন্ডনেও প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় এবং সেখানে সে তার অন্দোলনের ব্যাপারে সমর্থন লাভ করে।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সূত্র: *১২৯৯ সাল থেকে নিয়ে ১৯২২ সাল পর্যন্ত উসমানী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিলো। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত সংঘঠিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ই মূলত উসমানী খেলাফতের পতন হয়ে যায়। ছিটেফোটা যতটুকু অবশিষ্ট ছিলো, মোস্তফা কামাল ১৯১৯ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত সময়ে তুরস্কের স্বাধীনতা আন্দোলনের নামে তাও শেষ করে দেয়। সর্বশেষ ১৭ নভেম্বর ১৯২২ সালে চূড়ান্তরূপে উসমানী খেলাফতের পতন ঘটে। উল্লেখ্য, পশ্চিমারা এই উসমানী খেলাফতকে 'অটোমান সম্রাজ্য' বলে থাকে।*

প্রথমদিকে যায়োনিযমের কেন্দ্র ছিলো জার্মানিতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তা লন্ডনে স্থানান্তরিত করা হয় এবং এরপর থেকে যায়োনিযমের আর্থিক চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে আমেরিকা এবং পোল্যান্ডের ইয়াহুদীরা। ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানী খেলাফতের পতনের পর জুলাই ২৪/১৯২২ সালে League of Nations (লীগ আভ নেশন্স) *[সূত্র: ১৯১৯ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর গঠিত 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ', যা ১৯৪৬ সালে অবলুপ্ত হয় এবং তার বিলুপ্তির পরপরই গঠিত হয় বর্তমানের 'জাতিসংঘ']*

এর পরিষদমণ্ডলী বৃটেনকে ফিলিস্তিন ভূখন্ডের দখলস্বত্ত্বের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন প্রদান করে। মে ১৪/১৯৪৮ সালে বৃটিশদের চাতুরতায় এবং পশ্চিমা শক্তির সহযোগিতায় ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডের এক অংশে ইসরাইল রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং সাথে সাথে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্র তাকে স্বীকৃত দেয়। ২ হাজার বছরের মধ্যে এটাই সর্বপ্রথম ইয়াহুদী রাষ্ট্র, যা কায়েম করা হয়ছে। যা সম্পূর্ণরূপে বৃটিশ এবং পশ্চিমা চাতুরতার আশ্রয়ে অন্যায় দখলদারিত্বের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। *(Encyclopedia Brittanica (15th Edition; U.S.A. 1990) 22/133-141)*

Zionism বা স্বাধীন ইয়াহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন লন্ডনে জনসমর্থন লাভ করার বিষয়টি প্রমাণ করে যে, এ আন্দোলন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে পশ্চিমা খৃষ্টানদের সহযোগিতায় এবং প্রতিষ্ঠার মূহুর্ত পরেই রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন প্রমাণ করে যে, লীগ অভ নেশন্সের শিরোনামে ইসরাইল প্রতিষ্ঠা ছিলো মূলত একটি চাতুরতা

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এবং এর পেছনে কাজ করেছে সম্পূর্ণরূপে আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়া এবং অন্যান্য পশ্চিমা শক্তি।

কাজেই সারকথা হলো যে, রাষ্ট্র হিসেবে ইসরাইলের প্রতিষ্ঠা এবং টিকে থাকা- সবকিছুই মূলত পশ্চিমাদের কৃপাদান বৈ কিছুই নয়। আর যেহেতু ফিলিস্তিন ভূখণ্ড এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকা- তিন মহাদেশের সঙ্গমস্থলে এবং সুয়েজ খালের অববাহিকায় গড়ে উঠেছে, কাজেই এ ভূখণ্ডে ইসরাইল প্রতিষ্ঠার দ্বারা পশ্চিমাদের উদ্দেশ্য হলো,

- ✓ মধ্যপ্রাচ্যের আরবদেশগুলোতে আগ্রাসন চালানোর নিমিত্তে একটি সেনাছাউনি তৈরি করা।
- ✓ তিন মহাদেশের মাঝে বিশ্ব বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ লাভ করা।
- ✓ পাশাপাশি এতদ্বাঞ্চলের দূর্বল জাতিগোষ্ঠির উপর আগ্রাসন চালিয়ে এ সকল ভূখণ্ডের মাটির নীচে থাকা প্রাকৃতিক মূল্যবান খনিজ সম্পদের উপর ক্ষমতা লাভ করা।

কাজেই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, ইয়াহুদীরা মূলত স্বাধীনতা লাভ করেনি; বরং পশ্চিমাদের স্বার্থ রক্ষার্থে গোলামীর জীবন গ্রহণ করেছে। যখন পশ্চিমাদের প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন Pogrom এর মাধ্যমে ইয়াহুদীরকে গণহত্যা করতে তারা মোটেও কুণ্ঠিত হবে না। অতীত ইতিহাস অন্তত সেটাই আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয়।

এরপরও অন্যের স্বার্থরক্ষার্থে কোন ভূখণ্ড পাহারা দেওয়া যদি সম্মানজনক মেনেও নেওয়া হয়, তবে সেক্ষেত্রেও পবিত্র কুরআনে কারীমের বক্তব্যের সাথে কোনো বৈপরীত্ব সৃষ্টি হয় না। কেননা, কুরআনে কারীমে যেখানে ইয়াহুদীদের উপর লাঞ্ছনার কথা বলা হয়েছে, সেখানে এটাও বলা হয়েছে যে, “অবশ্য যদি আল্লাহর তরফ হতে কেনো উপায় সৃষ্টি হয়ে যায় কিংবা মানুষের পক্ষ হতে কেনো অবলম্বন বের হয়ে আসে” (যা তাদেরকে পোষকতা দান করবে, তবে সাময়িকভাবে তারা লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পাবে)। সুতরাং বাহ্যিকভাবে ইয়াহুদীদের লাঞ্ছনা থেকে এ বাহ্যিক মুক্তি মূলত

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

পশ্চিমাদের পোষকতার কারণে সম্ভব হয়েছে। তদুপরি বিবেচনার বিষয় হলো- দু'হাজার বছরের লাঞ্ছনার ইতিহাসের পর বিশাল পৃথিবীর সামান্য একটু অংশের অন্যায় দখলদারিত্ব, তাও আবার অন্যের সহযোগিতায়, এটা দু' হাজার বছরের লাঞ্ছনার তুলনায় একটি জাতির জন্য কতটুকু সম্মানপ্রাপ্তি ধরা যেতে পারে ?

প্রকৃত সত্য হলো, দু'হাজার বছরের লাঞ্ছনার পর ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে ইয়াহুদীদের এই সহাবস্থানের সুযোগ মূলত তাদেরকে সম্মানিত করার জন্য নয়; বরং চূড়ান্তরূপে লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে সহজ প্রেক্ষাপট তৈরির উদ্দেশ্যে দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দীন মুফতীয়ে আজম মুফতী শফী রহ. এর উদ্ধৃতির মাধ্যমেই আমরা আমাদের বক্তব্যের ইতি টানবো। তিনি তার অনবদ্য তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনে সূরা আরাফের ১৬৮ নং আয়াতে তাফসীর করতে গিয়ে বলেন-

چند سال سے فلسطین کے ایک حصہ میں انکے اجتماع اور مصنوعی اقتدار سے دھوکہ نہ کھایا جاے، اجتماع تو انکا اس جگہ میں آخری زمانہ میں ہونا ہی چاہے تھا کیونکہ صادق مصدوق رسول کریم ﷺ کی احادیث صحیحہ میں قرب قیامت کیلے یہ خبر دی گی ہے کہ آخر زمانہ میں حضرت عیسی علیہ السلام نازل ہونگے نصاری سب مسلمان ہو جائیں گے اور یہود سے جہاد کرکے انکو قتل کرینگے، خدا کا مجرم وارنٹ اور پولیس کے ذریعہ پکڑ کر نہیں بلایا جاتا بلکہ وہ تکوینی اسباب ایسے جمع کر دیتے ہیں کہ مجرم اپنے پاووں چل کر ہزاروں کو ششیں کرکے اپنے قتل گاہ پر پہنچ جاتا ہے حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول ملک شام میں ہونے والا ہے، یہودیوں کے ساتھ معرکہ بھی یہیں بننا ہے تاکہ حضرت عیسی علیہ السلام کیلے انکا قلع قمع کر دینا سہل ہو، قدرت نے دنیا کی پوری عمر میں تو یہودیوں کو مختلف ملکوں میں منتشر رکھ کر محکومیت اور بے قدری کا عذاب چکھلایا اور آخر زمانہ میں حضرت عیسی علیہ السلام کی آسانی کیلے انکو انکے مقتل میں جمع فرمایا، اسلے یہ اجتماع اس عذاب کے منافی نہیں.

কয়েক বছর যাবত ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের একটি অংশে ইয়াহুদীদের সহাবস্থান এবং কৃত্রিম ক্ষমতাপ্রাপ্তির কারণে (এটা ভেবে) ধোঁকা খাওয়া উচিত হবে না (যে, তারা সম্মানপ্রাপ্ত হয়েছে!), যেহেতু শেষ যামানায় এই ভূখণ্ডে ইয়াহুদীদের সহাবস্থান তো হওয়ারই কথা ছিলো। কেননা,

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

কেয়ামতের ব্যাপারে সহীহ হাদীসসমূহে নবীজীর এ বাণী উদ্ধৃত হয়েছে যে, শেষ যামানায় হযরত 'ঈসা আ. অবতীর্ণ হবেন। সকল খৃষ্টান তখন মুসলমান হয়ে যাবে এবং তিনি ইয়াহুদীদের সাথে জিহাদ করে তাদেরকে হত্যা করবেন।

আল্লাহ দরবারে অপরাধী ব্যক্তিকে (দুনিয়াবী অপরাধীর মতো) 'ওয়ারেন্ট' এবং পুলিশের মাধ্যমে ধরে আনা হয় না, বরং পর্দার আড়াল থেকে এমন সব প্রেক্ষাপট তৈরি করা হয় যে, অপরাধী সহস্র বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে নিজ পায়ে হেঁটে হেঁটে নিজের নিহত হওয়ার স্থানে এসে উপস্থিত হয়! (শেষ যামানায়) 'ঈসা আ. শাম অঞ্চলের দামেশকে অবতীর্ণ হবেন। ইয়াহুদীদের সাথে লড়াইও এখানেই হবে। যাতে 'ঈসা আ.এর জন্য লড়াই করা সহজ হয়।

আল্লাহ তা'আলা তো ইয়াহুদী জাতিকে সারাজীবন বিভিন্ন দেশে লাঞ্ছনা এবং শোষণের তিক্ত স্বাদ আস্বাদন করিয়েছেন। শেষ যামানায় হযরত 'ঈসা আ. এর সহজতার জন্য তাদেরকে তাদের নিহত হওয়ার স্থানে একত্র করে দিয়েছেন। সুতরাং কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা কেয়ামত পর্যন্ত 'তাদের উপর যে লাঞ্ছনার শাস্তি' আরোপিত হওয়ার কথা বলেছেন, তার সাথে এ সহাবস্থানের কোনো বিরোধ নেই।

কওমে সাবার প্রতি আল্লাহর নাফরমানীর ভয়াবহ শাস্তি

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِيْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَشِمَالٍ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَه بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ ○ فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّاَثْلٍ وَّشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ○

সাবার অধিবাসীদের জন্য তাদের বাসভূমিতে রয়েছে এক নিদর্শন। দু'টি উদ্যান, একটি ডানদিকে এবং অপরটি বামদিকে অবস্থিত। (তাদের বলা হল,) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার রিযিক খাও এবং তার শোকর আদায় কর। উত্তম এই শহর এবং মহান ক্ষমাশীল

তোমাদের প্রতিপালক। কিন্তু তারা অবাধ্যতা করলো। ফলে আমি তাদের উপর বাঁধভাঙা ঢল প্রবাহিত করলাম। আর তাদের উদ্যান দু'টি পরিবর্তন করে দিলাম এমন দু'টি উদ্যানে যাতে উদগত হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউগাছ এবং কিছু কুলবৃক্ষ। (সূরা সাবা, আয়াত:১৫-১৬)

কওমে সাবার পরিচয়

ইয়ামানের সম্রাট ও সেদেশের অধিবাসীদের উপাধি ছিল সাবা। তাবাবিয়া সম্প্রদায়ও সাবা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পবিত্র কুরআনের সূরা নামলে হযরত সুলাইমান 'আলাইহিস সালামের সাথে যে রাণী বিলকিসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তিনিও এ সম্প্রদায়েরই ছিলেন।

অন্য বর্ণনামতে, সাবা কাহতানী কবিলার একটি প্রসিদ্ধ শাখা। আরবের ঐতিহাসিকগণ তাদের বংশপরম্পরা এভাবে বর্ণনা করেছেন, সাবা ইবনে ইয়াশজাব ইবনে ইয়ারব ইবনে কাহতান।

ইমাম আহমাদ রহ. বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে আব্দুর রহমান রহ. বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, কুরআনে কারীমে উল্লেখকৃত 'সাবা' কোন পুরুষের নাম না নারীর নাম, নাকি কোন ভূখণ্ডের নাম? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

بَلْ هُوَ رَجُلٌ وُلِدَ لَه عَشَرَةٌ فَسَكَنَ الْيَمَنَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ وَالشَّامَ مِنْهُمْ اَرْبَعَةٌ فَاَمَّا الْيَمَانِيُّوْنَ فَمُذْحِجٌ وَكِنْدَةٌ وَالْاَزْدُ وَالْاَشْعَرِيُّوْنَ وَالْاَنْمَارُ وَ حِمْيَرُ وَاَمَّا الشَّامِيَّةُ فَلَخْمٌ وَجُذَامٌ وَعَامِلَةٌ وَغَسَّانُ.

সাবা একজন পুরুষের নাম, যার দশজন পুত্রসন্তান ছিল। তার মধ্যে ছয়জন ইয়ামানে এবং চারজন শামদেশে বসতি স্থাপন করে। ইয়ামানে বসবাসকারী ছয় পুত্রের নাম হচ্ছে, মুযহাজ, কিন্দাহ, আযদ, আশআরী, আনমার ও হিমইয়ার। (তাদের থেকে ছয়টি গোত্র জন্মলাভ করে।) আর শামদেশে বসবাসকারীদের নাম হচ্ছে, লাখম,

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

জুযাম, আমিলাহ ও গাসসান। (তাদের গোত্রসমূহ এই নামেই পরিচিত।) (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

বংশতালিকা বিশেষজ্ঞ আলেমগণের বরাত দিয়ে বিশিষ্ট তাফসীরবিদ আল্লামা ইসমাঈল ইবনে কাসীর রহ. বলেন, এই দশজন সাবার ঔরসজাত ও প্রত্যক্ষ পুত্র ছিল না। বরং তার দ্বিতীয়, তৃতীয় কিংবা চতুর্থপুরুষে এরা জন্মগ্রহণ করেছিল। অতঃপর তাদের গোত্রসমূহ শাম ও ইয়ামানে বিস্তার লাভ করে এবং তাদেরই নামে পরিচিত হয়।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক রহ. বর্ণনা করেন, 'সাবা'- এর আসল নাম হলো আবদে শামস ইবনে ইয়াশজাব ইবনে কাহতান। ইতিহাসবিদগণ লেখেন, সাবা আবদে শামস তার আমলে শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের সুসংবাদ মানুষকে শুনিয়েছিল। সম্ভবত তাওরাত ও ইঞ্জিল শরীফ থেকে সে এ বিষয়ে অবগত হয়েছিল বা জ্যোতিষীদের মাধ্যমে জানতে পেরেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে সে কয়েক লাইন আরবি কবিতাও বলেছিল। এসব কবিতায় তার আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিল যে, আমি তার সময়ে থাকলে, তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করতাম এবং আমার সম্প্রদায়কেও তার প্রতি ঈমান আনতে বলতাম।

ইয়ামানের রাজধানী সান'আ থেকে তিন মনযিল দূরে মাআরিব নগরী অবস্থিত ছিল। এখানে ছিল সাবা সম্প্রদায়ের বসতি। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকায় শহরটি অবস্থিত ছিল বিধায় উভয় পাহাড়ের উপর থেকে বৃষ্টির পানি বন্যার আকারে নেমে আসত। ফলে শহরের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত। তখন সে দেশের সম্রাটগণ (তাদের মধ্যে রাণী বিলকিসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়) উভয় পাহাড়ের পাদদেশে শক্ত ও মজবুত বাঁধ নির্মাণ করেন। এ বাঁধ পাহাড় থেকে নেমে আসা বন্যার পানি রোধ করে পানির একটি বিরাট ভাণ্ডার তৈরি করে দেয়। পাহাড়ী ঢলের পানিও এতে সঞ্চিত হতে থাকে।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

বাঁধের উপরে-নিচে ও মাঝখানে পানি বের করার জন্য তিনটি দরজা নির্মাণ করা হয়, যাতে সঞ্চিত পানি শহরের লোকদের ক্ষেতে ও বাগানে পৌঁছানো যায়। প্রথমে উপরের দরজা খুলে পানি ছাড়া হত। উপরের পানি শেষ হয়ে গেলে মাঝখানের এবং সবশেষে নিচের তৃতীয় দরজা খুলে দেওয়া হত। পরবর্তী বছর বৃষ্টির মওসুমে বাঁধের তিনটি স্তরই আবার পানিতে পূর্ণ হয়ে যেত।

অপরদিকে বাধের নিচে পানি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একটি সুবৃহৎ আধার নির্মাণ করা হয়েছিল। এতে পানির বারোটি খাল তৈরি করে শহরের বিভিন্ন দিকে পৌঁছানো হয়েছিল। সবখানে একই গতিতে পানি প্রবাহিত হত এবং নাগরিকদের প্রয়োজন মেটাত।

শহরের ডান ও বাম পার্শ্বে অবস্থিত পাহাড় দু'টির কিনারায় ফল-মূলের বাগান করা হয়েছিল। এসব বাগ-বাগিচায় খালের পানি প্রবাহিত হত। এ সকল বাগান পরস্পর সংলগ্ন অবস্থায় দুই পাহাড়ের কিনারায় সারিবদ্ধভাবে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এসব বাগানের রকমারি ফলমূলের মাধ্যমে তারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয়েছিল। নিচের এই আয়াতে এসব বাগানের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে,

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِيْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ ۚ جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍ

সাবার অধিবাসীদের জন্য তাদের বাসভূমিতে রয়েছে এক নিদর্শন। দু'টি উদ্যান, একটি ডান দিকে এবং অপরটি বাম দিকে অবস্থিত। (সূরা সাবা, আয়াত:১৫)

সাবাবাসীদের বাগান অনেকগুলো হওয়া সত্ত্বেও তাদের বাগানগুলোকে উপরোক্ত আয়াতে جَنَّتٰنِ বা দু'টি বাগান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, এক সারির সমস্ত বাগান পরস্পর সংলগ্ন হওয়ার কারণে এক বাগান এবং অপর সারির সমস্ত বাগানকে একই কারণে দ্বিতীয় বাগান বলে অভিহিত করা হয়েছে।

এসব বাগানে সবরকম বৃক্ষ ও ফল-মূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো। হযরত কাতাদা রহ. প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী, একজন লোক মাথায়

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

খালি ঝুড়ি নিয়ে বাগানে গমন করলে, গাছ থেকে পতিত ফল-মূল দ্বারা তা আপনা-আপনি ভরে যেত; গাছ থেকে পেড়ে নেয়ার প্রয়োজন হত না।

আল্লাহ তা'আলা সাবাবাসীদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের শহর মাআরিব থেকে নিয়ে শাম পর্যন্ত এলাকায় অল্প অল্প দূরত্বে জনবসতি প্রতিষ্ঠিত করে দেন। নিচের এই আয়াতে এ কথারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে,

وَ جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّ قَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ ؕ سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِيَ وَ اَيَّامًا اٰمِنِيْنَ○

তাদের জনপদ এবং সেসব জনপদ, যেখানে আমি বরকত দিয়ে রেখেছি, সেগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে অনেক দৃশ্যমান জনপদ স্থাপন করেছি এবং সেগুলোতে ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা করে রেখেছি। তোমরা এসব জনপদে রাতে ও দিনে নিরাপদে ভ্রমণ করো। (সূরা সাবা, আয়াত:১৮)

পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে সাবার অধিবাসীদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার আরো দু'টি নিয়ামতের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এখানে الْقُرَى الَّتِيْ بَارَكْنَا فِيْهَا (সেসব জনপদ, যেখানে আমি বরকত দিয়ে রেখেছি) বলে শামদেশের গ্রামাঞ্চলকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রহমত ও বরকত নাযিল হওয়ার কথা একাধিক আয়াতে শামদেশের কথা স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে।

আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, যেসব জনপদে আল্লাহ তা'আলা বরকত দান করেছেন, সাবার অধিবাসীদের ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রায়ই সেসব জনপদে তাদের সফর করতে হতো। মাআরিব শহর থেকে শামের দূরত্ব ছিল অনেক। রাস্তাও সহজসাধ্য ছিল না। আল্লাহ তা'আলা সাবা সম্প্রদায়ের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের শহর মাআরিব থেকে শাম পর্যন্ত অল্প অল্প দূরত্বে জনবসতি প্রতিষ্ঠিত করে দেন। এসব জনবসতি সড়কের কিনারায় অবস্থিত ছিল। তাই উল্লিখিত আয়াতে قُرًى ظَاهِرَةً

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

‘দৃশ্যমান জনপদ’ বলা হয়েছে, যা সকল মুসাফিরই চেনে। এ সকল জনবসতির ফলে কোন ভ্রমণকারী নিজ গৃহ থেকে বেরিয়ে দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম অথবা খাদ্যগ্রহণ করতে চাইলে অনায়াসেই কোন জনপদে পৌঁছে নিয়মিত খাদ্যগ্রহণ করে আরাম করতে পারত। অতঃপর যুহরের পর রওয়ানা হয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অন্য এলাকায় পৌঁছে রাত্রিযাপন করতে পারত। তাই তো আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ

(সেই এলাকাগুলোতে ভ্রমণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম।) অর্থাৎ সেই জনপদগুলো এমন সুষম ও সমান দূরত্বে গড়ে উঠেছিল যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক জনবসতি থেকে অন্য জনবসতিতে পৌঁছা যেত এবং ভ্রমণ করতে অত্যন্ত সুবিধা হত। তাই এরপর উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে,

سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِيَ وَاَيَّامًا اٰمِنِيْنَ

(তোমরা এসব জনপদে রাতে ও দিনে নিরাপদে ভ্রমণ কর।)

বস্তুত এটা সাবা সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহ তা‘আলার প্রদত্ত আরেকটি নিয়ামত। অর্থাৎ উক্ত বসতিগুলোর সমান দূরত্বের কারণে সমানতালে পথ অতিক্রম করা যেত। রাস্তাও সবটুকু নিরাপদ ছিল। চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল না। এ কারণে দিবা-রাত্রি সর্বক্ষণ নিশ্চিন্ত মনে এসব এলাকা দিয়ে সফর করা যেত।

কিন্তু জালিম নাফরমান সম্প্রদায় আল্লাহ তা‘আলার উপরোক্ত নিয়মাতের কদর বুঝলো না। তাই তারা নাশোকরি করে বলতে লাগলো,

رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا

হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের ভ্রমণের পরিসর বাড়িয়ে দিন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ

তারা এভাবে নিজেদের উপর জুলুম করেছিল। (সূরা সাবা, আয়াত:১৯)

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

কত আশ্চর্যের কথা! সেই সম্প্রদায়ের লোকেরা আল্লাহ তা'আলার নিকট বিরূপ অবস্থার জন্য আবদার জানালো, আমাদের জন্য ভ্রমণের দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন, যাতে কাছাকাছি কোন জনপদ না থাকে। মাঝখানে জঙ্গল ও জনমানবহীন প্রান্তর থাকুক। যাতে কিছু কষ্ট সহ্য করতে হয়। তাতে আমরা সফর ও বাড়িতে অবস্থানের মাঝে পার্থক্য অনুভব করতে পারবো।

বস্তুত এক্ষেত্রে তাদের অবস্থা ছিল বনী ইসরাইলের অনুরূপ, যারা কোনরূপ কষ্ট ও শ্রম ব্যতিরেকেই আসমানি খাদ্য মান্না-সালওয়া কুদরতীভাবে পেয়েছিল। কিন্তু তা পেয়ে শোকর 'আদায়ের পরিবর্তে উল্টো তারা আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করছিল, হে আল্লাহ, এর পরিবর্তে আমাদের ভূমিতে উৎপন্ন সবজি ও তরকারি দান করুন। (কাসাসুল কুরআন)

সাবাবাসীর প্রতি দীনের দাওয়াত

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক রহ. ওহহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ. থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা সাবাবাসীদের নিকট তেরজন নবী প্রেরণ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা এসকল নবীর মাধ্যমে তাদের আদেশ দিয়েছিলেন, তোমরা আল্লাহপ্রদত্ত রকমারি ফল-ফলাদি ভক্ষণ কর এবং তারই দেওয়া অফুরন্ত জীবনোপকরণ ব্যবহার করো। আর কৃতজ্ঞতা হিসেবে সৎকর্ম ও আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করো। এই দিকেই ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

كُلُوا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهٗ ؕ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ ۝

তোমরা তোমাদের পালনকর্তার রিযিক খাও এবং তার শোকর 'আদায় কর। উত্তম এই শহর এবং মহান ক্ষমাশীল (তোমাদের) প্রতিপালক। (সূরা সাবা, আয়াত:১৫)

বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের এ শহরকে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর শহর করেছিলেন। শহরটি ছিল নাতিশীতোষ্ণ। আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর ও বিশুদ্ধ ছিল। সমগ্র শহরে মশা-মাছি, ছারপোকা ও সাপ-

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

বিচ্ছুর মতো প্রাণীর নাম-গন্ধও ছিল না। বাইরে থেকে কেউ শরীরে ও কাপড়-চোপড়ে উকুন ইত্যাদি নিয়ে প্রবেশ করলে, তা আপনা-আপনি মরে সাফ হয়ে যেত। এজন্যই উক্ত আয়াতে সেই জনপদকে

بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ

'উত্তম শহর' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

এরপর উক্ত আয়াতে

وَرَبٌّ غَفُوْرٌ

বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এসব নিয়ামত ও ভোগ-বিলাস কেবল ইহজগত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়, বরং মহান প্রতিপালকের শোকর আদায় করলে পরকালে আরও বৃহৎ ও স্থায়ী নিয়ামতের ব্যবস্থা রয়েছে। এজন্য অতীত অন্যায় ও অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে সংশোধন হও এবং তোমাদের প্রতিপালকের আনুগত্য করো। তা হলে তোমরা প্রতিপালকের ক্ষমা ও অনুগ্রহ লাভ করতে পারবে। কারণ, এসব নিয়ামতের স্রষ্টা ও তোমাদের পালনকর্তা মহা ক্ষমাশীল।

সাবাবাসীর দীনবিমুখতা

فَاَعْرَضُوْا কিন্তু সাবা সম্প্রদায় নবীদের এই দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। তারা তাওহীদের আকীদা, আল্লাহর ইবাদত ও তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা থেকে বিমুখ হলো এবং সূর্যের পূজা করতে আরম্ভ করলো। এদিকে ইঙ্গিত করেই হুদহুদ পাখি হযরত সুলাইমান 'আলাইহিস সালামকে বলেছিল,

وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِيْنٍ ○ اِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ ○ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ○

আমি আপনার কাছে সাবা থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি। আমি এক নারীকে সাবাবাসীদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সবকিছুই দেওয়া হয়েছে এবং তার একটা বিরাট সিংহাসন আছে। আমি তাকে ও তার কওমকে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সিজদা করে। বস্তুত শয়তান তাদের কার্যাবলিকে তাদের জন্য সুশোভিত করে রেখেছে এবং তাদের সৎপথ থেকে ফিরিয়ে রেখেছে। তাই তারা সৎপথ পাচ্ছে না। (সূরা নামল, আয়াত:২২-২৪)

সাবাবাসীর উপর আল্লাহর আযাব

আল্লাহ তা'আলার সুবিস্তৃত নিয়ামত ও নবীগণের হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও যখন সাবা সম্প্রদায় আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করলো, তখন তিনি তাদের উপর বাঁধভাঙা বন্যারূপে গজব নাযিল করলেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ

অতঃপর আমি তাদের উপর বাঁধভাঙা ঢল প্রবাহিত করলাম। (সূরা সাবা, আয়াত:১৬)

বন্যাকে বাঁধের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করার কারণ হলো যে বাঁধ তাদের সংরক্ষণ ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় ছিল, আল্লাহ তা'আলা তাকেই তাদের ধ্বংস ও বিপর্যয়ের কারণ বানিয়ে দিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা., ওয়াহহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ., কাতাদা রহ., যাহহাক রহ. প্রমুখ তাফসীরবিদ বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা যখন এ সম্প্রদায়কে বাঁধভাঙা বন্যা দ্বারা ধ্বংস করার ইচ্ছা করলেন, তখন এই সুবৃহৎ বাঁধের গোড়ায় অন্ধ ইঁদুর প্রেরণ করলেন। তারা এর ভিত্তি দুর্বল করে দিল। ফলে বৃষ্টির মওসুমে পানির প্রচন্ড চাপে দুর্বল ভিতের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হলো। অবশেষে বাঁধ ধসে তার পেছনে সঞ্চিত পানি সমগ্র উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়লো। ফলে শহরের সমস্ত ঘর-বাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে গেল এবং গাছপালা উজাড় হয়ে গেল। আর পাহাড়ের কিনারায় সারিবদ্ধ উদ্যানের জন্য সংরক্ষিত পানি নিঃশেষ হয়ে গেল।

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ. বর্ণনা করেন, তাদের কিতাবে লেখা ছিল, এই বাঁধটি ইঁদুরের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। সেমতে বাঁধের কাছে ইঁদুর

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

দেখে তারা বিপদ সংকেত বুঝতে পারলো। তখন ইঁদুর নিধনের জন্য তারা বাঁধের নিচে অনেক বিড়াল ছেড়ে দিলো, যাতে বাঁধের কাছে ইঁদুর আসতে না পারে। কিন্তু আল্লাহর তাকদীর রোধ করার সাধ্য কারো নেই। তাই তাদের বিড়ালগুলো গযবের ইঁদুরের কাছে হার মানলো এবং ইঁদুর বাঁধের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে গেল।

ঐতিহাসিক বর্ণনায় আরো বলা হয়েছে, কিছুসংখ্যক বিচক্ষণ ও দূরদর্শী লোক ইঁদুর দেখামাত্র সে এলাকা ত্যাগ করে আস্তে আস্তে অন্যত্র চলে গেল। অবশিষ্টরা সেখানেই রয়ে গেল। কিন্তু বন্যা শুরু হলে, তারাও চলে যেতে লাগলো। তবে তাদের অধিকাংশই বন্যায় প্রাণ হারালো এবং খুব কম সংখ্যক লোক বেঁচে রইলো। মোটকথা সমস্ত শহর জনশূন্য হয়ে গেল।

সেইসব অধিবাসী অন্যত্র চলে গিয়েছিল, তাদের ছয়টি গোত্র ইয়ামানে এবং চারটি শামদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। মদীনার বসতিও তাদের কতক গোত্র থেকে শুরু হয়।

বন্যার ফলে শহর ধ্বংস হওয়ার পর তাদের সারিবদ্ধ দুই উদ্যানের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ

আমি তাদের উদ্যান দু'টি পরিবর্তন করে দিলাম এমন দু'টি উদ্যানে, যাতে উদগত হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউগাছ ও কিছু কুলবৃক্ষ। (সূরা সাবা, আয়াত:১৬)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের মূল্যবান ফলমূলের বৃক্ষের পরিবর্তে এমন বৃক্ষ উৎপন্ন করলেন, যার ফল ছিল বিস্বাদ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা., মুজাহিদ রহ., ইকরীমা রহ. প্রমুখ বলেন, خَمْطٍ অর্থ বাবলা গাছ। তবে অনেক তাফসীরবিদের মতে, خَمْطٍ এর অর্থ এরাফ বৃক্ষ। জাওহারি রহ. লিখেছেন, একপ্রকার এরাফ বৃক্ষে কিছু ফল ধরে এবং তা খাওয়াও হয়। কিন্তু তাদের এই বৃক্ষের ফল বিস্বাদ

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ছিল। অপরদিকে হযরত আবু উবায়দা রহ. বলেন, তিক্ত ও কাঁটাযুক্ত বৃক্ষকে خَمْطٍ বলা হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে হযরত আওফী রহ. বলেন, اَثْلٍ অর্থ ঝাউগাছ। কেউ কেউ বলেন, ঝাউগাছের মতোই দেখতে এক প্রকার বৃক্ষ। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

سِدْر অর্থ কুলগাছ। এক প্রকার কুল বা বরই বাগানে যত্নসহকারে লাগানো হয় এবং তার ফল হয় সুস্বাদু। এ ধরনের গাছে কাঁটা কম এবং ফল বেশি হয়। আরেক প্রকার হয় জংলি কুলগাছ। এটা জঙ্গলে উদগত ও কাঁটাযুক্ত ঝাড় হয়ে থাকে এবং ফল কম হয়ে থাকে। আয়াতে سِدْر শব্দের সাথে قَلِيْلٍ যুক্ত করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সেই বাগানের কুলগাছও জংলি ও স্বউদগত ছিল, যাতে ফল কম এবং কাঁটা বেশি ও খুব টক ছিল, যা মোটেই খাওয়ার উপযোগী ছিল না।

তাদের কুফরীর কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাদের এ শাস্তি দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

ذٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوْا وَهَلْ نُجَازِيْٓ اِلَّا الْكَفُوْرَ○

আমি তাদের এ শাস্তি দিয়েছিলাম তাদের কুফরীর দরুন। আমি অতিশয় অকৃতজ্ঞ নাফরমান ব্যতীত কাউকে এমন শাস্তি দিই না। (সূরা সাবা, আয়াত:১৭)

كَفُوْر শব্দের অর্থ অতিশয় কুফরকারী। আয়াতের অর্থ হল, আমি অতিশয় কুফরকারী ব্যতীত কাউকে শাস্তি দিই না। এটা বাহ্যত সেসব আয়াত ও সহীহ হাদীসের পরিপন্থী মনে হয়, যেগুলো দ্বারা প্রমাণিত আছে, গুনাহগার মুসলমানকেও তাদের কর্ম অনুযায়ী জাহান্নামের শাস্তি দেওয়া হবে, যদিও পরিণামের শাস্তি ভোগ করার পর তাদের জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। এর জবাবে কেউ কেউ বলেন, এই আয়াতে যেকোনো শাস্তি উদ্দেশ্য নয়। বরং সাবা সম্প্রদায়ের অনুরূপ ব্যাপক গজব-আযাব বুঝানো হয়েছে। এ

ধরনের আযাব-গজব বিশেষভাবে কাফেরদের জন্য নির্দিষ্ট। মুসলিমদের উপর এরূপ আযাব আসে না। হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন,

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ لَا يُعَاقَبُ بِمِثْلِ فِعْلِهِ إِلَّا الْكَفُوْرُ

আল্লাহ তা'আলা সত্য বলেছেন, মন্দ কাজের যথাযোগ্য শাস্তি কাফের ছাড়া কাউকে দেওয়া হয় না। পক্ষান্তরে মুমিনকে তার গুনাহর ব্যাপারেও কিছু অবকাশ দেওয়া হয় সংশোধন হওয়ার জন্য।

কোন কোন তাফসীরবিদ বলেন, এই আয়াতের আক্ষরিক অর্থই উদ্দেশ্য। শাস্তি হিসেবে শাস্তি কেবল কাফেরদেরই দেওয়া হয়। মুসলমান পাপীকে যে শাস্তি দেওয়া হয়, তা কেবল বাহ্যিক দৃষ্টিতে শাস্তি হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য থাকে তাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করা। স্বর্ণকে আগুনে পোড়ানোর উদ্দেশ্য হলো তার ময়লা ও খাদ দূর করা। কোন মুমিনকে তার পাপের কারণে দোযখে নিক্ষেপ করা হলে, এর উদ্দেশ্য হবে তার দেহের সেই অংশ জ্বালিয়ে দেওয়া, যা হারাম দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তীকালে সে যখন জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য হবে, তখন তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। (রুহুল মা'আনী)

ঘটনা থেকে শিক্ষা

সাবা সম্প্রদায়ের শাস্তি সম্পর্কে কুরআনে কারীমে আরো ইরশাদ হয়েছে,

فَجَعَلْنَاهُمْ اَحَادِيْثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ○

আমি তাদেরকে কাহিনীর বিষয়ে পরিণত করলাম এবং সম্পূর্ণরূপে ছিন্নভিন্ন করে দিলাম। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (সূরা সাবা, আয়াত:১৯)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সাবাবাসীদের নাশুকরির কারণে তাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস ও বিপর্যস্ত করে দেন। ফলে পৃথিবীর বুকে তাদের ভোগ-বিলাস

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ও ঐশ্বর্যের কথা কাহিনী হিসেবেই রয়ে গেছে এবং তারা উপাখ্যানে পরিণত হয়েছে।

مَزَّقْنَاهُمْ শব্দটি تمزيق থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা। অর্থাৎ মাআরিব শহরের কিছু অধিবাসী ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এবং কিছু বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে গিয়েছে। অথচ তারা সকলে এক স্থানে সম্মিলিতভাবে আন্তরিকতা ও ভালোবাসার সাথে বসবাস করতো। আরবে তাদের ধ্বংস ও ছত্রভঙ্গ হওয়ার ঘটনা প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছিল। তাদের মতো কারো বিচ্ছিন্ন অবস্থা প্রত্যক্ষ করলে প্রবাদরূপে আরবরা বলত, 'তারা সাবা সম্প্রদায়ের ঐশ্বর্যে পালিত লোকদের মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।'

কওমে সাবার ধ্বংসের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের নসীহত হাসিল করা এবং সবধরনের পাপাচার ও নাফরমানী ছেড়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম-আহকাম যথাযথভাবে পালন করা অপরিহার্য। তাহলে আল্লাহ আমাদের নিয়ামত বৃদ্ধি করবেন এবং আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে অফুরন্ত সুখ-শান্তি দান করবেন।

আসহাবুল উখদুদের ঘটনা

وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۙ وَ الْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۙ وَ شَاهِدٍ وَّ مَشْهُوْدٍ ۙ قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ۙ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۙ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۙ وَّ هُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ؕ وَ مَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۙ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۝

শপথ বুরুজ-বিশিষ্ট আকাশের, এবং সেই দিনের, যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। এবং যে উপস্থিত হয় তার এবং যার নিকট উপস্থিত হয় তার। ধ্বংস হয়েছে গর্তওয়ালারা, যে গর্ত বহু ইন্ধন বিশিষ্ট ছিল। যখন তারা সেখানে উপবিষ্ট ছিল এবং তারা মুমিনদের সাথে যা করছিল, তা নিরীক্ষণ করছিল। তারা মুমিনদের শাস্তি দিয়েছিল শুধু

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এই কারণে যে, তারা সর্বময় প্রশংসার অধিকারী পরাক্রান্ত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব যার মুঠোয় এবং আল্লাহ সমস্ত কিছু দেখছেন। নিশ্চয় যারা মুমিন পুরুষ ও নারীদের নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তাওবা করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব আর রয়েছে অগ্নির দহন শাস্তি। (সূরা বুরুজ, আয়াত:১-১০)

এই সূরার শানে নুযুল সম্বন্ধে তাফসীর গ্রন্থসমূহে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ আছে, যা মুফাসসির ও ঐতিহাসিকগণের নিকট 'আসহাবে উখদুদের ঘটনা' নামে পরিচিত। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ।

- أُخْدُوْد এর শাব্দিক অর্থ গর্ত বা পরিখা। যেহেতু আলোচ্য ঘটনায় কাফের বাদশা ও তার সভাসদরা গর্ত ও পরিখা খনন করে তাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করে তৎকালীন আহলে কিতাব মুমিনদের ঐ লেলিহান অগ্নিকুন্ডে জীবন্ত দগ্ধ করে নির্মমভাবে শহীদ করেছে, এদিকে ইঙ্গিত করেই এই কাফেরদের 'আসহাবে উখদুদ' বলা হয়েছে।

তখন ইয়ামানের বাদশা ছিল ইউসুফ যু-নাওয়াস। সে ছিল কাফের। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের পূর্বে সত্তর বছর ছিল তার শাসনকাল।

তার দরবারে এক জ্যোতিষী থাকতো। যখন সে বৃদ্ধ হয়ে গেল, তখন সে বাদশার কাছে আবেদন করলো, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। আমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। এজন্য আমার মন চাচ্ছে, আপনি আমাকে মেধাবী ও তীক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন একটি ছেলে দিবেন। তাকে আমি আমার এই শাস্ত্র তথা জ্যোতিষবিদ্যা শিক্ষা দিয়ে আমার জীবদ্দশায়ই একজন বিজ্ঞ জ্যোতিষী হিসেবে গড়ে তুলে যাব।

এই প্রস্তাবমতে ঐ কাফের-বাদশা আবদুল্লাহ ইবনে তামির নামক একটি তুখোর মেধাবী ছেলেকে জ্যোতিষীর হাওলা করে দিল। সে তার কাছ থেকে জ্যোতিষবিদ্যার দীক্ষা নিতে শুরু করলো।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ছেলেটির বাড়ি ও গণকের বাড়ির মধ্যখানে একজন রাহেবের (খ্রিস্টান ধর্মযাজকের) খানকা ছিল। সেটা ছিল হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের নবুওয়্যাতের যুগ। তার প্রদর্শিত দীন-ই সেসময় দীনে হক ছিল। ঐ রাহেব 'ঈসায়ী ধর্ম মতে একজন সাচ্চা মুমিন ও বুযুর্গ ছিলেন।

ছেলেটি একবার রাহেবের দরবারে গিয়ে তার কথা শুনে ও তার কাজ-কর্ম দেখে বেশ প্রভাবিত হলো এবং মাঝে মধ্যেই তার খানকায় আসা-যাওয়া করতে থাকলো। এমনকি এক পর্যায়ে সে গোপনে রাহেবের হাতে আল্লাহর দীন গ্রহণ করলো।

আল্লাহ তা'আলা তাকে মজবুত ঈমান দান করলেন। সে প্রতিদিন রাহেবের কাছে যাওয়া আসা করতে লাগলো। জ্যোতিষীর কাছে যাওয়ার সময় পথে রাহেবের কাছে কিছুক্ষণ সময় কাটাতো। ফলে জ্যোতিষীর কাছে পৌঁছতে দেরি হয়ে যেত। এ কারণে জ্যোতিষী তাকে শাসন করতো। ঠিক তেমনিভাবে গণকের কাছ থেকে বাড়িতে ফেরার সময়ও পথে রাহেবের মজলিসে কিছুক্ষণ কাটাতো। ফলে নিজ বাড়িতে পৌঁছতে দেরি হতো। এ জন্য বাড়ির লোকজনও তাকে মারধর করতো। কিন্তু সে এগুলোর কোন পরোয়া না করে রাহেবের মজলিসে যাওয়া-আসাসহ তার সংশ্রব বজায় রাখলো।

একদিন ছেলেটি দেখলো, রাস্তার মধ্যে একটি বাঘ শুয়ে আছে। ফলে লোকজনের যাতায়াত বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং জনসাধারণ বাঘের ভয়ে ভীত। ছেলেটি একখণ্ড পাথর হাতে নিয়ে দু'আ করলো, 'আয় আল্লাহ, যদি রাহেবের ধর্ম সঠিক হয়ে থাকে, তবে যেন আমার এই প্রস্তরখণ্ডের আঘাতে বাঘটি মরে যায়। পক্ষান্তরে গণক যদি সত্যপন্থী হয়ে থাকে, তবে যেন না মরে।' এই দু'আ করে সে বাঘটি লক্ষ্য করে একখণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করলো। আল্লাহ তা'আলার কী কুদরত, প্রস্তরের আঘাত লাগামাত্র বাঘটি মরে গেল।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এই ঘটনার পর থেকে দেশময় এই আলোচনা শুরু হয়ে গেল, একটি বালক কোন গুপ্তবিদ্যা অর্জন করেছে, যার দ্বারা সে এত বড় বাঘ মেরে ফেলেছে।

এ খবর শুনে এক অন্ধ লোক বালকটির নিকট উপস্থিত হয়ে তার চক্ষু ভালো করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলো। বালক বললো, তুমি যদি দীনে হক কবুল করো, তবে তোমার চক্ষু ভালো হওয়ার জন্য দু'আ করতে পারি। অন্ধ রাজি হলো এবং উক্ত ছেলের দু'আয় সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিশক্তি লাভ করলো। সঙ্গে সঙ্গে সে দীনে হক গ্রহণ করে নিজেকে ধন্য করলো।

অত্যাচারী বাদশা ইউসুফ যু-নাওয়াসের কাছে এই খবর পৌঁছলে সে সেই রাহেব, বালক ও অন্ধ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়ে নিজ দরবারে হাজির করলো। জিজ্ঞাসাবাদে তারা সব খুলে বললেন। সব শুনে সে বুঝলো, এরা সবাই দীনে হক গ্রহণ করেছে। এরা যদি এভাবে ইসলামের প্রচার করতে থাকে, তা হলে দেশের সবাই তাদের ভক্ত হবে। তখন বাদশার বড়ত্ব খর্ব হবে। তাই সে আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধাচরণে লেগে তাদের আল্লাহর দীন ত্যাগ করতে বললো।

তারা তার নির্দেশ সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করলেন। বাদশা সঙ্গে সঙ্গে রাহেব ও অন্ধকে হত্যা করলো। আর বালকটি সম্বন্ধে এই আদেশ দিল যে, তাকে যেন পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে ফেলে দিয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মাধ্যমে হত্যা করা হয়।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কী অসীম কুদরত, ছেলেটিকে পাহাড়ে চড়ামাত্র তাতে কঠিন কম্পন শুরু হলো। ফলে যারা তাকে নিয়ে গেল, তারা সবাই পাহাড় থেকে পড়ে ধ্বংস হলো। আর ছেলেটি অক্ষত অবস্থায় সম্পূর্ণ সুস্থভাবে ফিরে এলো।

অতঃপর বাদশা তাকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারার জন্য আদেশ দিল। আল্লাহ তা'আলার দয়া ও রহমতে এবারও সে বেঁচে এলো। আর যারা তাকে

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ডুবিয়ে হত্যা করার জন্য গিয়েছিল, তারা সবাই জাহাজ ডুবে সমুদ্রে নিমজ্জিত হলো।

ইউসুফ যু-নাওয়াস সামান্য একটি বালককে বধ করতে বারবার ব্যর্থ হয়ে অত্যন্ত বিব্রতকর অবস্থায় পড়লো। তখন ছেলেটি বললো, হে বাদশা, আপনি এভাবে কখনোই আমার ব্যাপারে সফল হতে পারবেন না। তবে হ্যাঁ, আপনি আমার বলে দেয়া পন্থা এখতিয়ার করলে সফল হতে পারবেন। আমাকে হত্যা করতে চাইলে একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। বাদশা ছেলেটির কাছে সেই পদ্ধতি জানতে চাইলো। সে বললো, আপনি শহরের সমস্ত জনগণকে একটি উঁচু স্থানে সমবেত করুন। যখন সকলে একত্র হবে, তখন আমাকে শূলিকাষ্ঠে চড়াবেন। অতঃপর আমার তীরদানি থেকে একটি তীর নিয়ে 'আল্লাহ তা'আলার নামে নিক্ষেপ করছি, যিনি এই বালকের রব' বলে আমার বুকে তীর নিক্ষেপ করবেন। তা হলেই আমি ইন্তেকাল করবো।

ইউসুফ যু-নাওয়াস বালকের কথা বাস্তবায়ন করে শহরের সমস্ত জনসাধারণকে সমবেত করলো। অতঃপর তাদের সামনে ছেলেটিকে শূলিতে চড়িয়ে তার তীরদানি থেকে একটি তীর নিয়ে 'আল্লাহ তা'আলার নামে নিক্ষেপ করছি, যিনি এই বালকের রব' বলে তীর নিক্ষেপ করলো। তখন বালকটি সেই তীরের আঘাতে শাহাদাত বরণ করলো।

এই অত্যাশ্চর্য দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে উপস্থিত জনসাধারণের মধ্যে ঈমানী চেতনা জাগ্রত হলো। সঙ্গে সঙ্গে তারা ঈমান এনে সমস্বরে বলে উঠলো,

اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

আমরা সকলেই জগতসমূহের রবের উপর ঈমান আনলাম।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

তখন ইউসুফ যু-নাওয়াসের পরিষদবৃন্দ তাকে উদ্দেশ্য করে বললো, মহারাজ, আপনি যার আশঙ্কা করছিলেন শেষ পর্যন্ত তা-ই ঘটে গেল এবং প্রজারা মুসলমান হয়ে গেল!

তখন বাদশা অগ্নিশর্মা হয়ে রাজমহল থেকে বের হলো এবং নিজ বাহিনীকে হুকুম দিল, শহরের প্রত্যেক মহল্লা ও অলি-গলিতে পরিখা খনন করে তাতে ভয়ানক অগ্নিপ্রজ্বলিত করে মহল্লার লোকদের সেখানে একত্র করে তাদের মাঝে ঘোষণা করো, যারা ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ না করবে, তাদের এই জ্বলন্ত অগ্নিতে ফেলে দেওয়া হবে।

আল্লাহ তা'আলা এই মুমিনদের এমন দৃঢ়তা দান করেছিলেন যে, তারা সকলেই একযোগে ঈমান পরিত্যাগ না করার ঘোষণা দিয়ে দিলেন এবং খুশির সাথে নিজেদের জন্য অগ্নি-শাস্তি বরণ করে নিলেন।

তাদের কেবল আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনার কারণেই এই কঠিন আযাব দেওয়া হয়েছিল। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ○

তারা মুমিনদের শাস্তি দিয়েছিল শুধু এই কারণে যে, তারা সর্বময় প্রশংসার অধিকারী পরাক্রান্ত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। (সূরা বুরুজ, আয়াত:৮)

তখন স্বৈরশাসক ইউসুফ যু-নাওয়াস ও তার পরিষদবর্গ এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য আনন্দ-উল্লাসের সাথে উপভোগ করছিল। ইরশাদ হয়েছে,

اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ○ وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ○

যখন তারা সেখানে উপবিষ্ট ছিল এবং তারা মুমিনদের সাথে যা করছিল, তা নিরীক্ষণ করছিল। (সূরা বুরুজ, আয়াত:৬-৭)

ইতোমধ্যে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটলো। প্রজ্বলিত অগ্নি-পরিখার কিনারায় একটি দুধের শিশুসহ এক মহিলাকে হাজির করা হলো। সে

তার বাচ্চার মুহাব্বতের কারণে আগুনে পড়তে ইতস্তত করছিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই ছোট্ট শিশু বলে উঠলো, আম্মা, ধৈর্য ধরুন এবং নির্ভয়ে অগ্নি-পরিখায় ঝাঁপ দিন। কারণ, নিঃসন্দেহে আপনি হকের উপরে আছেন।

নিম্নবর্ণিত হাদীসে এ কথারই বর্ণনা রয়েছে, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা রা. হযরত সুহাইব রা. থেকে দীর্ঘ এক হাদীস বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, . . . তারপর অগ্নিপরিখার পাশে এমন একজন মহিলা উপস্থিত হলেন, যার সাথে তার ছোট বাচ্চা ছিল। তিনি যখন আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার ইচ্ছা করলেন, তখন প্রখর অগ্নিতাপ অনুভব করতে লাগলেন, যার কারণে তিনি (তার বাচ্চার মুহাব্বতে) আগুনে পড়তে ইতস্তত করছিলেন। এই মুহূর্তে তার দুগ্ধপায়ী শিশু বলে উঠলো, আম্মা, আপনি আপনার কাজ করে যান। কারণ, আপনি হকের উপর আছেন। অতঃপর তিনি আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। (তিরমিযী)

এই অত্যাচারী শাসক যে মুমিনগণকে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করেছে, তাদের সংখ্যার ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনায় বার হাজারের কথা এসেছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে এর চেয়েও অধিক সংখ্যার কথা উল্লেখ রয়েছে।

বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, যে সমস্ত মুমিনকে ইউসুফ যু-নাওয়াস ও তার পরিষদবর্গ অগ্নি-খন্দকে ফেলেছিল, আল্লাহ তা'আলা তার কুদরতের মাধ্যমে তাদের অগ্নিদগ্ধ হওয়ার কষ্ট থেকে এভাবে হেফাজত করেছিলেন যে, আগুন স্পর্শ করার পূর্বেই তিনি তাদের প্রত্যেকের জান কবজ করে নিয়েছিলেন। ফলে আগুনে কেবল তাদের মৃত শরীরই বিদ্যমান ছিল এবং তাই দগ্ধ হয়েছিল।

পক্ষান্তরে সেই জালিম পাষন্ডদের এই পরিণতি হলো, ঈমানদার জনগণকে ঐ অগ্নি-খন্দকে ফেলে হত্যা করার পর আল্লাহ তা'আলার কুদরতে এই আগুন পর্যায়ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে এত পরিমাণে বিস্তৃত হলো,

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

তার লেলিহান শিখা সংশ্লিষ্ট গণ্ডি অতিক্রম করে গোটা শহরে ছড়িয়ে পড়লো এবং যারা মুসলিমদের অগ্নিদগ্ধ করে এই করুণ দৃশ্য তামাশা হিসেবে উপভোগ করছিল, তাদের সকলকে এই আগুন জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্ম করে দিল।

তবে খোদ ইউসুফ যু-নাওয়াস সেই আগুন থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে নিজেকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করলো। তখন আল্লাহর হুকুমে সেখানেই সে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেল। (তাফসীরে মাযহারী)

পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে,

قُتِلَ اَصۡحٰبُ الۡاُخۡدُوۡدِ ۙ○ النَّارِ ذَاتِ الۡوَقُوۡدِ ۙ○

ধ্বংস হয়েছে গর্তওয়ালারা, যে গর্ত বহু ইন্ধন বিশিষ্ট ছিল। (সূরা বুরুজ, আয়াত:৪-৫)

এ হচ্ছে তাদের দুনিয়ার শাস্তি। আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী মর্মন্তুদ কঠিন আযাব। এ সম্পর্কে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّ الَّذِيۡنَ فَتَنُوا الۡمُؤۡمِنِيۡنَ وَالۡمُؤۡمِنٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَتُوۡبُوۡا فَلَهُمۡ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمۡ عَذَابُ الۡحَرِيۡقِ ○

নিশ্চয় যারা মুমিন পুরুষ ও নারীদের নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তাওবা করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব আর রয়েছে অগ্নির দহন শাস্তি। (সূরা বুরুজ, আয়াত:১০)

উক্ত আয়াতে সেই পাপিষ্ঠদের শাস্তি প্রসঙ্গে দু'টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

১. তাদের জন্য পরকালে জাহান্নামের আযাব রয়েছে।

২. তাদের জন্য দহন শাস্তি রয়েছে। এখানে দ্বিতীয়টি প্রথমটিরই বর্ণনা বা তাকিদ হতে পারে। অর্থাৎ জাহান্নামে গিয়ে তারা চিরকাল দহন-

TOP
Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com App Store

যন্ত্রণা ভোগ করবে। অথবা দ্বিতীয়টি ভিন্ন আযাবও হতে পারে, যা তাদের উপর দুনিয়াতে আপতিত হয়েছিল।

কাফেরদের জন্য জাহান্নামের আগুন ও দহন-শাস্তির খবর দেওয়ার সাথে সাথে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا তারপর তাওবা করেনি অর্থাৎ এই আযাব তাদের উপর পতিত হবে, যারা এই দুষ্কর্মের কারণে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করেনি। এতে প্রকারান্তরে চরম অপরাধীদেরও তাওবার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন, বাস্তবিকই আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও করুণার কোন সীমা নেই। তাই তো যেসব কাট্টা কাফের আল্লাহর খাস বান্দাদের জীবন্ত দগ্ধ করে তামাশা দেখেছে, আল্লাহ তা'আলা এত চরম অপরাধের পরেও তাদের তাওবার দাওয়াত দিচ্ছেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

আসহাবুল উখদুদের ঘটনা থেকে শিক্ষা

সূরা বুরুজের উল্লিখিত আয়াতসমূহ ও সংশ্লিষ্ট ঘটনা বিশ্ববাসীদের জন্য এক প্রকৃষ্ট শিক্ষা। এখানে একদিকে ঈমানদারদের নিজেদের ঈমানের উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকা এবং ঈমানের পথে আগত সকল বিপদ-মুসিবত অকাতরে সহ্য করার দৃষ্টান্ত রয়েছে, যার বিনিময়ে তারা দুনিয়াতেও আল্লাহ তা'আলার অপার করুণা ও রহমত লাভ করেছেন, আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার তথা চিরশান্তির জান্নাত। অপরদিকে বেদীন নাফরমানদের জুলুম-পাপাচারের পরিণতির দৃষ্টান্তও এখানে রয়েছে যে, আল্লাহর দীনের বিরোধিতা করার চরম শাস্তি তারা দুনিয়াতেও পেয়েছে। আর পরকালে তারা জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব চিরকাল ভোগ করবে।

এসব ঘটনা থেকে শিক্ষালাভ করে আত্মসংশোধন করা এবং পরিপূর্ণ দীনদারি ও হেদায়েতের উপর কায়েম থাকা আমাদের কর্তব্য।

সমাপ্ত

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store